চতুর্থ সংস্করণ

প্লাবন

আধুনিক নাটক

[পূর্বকথা এবং বারোটি দৃশ্য]

নাট্যভারতী মঞ্চে অভিনীত :

প্রথম অভিনয়--৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৮

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুত অহীন্দ্র চৌধুরী

করকমলেষু

নটসূর্য,

আমার কল্পনালোকে নীলাম্বর এসে দাঁড়াল, সেদিন সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল তোমার কথা। সকলের অবহেলিত এই অভিশপ্ত চরিত্রকে রূপায়িত করবার মতো দরদী মন আর কার!

আমার আশা সফল হয়েছে, তুমি তাকে জীবন্ত করেছ, আমার মানস-মূর্তিকে তুমি নব নব পরিকল্পনায় স্ফুটতর ও পূর্ণতর করেছ। সেই অভাগ্যের বেদনায় জনচিত্ত উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। আমার এই প্রথম নাটক তোমার নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গৌরব লাভ করল।

গুণমুগ্ধ—

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪৮

মনোজ বসু
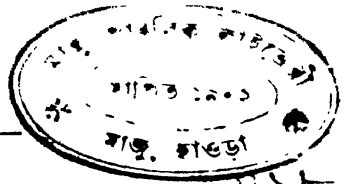
—পূর্বকথা—

বিরামবাড়ি, বসিবার ঘর

ভৈরবনদের তীরে ফাঁকার মধ্যে মাঝারি গোছের একখানা বাগানবাড়ি—নাম 'বিরামবাড়ি'। তাহারই একটা ঘর। নানা আসবাব-পত্র ও ছবিতে ঘরখানা সুসজ্জিত।

সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। মেঘ-ভাঙা ম্লান জ্যোৎস্না জানলা দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। একটা দামি টেবল-ল্যাম্প একদিকে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। তাহাতে অন্ধকার দূর হয় নাই, আধ-অন্ধকার ঘরখানি রহস্যময় দেখাইতেছে।

পঁচিশ বছরের সুঠাম সুন্দরী তরুণী নিশারাণী লঘু-গতিতে ঘরে ঢুকিল। জানলার দিকে গিয়া অলসদৃষ্টিতে একটুখানি চাহিয়া রহিল। তারপর আলোর জোর বাড়াইয়া দিল। ঘর আলোকিত হইল। নিশারাণীর গায়ে শাড়ির উপর ফুল-আঁকা ঢিলা জাপানি কিমোনো। পায়ে রঙিন ঘাসের চটি। বিশেষ প্রসাধন-বাহুল্য নাই। কৌচের উপর আলস্যে শুইয়া সে একখানা বই পড়িতে লাগিল।

ত্রিলোচন ম্যানেজার প্রবেশ করিল—জমিদারি সেরেস্তার ঝুনা কর্মচারী সাধারণত যেরূপ হইয়া থাকে। খোঁচা-খোঁচা গোঁফ, গায়ে একটা বেনিয়ান। ত্রিলোচন মুখ ঢুকাইয়া শব্দ-সাড়া দিতে লাগিল। একবার কাশিল। বই হইতে মুখ না তুলিয়া নিশারাণী প্রশ্ন করিল।

নিশারাণী। কে?

ত্রিলোচন। অধীন শ্রীত্রিলোচন ম্যানেজার। কৌলিক পদবি পাকড়াশি।

নিশারাণী। (হাসিয়া মুখ ফিরাইল) ওঃ—ম্যানেজার মশাই? যখন তখন পদবির কি দরকার? খবর কি বলুন?

ত্রিলোচন। হুজুর এয়েছেন।

নিশারাণী। (ভ্রূকুঞ্চিত হইল) হুজুর?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমাদের হুজুর—মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শেখরনাথ মজুমদার—

নিশারাণী। হঠাৎ এই রাত্তিরবেলা?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে, নৌকো থেকে চর ভেঙে আসছেন। শুনেই সংবাদ দিতে এলাম।...চললাম রাণীমা—জিনিষপত্তোর তোলার বন্দোবস্ত করিগে।

ত্রিলোচন হন্তদন্ত হইয়া চলিয়া গেল। বছর সাতেকের ফুটফুটে মেয়ে—ফ্রক-পরা, বব-করা চুল—তাহার নাম সবিতা। সে হাততালি দিয়া নিশারাণীর কাছে ছুটিয়া আসিল।

সবিতা। মা, মা—দেখে যাও। বাবা আর ব্রজদা দু-জনে আসছে। জোছনায় কি রকম দেখাচ্ছে—

সবিতা নিশারাণীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

নিশারাণী। হ্যাঁ, আসছেন। দেখব কিরে দুষ্টু মেয়ে?

সবিতার হাত এড়াইতে না পারিয়া নিশারাণীকে জানলার দিকে যাইতে হইল।

সবিতা। বাবা বড্ড লক্ষ্মী। কত শিগগির শিগগির আসে। কত কি নিয়ে আসে!

নিশারাণী। তোমায় কত ভালবাসেন! তোমায় ছেড়ে থাকতে পারেন না, তাই দেখতে আসেন।

সবিতা। আর তোমাকেও। বুঝলে মা, তোমাকে আমাকে দু'জনকে ভালবাসে।

নিশারাণী। না তোমাকেই—একলা তোমাকে। আমি কে?

সবিতা। তুমি যে মা! তোমায় যদি ভাল না বাসে, বাবার সঙ্গে আমার আড়ি। আচ্ছা...আমি জিজ্ঞাসা করে দেখি।

নিশারাণী। না না—না—খুকী, জিজ্ঞাসা করতে নেই, তা হলে আমি রাগ করবো। খুকী—খুকী—

সবিতা ততক্ষণে ছুটিয়া গেছে। নিশারাণী হাতের বই টেবিলের উপর রাখিল। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল ও কাপড়-চোপড় একটু ঠিক করিয়া লইল।

একটু পরেই শেখরনাথ মজুমদারের হাত ধরিয়া সবিতা প্রবেশ করিল। সাতাশ-আটাশ বছরের সুশ্রী মানুষটি শেখরনাথ। ভ্রমণের ক্লান্তি তাহার মুখে ফুটিয়াছে। তাহার এক হাতে ছোট একটি পোর্টফোলিও।

শেখর। মুশকিলে পড়ে গেছি রাণী। সবিতা জানতে চায়, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি কিনা। যদি বলি 'না' আড়ি করে ও আমার সঙ্গে কথাই বলবে না। যদি বলি 'হাঁ'—(কণ্ঠে অনুনয়ের সুর ফুটিয়া উঠিল) তুমি কি রাগ করে আজও ওঘরে চলে যাবে ?

নিশারাণী। (প্রসঙ্গ এড়াইয়া গেল) হঠাৎ যে! খবর-বাদ নেই—

শেখর। কেন, আমি আসব—সে কথা তো চিঠিতে জানিয়েছি। চিঠি পাওনি ?

নিশারাণী। পেয়েছি।

টেবিলের ড্রয়ার হইতে একখানা খাম আনিয়া নিশারাণী অবহেলার সহিত শেখরের সামনে রাখিল।

নিশারাণী। এই নিন—

শেখর। ফেরত নেবার জন্য তো পাঠাইনি রাণী।...একি, খাম খোলনি দেখছি। চিঠিটা অন্তত খুলে দেখলে পারতে!

নিশারাণী। না খুলেই বলতে পারি, কি লেখা আছে ওতে।

শেখর। না—না—পার না সমস্ত বলতে। ব্রজলাল—ব্রজলাল!

দরজা খুলিয়া ব্রজলাল প্রবেশ করিল। লম্বা-চওড়া প্রৌঢ় ব্যক্তি—বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

শেখর। ত্রিলোচন এতক্ষণ আমার বেডিং-স্যুটকেশ সব বৈঠকখানায় এনে ফেলেছে। সবিতার জন্য অনেক খেলনা এনেছি, এই চাবি নাও,

স্যুটকেশ খুলে ওকে দাওগে।···যাও তো সবিতা, সোনার মেয়ে, তোমার কলের মোটর এনেছি এবার—

সবিতা। কলের মোটর? দম দিলে ছুটবে তো?

শেখর। হাঁ মা, না ছুটলে আর মোটর কিসের? যাও—

সবিতা নাচিতে নাচিতে আগেই ছুটিল। ব্রজলাল যাইতেছিল, শেখর তাহাকে ডাকিল।

শেখর। আর শোন—আজ আর যাওয়া হবে না। বন্যায়, দুর্ভিক্ষে মানুষ না খেতে পেয়ে হন্যে হয়ে উঠছে। রাত্রে যাওয়া ঠিক নয়। মাঝিদের খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থা করে দাও গে।

ব্রজলাল ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল। নিশারাণীও যাইতেছিল, শেখর বাধা দিল।

শেখর। তুমি কোথায় চললে?

নিশারাণী। আপনার জন্যেও তো ঐ দুটো ব্যবস্থার দরকার। সে ব্রজলালকে দিয়ে হবে না

শেখর। না—ব্রজলাল করবেই বা কেন? সে করবে লোকত ধর্মত যার করা উচিত—সে-ই। খাওয়া হোক না হোক—শোয়ার বড্ড দরকার রাণী। সাত ঘণ্টা নৌকায় আটকা থেকে ঘুমে এখন চোখ ভেঙে আসছে।

নিশারাণী। সাত ঘণ্টা নৌকোয়? আপনি কোথা থেকে আসছেন?

শেখর। সদর থেকে। সদর থেকে কলকাতা ফেরবার সোজা পথ এটা নয়। কিন্তু—জানো রাণী, প্রেমের পথই বাঁকা—

নিশারাণী। তার মানে?

শেখর। মানে? এই দেখ।

নিশারাণী। কি এটা?

শেখর পোর্টফোলিও হইতে একখানি দলিল বাহির করিয়া পড়িতে শুরু করিল।

শেখর। দলিল। দানপত্র করে এলাম রাণী। সব পড়ছি না···দানপত্রমিদং কার্যাঞ্চাগে···থানা···মৌজা···হ্যাঁ এই যে, এখানে। —রূপগঞ্জ গ্রামে বিরামবাড়ি নামক উদ্যান-বাটিকা আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী নিশারাণী দেবীকে—

নিশারাণী। আমি আপনার ধর্মপত্নী নই।

শেখর। মন্ত্র পড়া হয়নি বটে, কিন্তু তুমিই আমার ধর্মপত্নী। আমার আত্মীয়-স্বজন, প্রজাপাটক, দেশের সমস্ত লোককে জিজ্ঞাসা কর—

নিশারাণী। আত্মীয়, প্রজা সবাই বলবে—কিন্তু ধর্ম স্বীকার করবে না। আমার স্বামী বেঁচে আছেন।

শেখর। না—বেঁচে নেই।

নিশারাণী। আছেন—নিশ্চয় তিনি বেঁচে আছেন।···বিরামবাড়ি কেন আমাকে লিখে দিলেন, আপনার মাতৃহারা মেয়ে সবিতাকে বঞ্চিত করে?

শেখর। আমার মেয়ে সবিতা, কিন্তু তার চেয়ে বেশি মেয়ে তোমার। মাতৃহারা সে নয়। সে তার মাকে ফিরে পেয়েছে।

নিশারাণী গমনোদ্যত হইল।

শেখর। আর, তাকে তো আমি বঞ্চিত করিনি। এই বিরামবাড়িটা ছাড়া সবই তার। কলকাতার বাড়িটাও। আর আমি জানি, তার মাকে যা দিলাম সে-ও তারই।

নিশারাণী। দেখি, দেখি—

শেখর দলিল দেখাইতে গেলে নিশারাণী তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। আলোর উপর ধরিয়া পোড়াইতে গেল। শেষে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

নিশারাণী। এটা পুড়িয়ে ফেলবেন। আরও যদি জাগাতে আসেন,

নিজেই আগুনে পুড়ে মরব। ঘুষ দিয়ে অনেক জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু মেয়েমানুষের মন পাওয়া যায় না।

শেখর। চিঠিখানা যে খুলে পড়নি। চোখের জলে কত কি লিখেছিলাম। যদি পড়তে, তা হলে ঘুষ দিতে এসেছি—এত বড় কথাটা বলতে পারতে না।···বিরামবাড়ি তোমার বড় প্রিয়, এ ছেড়ে তুমি যে কোথাও যেতে চাও না রাণী—

কথাগুলির আন্তরিকতায় নিশারাণী অভিভূত হইয়াছে।

নিশারাণী। আমায় মাপ করুন। এখানে সবিতাকে নিয়ে একা একা থাকি, রাত-দিন ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাই। স্বামীর কথা মনে পড়ে। তিনি মরেন নি, মরবার পুরুষ তিনি নন, কোথায় কোন অজানা দেশে হাহাকার করে ফিরছেন। যদি তিনি খুঁজতে আসেন, এই বাড়ি ছেড়ে তাই কোথাও যেতে পারিনে।

শেখর। আর কারও কথা মনে পড়ে না ?

নিশারাণী। পড়ে, আপনার কথা মনে পড়ে। মন দুর্বল হয়, আমি দ্বিধায় দুলি। দুর্ণিবার টানে আপনি আমায় টানেন। ওদিকে ভৈরবের জলের টানে আর্তকণ্ঠে আমার হারানো স্বামী আমায় ডাকতে থাকেন। সেই দুর্যোগের রাত্রে শেষবার তিনি আমায় ডেকেছিলেন, মনোরমা—মনোরমা—

মঞ্চের আলোর জোর কমিতে লাগিল।

শেখর। কিন্তু আমার দুর্যোগ নয়—সে দিন আমার শুভযোগ—

নিশারাণী। উঃ, কি অন্ধকার সেই রাত! কেয়াঝাড়ের পাশ দিয়ে উজান বেয়ে সন্তর্পণে আমাদের নৌকো চলেছে। কিন্তু পুলিশের নজর আরও তীক্ষ্ণ—অন্ধকার মানে না, কেয়ার জঙ্গল মানে না—

* শেখর। আমরাও বজরায় চলেছিলাম, মনে পড়ে ?

নিশারাণী। পড়ে—

শেখর। প্রবল ঝড়···বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে···মেঘ ডাকছে···উন্মাদ ভৈরব প্রচণ্ড কল্লোলে নৌকার গায়ে আছড়ে পড়ছে— *

ইহাদের কথাবার্তার মধ্যে মঞ্চের আলো ক্রমশ ম্লান হইতেছিল। অবশেষে নিভিয়া অন্ধকার হইল। অন্ধকারে ঝড়ের গর্জন, বজ্রের কড়কড় আওয়াজ, ভৈরবের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের শব্দ,—ইহার মধ্যে শেখরের কণ্ঠ ডুবিয়া গেল।

[অন্তর্দৃশ্য]

বজরা

আবার ধীরে ধীরে আলো জ্বলিল, সবুজ আলো—স্বপ্নের দ্যোতক। তখনও ঝড় চলিয়াছে।

শেখরনাথের বজরা ঘাটে বাঁধা আছে। রুগ্ন সবিতা এক পাশে শুইয়া, তাকের উপর নানা ঔষধপত্রের শিশি। প্রলাপের ঘোরে সবিতা মাঝে মাঝে 'মা' 'মা' বলিয়া

---

*মফস্বলে এই নাটক অভিনয় করিবার সময়ে বজরার দৃশ্য দেখানো হয়তো অসুবিধা-জনক হইবে। বজরার পরিবর্তে অপর একটি ঘর দেখানো যাইতে পারে। তাহাতে নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে তারকা-চিহ্নিত অংশ নিম্নের মতো পরিবর্তিত হইবে।

শেখর। সবিতাকে নিয়ে আমি ছিলাম ঐ পাশের ঘরে। মনে পড়ে?

নিশারাণী। পড়ে—

শেখর। হঠাৎ ঝনঝনিয়ে দরজা খুলে গেল। ঝড় বইছে···বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে···মেঘ ডাকছে···

অন্তর্দৃশ্যে দেখানো হইবে, অপর একটি ঘর। খোলা দরজা দিয়া বিপর্যস্তবেশা নিশারাণী তথায় প্রবেশ করিবে। গলুয়ের উপর দারোগার সহিত শেখরনাথের যে সব কথাবার্তা আছে, উহা সেই ঘরের ভিতর হইবে। দারোগা ভিতরে ঢুকিবার পূর্বেই নিশারাণী অন্য ঘরে যাইবে। দারোগা চলিয়া গেলে সে আবার আসিবে।

চিৎকার করিতেছে। শেখর বড় বিব্রত—কখন মেয়ের মাথায় জলপটি দিতেছে, কখন বাতাস করিতেছে।

হঠাৎ বিপর্যস্তবেশা নিশারাণী কোন্ দিক দিয়া বজরায় লাফাইয়া পড়িল। সে কামরার দরজায় ঘা দিতে লাগিল। শেখরনাথ দরজা খুলিয়া দিল।

শেখর। কে?

নিশারাণী। আমায় বাঁচান।

নিশারাণী দাঁড়াইতে পারিতেছে না, এমন ক্লান্ত। সে ঢলিয়া পড়িল। শেখর এক মুহূর্ত ইতস্তত করিল; তারপর নাড়ি দেখিবার জন্য নিশারাণীর হাতটা লইতে গিয়া তাহাকে একটু সরাইয়া দিতে হইল। সেই সময় ব্লাউজের নিচে হইতে কতকগুলি-কি বাহির হইয়া পড়িল। শেখর বাঁ-হাত দিয়া নাড়ির স্পন্দন বুঝিতেছে, এবং ডান-হাতে সেগুলি ঘুরাইয়া দেখিতেছে। কয়েকটা ছাঁচ ও মুদ্রা। সেগুলি শেখর তাকের উপর রাখিল। দরজায় খিল দিয়া স্মেলিং-সল্টের শিশি নিশারাণীর নাকে ধরিল; তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

শেখর। কি হয়েছে? মূর্ছা?

নিশারাণী। ওঃ!

সম্বিত পাইয়া নিশারাণী উঠিতে গেল।

শেখর। আরও একটু শুয়ে থাক, একেবারে ভাল হয়ে যাবে।

নিশারাণী। আমি ভাল হয়েছি।

নিশারাণী উঠিয়া বসিল।

নিশারাণী। কেউ এসেছিল আমার খোঁজে?

শেখর। না—

বাহিরে পুলিশের হুইসিল বাজিল।

নিশারাণী। (উদ্বেগ-ভরা কণ্ঠে) ও কি?

শেখর। পুলিশ। তোমাকে ধরিয়ে দেব—

নিশারাণী। কেন ধরিয়ে দেবেন? কি করেছি? কি মিথ্যে সন্দেহ করছেন আপনি?

শেখর তাকের উপর হইতে সেই ছাঁচ ও মুদ্রাগুলি বাহির করিল।

শেখর। এগুলো মিথ্যে নয়, নিশ্চয়। এই টাকা জাল করবার ছাঁচ, এই আধুলির ছাঁচ, এই জাল টাকা, জাল আধুলি। এগুলো কি ভোজবাজি?

নিশারাণী কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, শেখর পিছাইয়া গেল।

শেখর। চমৎকার! চুরি-ডাকাতি জাল-জুয়াচুরি পুরুষদের একচেটে ছিল। তাদের এই অক্ষুণ্ণ অধিকারে তোমরাও হস্তক্ষেপ করলে। চমৎকার!···ধরিয়ে আমি দেবই।

শেখর দরজা খুলিয়া কামরার বাহিরের দিক হইতে ঘুরিয়া আসিল। আবার দরজা দিল।

শেখর। বলো, কি বলবার আছে। ঝড় থেমে গেছে। আমি নিজে তোমায় থানায় নিয়ে যাব, ধরিয়ে দেবই।

নিশারাণী হঠাৎ খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিশারাণী। তাই কেউ পারে নাকি? যান দিকি নিয়ে আমায়। আমি মেঝের উপর লুটোপুটি খাব না? কপাল ফেটে রক্ত বেরুবে, এই গালের উপর দিয়ে রক্ত গড়াবে, দুটি চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়বে। বলুন ··পারবেন তা দেখতে? পুলিশ চাবুক মেরে সর্বাঙ্গ কালো করে দেবে। চাবুক মারবে পিঠের উপর, বুকের উপর—

চাতুরির বহর দেখিয়া শেখর প্রথমে অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছিল। বাড়াবাড়ি দেখিয়া সে তাড়া দিয়া উঠিল।

শেখর। চুপ! নারী বলে একটু করুণা হচ্ছিল···কিন্তু কিসের নারী? সতী-সাধ্বী আমার স্ত্রী ললিতা ঐ চেয়ে আছে—

ললিতার ফোটো তুলিয়া লইল।

শেখর। একে শ্মশানে রেখে মেয়ে বুকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। মেয়ে জ্বরে বেহুঁস···আর তুমি আমায় প্রলুব্ধ করতে এসেছ? কুলটার রূপ দেখে যে মজে, সে পুরুষ আমি নই—

নিশারাণী এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া তারপর কথা কহিল। গম্ভীর কণ্ঠ,—ইহার আগে চটুল ভাবে যে বলিতেছিল, এ যেন সে মানুষ নয়।

নিশারাণী। আমি কুলটা নই—

শেখর। (মুখে ব্যঙ্গের হাসি) না—সতী-সাধ্বী—

নিশারাণী। হাঁ, সতী-সাধ্বী—আপনার ঐ ললিতারই মতো, কিম্বা তার চেয়েও বেশি—

সবিতা। মা, মা,—মাগো!

শেখর সবিতার কাছে গিয়া বসিল। নিশারাণীরও ঝোঁকের মাথায় একবার মেয়েটির কাছে যাইবার মন হইয়াছিল, কিন্তু সঙ্কোচে যাইতে পারিল না। দারোগা ও কয়েকজন কনেষ্টবল গলুইয়ে আসিয়া উঠিল। তাহারা দরজার শিকলে নাড়া দিল।

শেখর। কে?

[বাহির হইতে দারোগা। আমরা পুলিশ। দুয়োরটা খুলুন একবার—]

শেখর। খুলছি। আমার মেয়ের অসুখ আজ বড্ড বেড়েছে। আপনারা একটু—(নিশারাণীর দিকে তাকাইয়া) অপেক্ষা করুন।

নিশারাণী। রাঘব ঘোষের বউকে ধরিয়ে দেবেন?

শেখর। রাঘব ঘোষ! যে রাঘবের—

নিশারাণী। হ্যাঁ, সেই। তাঁর বউকে ধরিয়ে দেবার পরিণাম কি জানেন?

শেখর। দুরন্ত লোভের সামনে আমাকে টলাতে পারনি—ভয় দেখিয়েও পারবে না।···দুয়োর খুলি?

নিশারাণী। দয়া করুন। দয়া করুন—

কথা শেষ না হইতে প্রবল শব্দে আবার শিকল ধনঝনিয়া উঠিল। শেখর দরজা খুলিতে গেল।

নিশারাণী। আপনি পাষাণ—আপনি পাষাণ—

নিশারাণী শেখরের দু'হাত জড়াইয়া ধরিল। শেখর ধাক্কা দিল। আর্তনাদ করিয়া নিশারাণী পড়িয়া গেল। এই শব্দে সবিতা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

সবিতা। বাবা, বাবা—মা কি এসেছে? তুমি বলেছিলে, মা আসবে। এই যে মা···এই যে আমার মা···

নিশারাণী স্থিরদৃষ্টিতে জ্বরতপ্ত সবিতার দিকে তাকাইয়া রহিল; তাহার চোখ অশ্রু-সজল হইল। জালিয়াত নারীর বুকে মাতৃত্বের অরুণোদয় হইল বুঝি!

শেখর। (ধরা গলায়) পাষাণ আমি—না তুমি? রোগা মেয়ে—অমন করে কাঁদছে, কষ্ট হয় না তোমার?

নিশারাণী ঝাঁপাইয়া সবিতাকে জড়াইয়া ধরিল। শেখর দরজা খুলিয়া গলুইয়ে আসিল।

দারোগা। ওঃ সার, আপনি? বিরামবাড়ি ফিরছেন বুঝি! মাপ করবেন সার, সরকারি কাজে একটু বিরক্ত করতে এসেছি। মস্ত শিকার হাতের কাছে এসে ফসকে গেল। রাঘব ঘোষকে বেড়া-জালে ফেলেছিলাম, বেটা গাঙে ঝাঁপ দিল। জলে পড়ে মরল, তবু আমাদের হাতে গেল না। তার সঙ্গে মনোরমা বলে একটা মেয়ে ছিল—

শেখর। মনোরমা?

দারোগা। হ্যাঁ—সে নাকি রাঘব ঘোষের স্ত্রী। মেয়েটা আপনার এখানে এসেছে, এই কনেস্টবল বলছে—

শেখর। না—কেউ আসেনি তো!

দারোগা। ওঃ, সার যখন বলছেন, তবে আর কি! তোদেরই ভুল

হয়েছে। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) সার, একজন মেয়েলোকের গলা শোনা যাচ্ছিল যেন—

শেখর। হ্যাঁ, যাচ্ছিল—উনি আমার স্ত্রী।

দারোগা। অ্যাঁ—

শেখর। হ্যাঁ, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।···আসুন—দারোগা বাবু, আমার মেয়ের অসুখ—মন ভাল নেই।

দারোগা ও কনেষ্টবলরা চলিয়া গেল। শেখর কামরার ভিতরে ঢুকিল। দরজায় কান পাতিয়া নিশারাণী ইহাদের কথা শুনিতেছিল। সবিতা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

শেখর। সব শুনে ফেলেছ? ভালই হল। আজ থেকে তুমি আর মনোরমা নও, সে ভৈরবের জলে ডুবে মরেছে।

নিশারাণী। আপনি দেবতা—

শেখর। কিন্তু এ ছাড়া আর কি করা যায় বলো। সবিতার মা—তাকে ধরিয়ে দিই কেমন করে?

নিশারাণী। আপনি দেবতা— [অন্তর্দৃশ্য শেষ]

বিরামবাড়ির সেই বসিবার ঘর

মঞ্চ অন্ধকার হইল। তারপর আলো জ্বলিলে দেখিলাম, বিরামবাড়ির বসিবার ঘরের সেই পূর্বেকার রূপ—শেখর ও নিশারাণী কৌচের উপর বসিয়া ঠিক আগেকারই মতো গল্প করিতেছে।

নিশারাণী। সেদিন বলেছিলাম—আজও বলছি, আপনি দেবতা—

শেখর। সেই থেকে সবাই জানল, তুমি আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—সবিতার নতুন মা।

নিশারাণী। হ্যাঁ, সবিতার মা। আপনি আমাকে অতুল সম্মান

দিয়েছেন, ফুটন্ত ফুলের মতো মেয়ে দান করেছেন। সেদিন মনোরমা মরে গেল, আর ঘনান্ধকার নিশায় বেঁচে উঠল নিশারাণী। অসীম আপনার দয়া, আপনি দেবতা।

শেখর। দেবতা···দেবতা···সবাই বলে ঐ এক কথা। না, আমি দেবতা নই। দেবত্ব আমার অভিশাপ। আমি মানুষ—আমার আশা আছে, ব্যথা আছে, কামনা আছে। তুমি সত্যি সত্যি সবিতার মা হও। যে মিথ্যা সবাই সত্য বলে জেনে রেখেছে, তাই সত্য হয়ে উঠুক। আমি তোমায় চাই।

নিশারাণী। আমার মন দুর্বল। আর বলবেন না—বলবেন না আমায়।

নিশারাণীর চোখে মুখে বিহ্বলতার ভাব।

শেখর। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাকে চাই।

নিশারাণী। কিন্তু আমার স্বামী বেঁচে আছেন।

শেখর। আমি বলছি, সে নেই। আর যদি থাকেও, যাতে সে আর কোনদিন আসতে না পারে আমি তাই করব। ডাকাতি, জালিয়াতি, খুন—এই রকম এক শ গণ্ডা চার্জ। ধরা পড়লে তার ফাঁসি—না হয় দ্বীপান্তর। যত টাকা লাগে—যেমন করে হোক—আমি তাকে ধরিয়ে দেব।

নিশারাণী আবিষ্টের মতো শেখরের একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, এই কথায় বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো সরিয়া গেল।

নিশারাণী। ছিঃ! আমার জন্য আমার স্বামীকে আপনি ধরিয়ে দেবেন? আপনি অতি ইতর।

শেখর। না, মানুষ—

জানলায় মুহূর্তের জন্য মুখোস-পরা একজন লোক দেখা দিল। ইহারা দেখিল না, প্রেক্ষাগৃহ হইতে দেখা গেল।

নিশারাণী। পথ দিন, চলে যাব—

শেখর। কোথায়?

নিশারাণী। আপনার আশ্রয় ছেড়ে যেখানে হোক—

শেখর। সে হবে না। লোকে বলবে শেখর মজুমদারের স্ত্রী গৃহত্যাগ করেছে। সে বড় অপমান।

নিশারাণী। জোর করে আমায় আটকে রাখবেন?

শেখর। হ্যাঁ, জোর করে। আমার অধিকার আছে বিরামবাড়ি আমার, তুমিও আমার; আমি তোমার প্রভু—দেশসুদ্ধ সবাই জানে। অস্বীকার করো—বলো মিথ্যা?

নিশারাণী। আমায় অসহায় পেয়ে নির্যাতন করছেন? এমনি করে আমার মন জয় করবেন?

শেখর। মন···দেহ—যাই হোক—

শেখর দৃঢ়মুষ্টিতে নিশারাণীর হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

নিশারাণী। ভগবান!

এই সময় মুখোস-পরা লোকটি পিস্তলের গুলি করিল। শেখর টেবিলের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। সেখান হইতে গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িল। টেবল-ল্যাম্প উল্টাইয়া গেল। ঘর অন্ধকার। আবছা আঁধারে দেখা গেল, আততায়ী জানলা দিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। আর্ত চিৎকার করিতে করিতে নিশারাণী ছুটিয়া পলাইল।

নিশারাণী। কে কোথায় আছ? ব্রজলাল—ম্যানেজার—

আততায়ী পোর্টফোলিও লইল, মৃতের দেহ হাতড়াইয়া যাহা পাওয়া গেল, লইল। আরও দু-একটি জিনিষ লইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে কোলাহল, খানিকটা ধস্তাধস্তির শব্দ, দমাদম গুলির আওয়াজ।

গভীর রাত্রে গ্রামের দিক হইতে বেহালার সুর আসিতেছে। বেহালা করুণ সুরে বাজিতে লাগিল।

পনের বৎসর পরে

পনের বৎসরে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। ভৈরবের প্লাবনে দেশের ঘর-বাড়ি ক্ষেত-খামার প্রতি বৎসর ডুবিয়া যায়। সাধারণ প্রজারা অতি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য ভৈরবে বাঁধ বাঁধা হইতেছে; বড় বড় লকগেট তৈয়ারি হইতেছে।

এই সমস্ত একের পর এক আমাদের সামনে **ছায়াছবিতে** ফুটিয়া উঠিল।

[মফস্বলে অভিনয়ের সময় এই সমস্ত দেখানো সম্ভব হইবে না। পর্দার উপরে কেবল এই লেখাটি থাকিবে—'পনের বৎসর পরে'।]
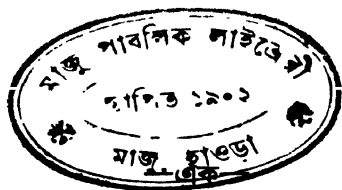
রূপগঞ্জ গ্রামের পথ

বিরামবাড়ির সামনে দিয়া আঁকাবাঁকা পথ চলিয়া গিয়াছে। মাতব্বর প্রজা মহেশ মোড়ল, ব্রজলাল ও দুইজন পাইক প্রবেশ করিল।

মহেশ। রাগ করবেন না, গোমস্তাবাবু। লোক পাব কোথায়? সবাই বাঁধ বাঁধতে গেছে।

ব্রজলাল। বাঁধ? কার জমিতে কে বাঁধ বাঁধে?

মহেশ। আর বাধা দেবেন না। জানেন তো, বছর বছর বানের জলে ভেসে বেড়াই। আজ যদি রায় মশায়ের দয়ায় বেঁচে যাই—

ব্রজলাল। ওরে, ভগবান বিরূপ। মানুষে বাঁধ বেঁধে ভগবানের মার ঠেকাবে? নীলাম্বর রায়ের জাল-জুচ্চুরির পয়সা—তাই জলে পয়সা ঢালছে, গায়ে লাগে না। কিন্তু এসব চলবে না বাপু। সাত সাতবার জেল-ফেরত, এবার জেলেও শোধ যাবে না। বাঁধ দিচ্ছে—জমি কার? পরের জায়গায় বাঁধ দেওয়া···একেবারে পুলি-পোলাও।

মহেশ। আপনারা জমিদার—মা-বাপ। আপনারা দয়া না করলে আমরা বাঁচি কি করে? আমাদের মুখের দিকে একটু চাইবেন না?

ব্রজলাল। তোমরা বড় মুখ চেয়েছ! রাজাবাবুকে সকলে বলত—প্রজাবন্ধু। তাঁর বাৎসরিক মেলা—এই তো···২৯শে আষাঢ়। ক'টা দিন বাকি! আজও মেলার জায়গা জঙ্গলে ভরে রয়েছে। জমিদার গেছেন, জমিদারি তো যায়নি! যাও, মহেশ মোড়ল—তোমার তাঁবে যত প্রজা আছে, নিয়ে এসো। জঙ্গল সাফ করোগে—যাও। (পাইকদের প্রতি) এই, যা না সব—ঘাড় ধরে ধরে নিয়ে আয়।

মহেশ। আমাদের হল বিষম জ্বালা। এঁরা বলেন এক কথা, রায় মশায় বলেন আর এক কথা। দুই সূর্যির উদয় হল, এখন ধান শুকোই কার রোদে ?

মহেশ ও পাইকেরা চলিয়া গেল। ত্রিলোচনের স্ত্রী সারদা নদী হইতে জল লইয়া ফিরিতেছে। ব্রজলালকে দেখিয়া সে ঘোমটা টানিয়া দিল।

ব্রজলাল। এই যে, ম্যানেজার-গিন্নি! ত্রিলোচন কোথায় ?

সারদা। জানিনে—

ব্রজলাল। আমি কলকাতায় যাচ্ছি—রাণীমার কাছে। ত্রিলোচনকে বোলো সব ঠিক-ঠাক করে রাখতে। আমি ঘুরে আসছি। ত্রিলোচন যেন বাড়ি থাকে।

ব্রজলাল চলিয়া গেল। ত্রিলোচনের দশ-বারো বৎসরের মেয়ে চাঁপা ছুটিয়া আসিল।

চাঁপা। ওমা, মা, উলুবনে কুরুক্ষেত্তোর—

সারদা। সে কি ?

চাঁপা। ঐ যে···ঐদিকে—কি রকম নড়ছে, দেখ না।

সারদা। গরু ঢুকে পড়েছে। ওরে ঐ—ওদিকে যে আমার পটোল-ক্ষেত! তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে—

চাঁপা। গরু কি উড়ে আসবে ? গরুর কি পাখনা হয়েছে ?

সারদা। তা তো ঠিক। অমন শক্ত করে বেড়া দেওয়া, গরু ঢুকলো কি করে ? ঢিল মার্—ঢিল মার্—(চাঁপা ঢিল ছুঁড়িল) জোরে মার্, যাতে অদ্দুর যায় (চাঁপা জোরে ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল) সর্, তোর কর্ম নয় -(নিজেই ঢিল ছুঁড়িল)—হুস্!

[নেপথ্যে ত্রিলোচন। আঃ, করো কি ? মরে যাব যে!]

সারদা। (জিভ কাটিয়া) গরু নয় রে চাঁপা, গরু নয়—

চাঁপা। বাবা!

ত্রিলোচন আসিল। এক হাতে কাস্তে অপর হাতে কতকগুলা লম্বা ঘাস।

ত্রিলোচন। চিনতে পেরেছ, তবু রক্ষে। মায়ে-বেটিতে মিলে গো-হত্যার আয়োজন করছিলে। বাপরে বাপ—ঐ ইট একখানা ঘাড়ে পড়লে গরুও বাঁচত না। আমি ত মানুষ—

সারদা। তোমার অন্যায় কথা, আমরা জানব কি করে?

ত্রিলোচন। নোটিশ দিয়ে উলুবনে ঢুকিনি, অন্যায় বৈ কি!

সারদা। সকালবেলা ঘাস তুলতে বসেছ যে!

ত্রিলোচন। এই তোমাদের জন্যে—

সারদা। কি, আমাদের জন্যে?

ত্রিলোচন। আলবৎ। তোমাদের জন্যে তো এই দুর্ভোগ। নইলে চাকরির পরোয়া করি? ম্যানেজার ত্রিলোচন ঘাস ছিঁড়ে বেড়াচ্ছেন—বোঝ ত কথাটা। প্রজাদের কারো পাত্তা নেই—মেলার দিন এসে গেল। ম্যানেজার তাই উলুবনে বসেছেন। কচ্ছেন কি—না ঘাস ছিঁড়ছেন।

সারদা। মেলার জায়গা এবার কি—

ত্রিলোচন। ওখানেই।

সারদা। সে হবে না—কক্ষনো হবে না—

ত্রিলোচন। ব্রজলালের হুকুম—হবেই। সে বিষম কড়া, তোমার চেয়েও—

সারদা। ওপাশে যে আমার পটোল-ক্ষেত গো—

ত্রিলোচন। ওসব কিচ্ছু থাকবে না। পটোল তোল—পটোল তোল—

সারদা। (ক্রুদ্ধভাবে) কি বললে?

ত্রিলোচন। ওসব ভেবে বলিনি গিন্নি। তুমি পটোল তুলবে কোন

দুঃখে ? কিন্তু আমি পাততাড়ি তুলব। ভাবছি, এদের চাকরি ছাড়ব।

সারদা। অ্যাঁ ?

ত্রিলোচন। একটা তাক করে আছি, দেখি মা কি করেন। ব্রজ-বেটার আটটা চোখ—সব দিকে নজর। লম্বা লম্বা হুকুম, আর পাওনা-থোওনার বেলা তাইরে-নাইরে-না। এদের ছেড়ে নীলাম্বর রায়ের চাকরি করব—

সারদা। নীলাম্বর রায় ? ভারি দরের মানুষ !

ত্রিলোচন। বেটা মাতাল—টাকার কুমীর। মদ খেয়ে ঝিম হয়ে পড়ে থাকে। তখন যে যা পারে হাতিয়ে নেয়।...দেখা যাক, মতলবটা যদি হাসিল হয়! ঘাস ছিঁড়ে কাহাতক এ রকম ম্যানেজারি করা যায়, বলো—

সারদা। ওঃ ম্যানেজার! তিন টাকার আবার ম্যানেজার! একটা ছাগলের দামও যে তিন টাকার বেশি—

ত্রিলোচন। দেখ, মাইনে তুলে কথা বোলো না: বলছি। অভদ্রতা। আমি হলাম একটা ম্যানেজার—কি বলব, গায়ের জোরে পেরে উঠিনে—নইলে চুলের মুঠো না ধরে—

সারদা। কি—এত বড় কথা ? দেখি, কার কত মুরোদ—

ত্রিলোচন। (সামলাইয়া লইল) আ-হা-হা, তা নয়। চুলের খোঁপা না ধরে—মুখটা নামিয়ে মুখের উপর না এনে—

সারদা। (হাসিয়া) থাক—থাক—

ত্রিলোচন। (চাঁপার প্রতি) হাবা মেয়ে, যা—যা এখান থেকে।

চাঁপা চলিয়া গেল।

ত্রিলোচন। তুমি মিছামিছি রেগে যাও, গিন্নি—

সারদা। রাগ করি তোমার রীতের দোষে। বুড়ো হয়ে গেলাম, এখনও ঐ সব ছাইভস্ম কথা—

ত্রিলোচন। বুড়ো হলে কোথা? দুটো চুল সাদা হলেই বুঝি বুড়ো হয়! দাঁত পড়েনি, গাল দুটো যেন পাকা তরমুজ—

সারদা। আঃ, আস্তে বলো—

ত্রিলোচন। গিন্নি, সরে যাও—

সারদা নেপথ্যের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

ত্রিলোচন। ওহে সনাতন, এই যে—এইদিকে। টোকা আড়াল দিলে কি হবে? যম আর জমিদারের নজর ওসবে এড়ায় না।

দু'জন কৃষক—সনাতন ও নিমাই—আসিয়া দাঁড়াইল।

ত্রিলোচন। বেশ আছ! চাকরান খাও—আর বগল বাজাও। এদিকে মেলার জায়গায় এক-হাঁটু জঙ্গল, বাঘ পালিয়ে থাকতে পারে।

নিমাই। মেলা হবে?

ত্রিলোচন। হবে মানে? হুজুর মরেছিলেন পনেরো বছর আগে, সেই থেকে হয়ে আসছে। তুমি কোথাকার লোক হে? আকাশ ফুঁড়ে উদয় হলে নাকি?

সনাতন। আমার বড় কুটুম্ব। এখানকার মানুষ নয়। (নিমাইয়ের প্রতি) আমাদের জমিদার ঐ বাগান-বাড়িতে খুন হন। সেই থেকে ফি-বছর মেলা বসে। প্রজারা দলে দলে এসে মালা-টালা দিয়ে যায়।

ত্রিলোচন। বলি, বড় কুটুম্বের সঙ্গে ফূর্তি করে বেড়াচ্ছ—এদিকে ঘাস তোলে কে?

সনাতন। সময় পাচ্ছি না—

ত্রিলোচন। লাট সাহেবের নাতিরা সব—তোমাদের সময় কখন? অঢেল সময় রয়েছে ত্রিলোচন ম্যানেজারের—

সনাতন। বাঁধে খাটতে হচ্ছে যে!

ত্রিলোচন। বাঁধ?

সনাতন। আজ্ঞে হ্যাঁ, নীলাম্বর রায় বাঁধ বেঁধে দিচ্ছেন। দেখেন নি?

ত্রিলোচন। দেখেছি···দেখেছি বাপু। মাতালের খেয়াল। বাঁধ নয়—বলো, মাটির ঢিবি। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কোটাল আসুক, একদিন সকালে উঠে দেখে এসো, ভানুমতীর খেলের মতো ফুঁয়ে উড়ে গেছে। তাজ্জব লেগে যাবে।···কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সনাতন, কেউ গতরে খাটবে না, টাকাকড়ি দেবে না—সাপের পাঁচ পা দেখেছ নাকি?

সনাতন। কমলেশ বাবু বলছেন—

ত্রিলোচন। (ব্যঙ্গের স্বরে) ভারি তোমার কমলেশ বাবু! চাল নেই, চুলো নেই, লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়তে পারেন।···কি বলছেন কমলেশবাবু?

সনাতন। বলছেন, খাজনা দিতে হবে না—বাঁধের উপর গেট হচ্ছে, তার চাঁদা দাও—

ত্রিলোচন। আর আমি বলছি, চাঁদা দিতে হবে না—খাজনা দাও। শুনলে?

ব্রজলাল প্রবেশ করিল।

ব্রজলাল। ত্রিলোচন, কি বলছে ওরা?

ত্রিলোচন। দু-পক্ষের দু-রকম কথা। ওরা তাই মাঝামাঝি করে নিয়েছে—

ব্রজলাল। সে কি?

ত্রিলোচন। কমলেশ বলে, খাজনা দিও না—চাঁদা দাও; আমি বলছি, চাঁদা দিও না—খাজনা দাও। ওরা এর অর্ধেক শুনছে, ওর অর্ধেক শুনছে।

ব্রজলাল। মানে?

ত্রিলোচন। চাঁদাও দিচ্ছে না—খাজনাও দিচ্ছে না।

ব্রজলাল। হুঁ! না দেবার কথা বড় মিষ্টি।...ম্যানেজার, এরা ভুলে গেছে যে চাকরান খায়—জমিদারের এরা ভিটেবাড়ির প্রজা। যে খাজনা না দেবে, তার গরু-বাছুর বেচে খাজনা আদায় করবে।

ত্রিলোচন। শুধু গরু-বাছুর? ঘটি-বাটি যা পাব—সমস্ত বেচে-কিনে নেব।

ত্রিলোচন চলিয়া গেল।

ব্রজলাল। সনাতন, কোন কথা শুনতে চাই না।

এই সময়ে এক জোয়ান লাঠিয়াল—বল্লভ—আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্রজলাল। মেলা আসছে, জায়গা পরিষ্কার কর্—কাস্তে নে—

বল্লভ। কাস্তে নয় রে ভাই, কোদাল। বানের দুঃখ জান না তোমরা? জলের টানে সর্বস্ব হারিয়ে গাছের উপর মাচা বেঁধে বউ-ছেলের হাত ধরে কাঁপোনি কোনদিন? যাও, যাও...সব বাঁধ বাঁধতে যাও।

সনাতন ও নিমাই চলিয়া গেল।

ব্রজলাল। বল্লভ!

বল্লভ। কি বলছ, ব্রজদা?

ব্রজলাল। এক ওস্তাদের কাছে আমরা লাঠি ধরতে শিখেছিলাম।

বল্লভ। (একটু হাসিয়া) তখন থেকেই তোমায় আমি দাদা বলি। পায়ের ধূলো দাও—

ব্রজলাল। মেলাটা পণ্ড করে দিতে চাও?

বল্লভ। যমের দোরে পা বাড়িয়ে মেলার মজা কি জমে রে, দাদা?

ব্রজলাল। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আচ্ছা, দেখা যাক।

বল্লভ। দেখতে আমরাও পারব, ব্রজদা। তোমায় দাদা বলি, এক ওস্তাদের হাতে মানুষ—তোমার আশীর্বাদে এই লাঠি আমার বজায় থাক। একটা কথা বলে যাচ্ছি, মেলা এবার বসতে দেব না—

দু'জনে দু'দিকে চলিয়া গেল।

—দুই—

শেখরনাথের কলিকাতার বাড়ি

নিচের তলায় ড্রইং-রুম। পিছনদিকে দোতলার বারান্দার একাংশ দেখা যায়। ঘরখানি আধুনিক আসবাবপত্রে রুচিসম্মত ভাবে সাজানো। একপাশে টেবিলের উপর টেলিফোন আছে; আর একদিকে রিভলভিং বুককেসে ঝকঝকে বাঁধানো অনেক বই। ঘরের দেয়ালে বাঙালি মহামানবদের ছবি।

নিশারাণীর এখন সেই আগেকার লাবণ্য নাই—মুখে ঈষৎ প্রৌঢ়ত্বের ছায়া পড়িয়াছে। তাহার পরনে সরুপাড় ধুতি, হাত নিরাভরণ। একাকী বসিয়া সে সবিতার জন্য একটি স্কার্ফ বুনিতেছিল।

বাইশ বছরের তন্বী তরুণী সবিতা মাকে ডাকিতে ডাকিতে চঞ্চল পায়ে দোতলার বারাণ্ডা পার হইয়া নিচে নামিয়া আসিল।

সবিতা। ২৯শে…২৯শে…২৯শে আষাঢ়…না মা? ২৯শে… (ক্যালেণ্ডার দেখিয়া) ২৯শে আষাঢ়। ইংরেজি তারিখটা কত? দেখি পাঁজিখানা—

গুণ-গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পাশের ঘরে ঢুকিল। সেই ঘর হইতে তাহার কণ্ঠ শোনা গেল।

সবিতা। ২৯শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই—রবিবার।

সবিতা প্রবেশ করিল।

মা, ঠিক হয়েছে—২৯শে পড়েছে রবিবার। শনিবার রাত্রির ট্রেনে যাব, আর সোমবারে ফিরে আসব। (হাততালি দিয়া) কলেজ কামাই হবে না—কলেজ কামাই হবে না।

নিশারাণী। পাড়াগাঁ, বন-জঙ্গল—টের পাবি।

সবিতা। মোটে একটা দিন ত, মা।

নিশারাণী। তাতে কি হয়? গেলে কি একদিনে ফিরতে পারব? কতদূর থেকে প্রজারা আসবে—তারা কি তোকে ছাড়বে একদিনে?

সবিতা। আমার বাবাকে ওরা খুব ভালবাসে, না—মা?

নিশারাণী। তাঁর নাম ছিল প্রজাবন্ধু।

সবিতা। তুমি বড্ড দুষ্টু মা। এই পনেরটা বছর আমায় ভুলিয়ে ভুলিয়ে রেখেছ, একটা দিন যেতে দেও নি।

নিশারাণী। ভরসা পাইনে যে!

সবিতা। কেন, আমি কি কচি খুকী?

নিশারাণী। না, আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ী।···সেই কালরাত্রির পর তোর যে-রকম হয়েছিল, এখনও ভাবতে ভয় করে। শেষে কলকাতায় নিয়ে এসে তবে রক্ষে।

সবিতা। এমন ভীতু, তোমায় নিয়ে কি যে করি!

এক লাইন গাহিয়া উঠিল।

গান

অচিন গাঁয়ের সোনার পাখী ডাকে আমায় ডাকে—

হঠাৎ গান থামাইয়া কি ভাবিল ; মার কাছে দৌড়িয়া আসিল।

সবিতা। মা! এমন ভাল লোককে কেন খুন করলে মা?

নিশারাণী। আজ পর্যন্ত তার কোন কিনারা হয় নি।

সবিতা। আমাদের কিন্তু এটা উচিত হয় নি, মা—

নিশারাণী। কি?

সবিতা। ২৯শে আষাঢ় বাবার মৃত্যুবার্ষিকী। ঐ দিনে কতদূর থেকে প্রজারা সব আসে আমাদের বাড়িতে তাদের শ্রদ্ধা-নিবেদন করতে। আর আমরা পড়ে থাকি কলকাতায়। না মা, এবার আমি যাবই।

সে নিশারাণীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িল।

নিশারাণী। আঃ, সর্ খুকী, কাজ করছি—

সবিতা। আগে বল 'হ্যাঁ'—ঘাড় নেড়ে এই এমনি করে একটিবার বলে দাও। এবার ফাঁকি দিলে দেখো তোমার কি করি—

নিশারাণী। কি করবি?

সবিতা। কি করব? বৃষ্টির মধ্যে ছাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, তেঁতুল গুলে পুরো এক কাপ খেয়ে ফেলব। হি-হি করে জ্বর আসবে। তখন দেখো—

নিশারাণী। ঠাণ্ডা হয়ে বোস্ দিকি—কাজটা শেষ করি—

সবিতা। আগে বল 'হ্যাঁ'। বলো—

নিশারাণী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

সবিতা নিশারাণীকে আদরে চুম্বন করিল।

সবিতা। মা আমার লক্ষ্মী মেয়ে, মা আমার সোনার মেয়ে। বড্ড ভালবাসি আমার চাঁদের মতন মাকে।

আর এক লাইন গাহিয়া উঠিল—

গান

বড্ড ভালবাসি আমার চাঁদের মতন মাকে—

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল, নিশারাণী ধরিল।

নিশারাণী। হ্যাঁ, ধরে থাকুন···দেখছি—

রিসিভার রাখিয়া দিল।

নিশারাণী। তোকে কে ডাকছে খুকী—

সবিতা গিয়া রিসিভার তুলিয়া ধরিল।

সবিতা। হ্যালো···কে?···গোঁসাই সাহেব?···Boxing Tournament?···No—going elsewhere···না না—মা সঙ্গে যাচ্ছেন··· ঠিক পাঁচটায় বেরুব।

রিসিভার রাখিয়া দিল।

নিশারাণী। এ সব ভাল নয়, খুকী—

সবিতা। কি ভাল নয় মা?

নিশারাণী। এ রকম করে পুরুষমানুষের সঙ্গে নেচে নেচে বেড়ানো। আমার বড্ড ভয় করে।

সবিতা। আমি নাচিনে মা—নাচাই।

নিশারাণী উপরে যাইতেছিল। আবার টেলিফোন বাজিল, সবিতা রিসিভার তুলিয়া লইল।

সবিতা। হ্যালো·· হ্যাঁ আমি···আমিই সবিতা দেবী।···বলুন না। ···কোথাও যাব না আজ। Sorry···really sorry···বড্ড মাথা ধরেছে, একদম শুয়ে আছি।

রিসিভার রাখিয়া দিল।

নিশারাণী। আবার কে?

সবিতা। নাম জানবার মতো নয়—কলেজের কেউ হবে।

আবার টেলিফোন বাজিল।

সবিতা। আবার? (টেলিফোন ধরিল) হ্যালো···কে?···হু গলাটা চিনতে পারছি বটে, আপনি কি···উৎপলবাবু?···আমিও তাই ভেবেছিলাম—উৎপলবাবু ছাড়া এমন কাব্যগন্ধী ভাষা কার? · দেখতে আসবেন?···দেখতে আসবার মত এমন কিছু নয় ··আসবেনই?

ব্রজলাল প্রবেশ করিল। সবিতা তখনও টেলিফোন ধরিয়া আছে।

সবিতা। আরে···ব্রজদা যে! এসো এসো—বোসো।···ও আমার ব্রজদা···সিনেমা? না না—ব্রজদা সিনেমা-টিনেমা দেখে না।···কোন কলেজে ব্রজদা পড়ে? হি—হি—হি · না না—Fifth Year Student নয়, আমাদের দেশের ব্রজদা। ব্রজদা মানে···আমাদের ব্রজদাহ্।··· আচ্ছা, পাঁচটায় রোদ পড়লে আসবেন।

রিসিভার রাখিয়া দিল।

সবিতা। মা—মা, ব্রজদা এসেছে—

ব্রজলালের কাছে গিয়া সবিতা পিছন হইতে তাহার চশমা খুলিয়া লইল। একটু পরে ফেরত দিল।

সবিতা। ব্রজদা, তুমি খুব ভালো—কিন্তু ঐ খাতার বোঝা নিয়ে আসো বলে আমার বড্ড ভয় করে। খাতা ছাড়া কি তুমি কক্ষনো একা আসতে পার না?

ব্রজলাল। খুকীদিদি, কেবল হেসে-খেলেই বেড়াবে? ঠাণ্ডা হয়ে কোন তাতে মন দেবে না?

নিশারাণী প্রবেশ করিল।

সবিতা। হুঁ—খাতার বাণ্ডিল দেখলে ঠাণ্ডা মাথা আপনি গরম হয়। সেবার তুমি এলে মা ওরই একখানা খুলে বসিয়ে দিল; বলে—'যোগ কর্।'

নিশারাণী। তোর বিষয়-আশয় তুই চেয়ে দেখবিনে। হিসেবের খাতা দেখলে সরে পড়বি—আমরা কি জন্যে খেটে মরব?

সবিতা। বিষয় আমার নাকি?

ব্রজলাল। তবে কার?

সবিতা। মার। আমি দুষ্টু মেয়ে—খারাপ মেয়ে—মার কাছে গালমন্দ খাই···সন্দেশও খাই। মা আমার বড্ড লক্ষ্মী মেয়ে, এত জ্বালাই, তবু মা সন্দেশ খাওয়ায়।

নিশারাণী। খোশামুদি করতে হবে না। আজ কড়া-ক্রান্তি সমস্ত বুঝে নিতে হবে ব্রজলালের খাতা থেকে।

সবিতা হাই তুলিল।

নিশারাণী। হাই তুললে শুনব না।

সবিতা। ব্রজদা, তোমার ওর থেকে একটু কাগজ দাও তো, ভাই—

ব্রজলাল। কি হবে ?

সবিতা। বিষয়-আশয় মাকে লিখে দিয়ে হাঙ্গামা চুকিয়ে দিই—

নিশারাণী। বয়ে গেছে আমার। বুড়ো হয়ে গেলাম···এত বোঝা বইতে যাব কেন—কি জন্যে ?

নিশারাণী সস্নেহে সবিতাকে কাছে টানিয়া লইল। ছোট্ট মেয়েটির মতো আবদারের ভঙ্গিতে সবিতা তাহার গায়ে গড়াইয়া পড়িল।

নিশারাণী। তারপর, সব ভাল ব্রজলাল ?

সবিতা। আমি যাই—

নিশারাণী। না।

সবিতাকে বাহু বেষ্টনে আটকাইয়া ফেলিল।

ব্রজলাল। কিছু আদায় নেই। লাটের খাজনা দেওয়া হয়নি—নিলাম হতে চলেছে।

নিশারাণী। এখন উপায় ?

ব্রজলাল। সেই যা লিখেছিলাম—আপনি আর খুকুদিদি একবার চলুন মহালে।

সবিতা। আমরা ত যাচ্ছি, ব্রজদা। ২৯শে পড়েছে রবিবার—শনিবার যাব, সোমবার ফিরে আসব।

ব্রজলাল। তাতে হবে না—কিছু বেশিদিন থাকতে হবে। মাতব্বর প্রজাদের ডাকাডাকি করে দেখতে হবে।

নিশারাণী। কিছু ফল হবে ?

ব্রজলাল। দেখা যাক। নাই-ই যদি হয়···ত্রিলোচন এক যুক্তি দিচ্ছিল মন্দ নয়—

নিশারাণী। কি ?

ব্রজলাল। সে অবিশ্যি পরের কথা। এদিকে নিতান্ত যদি কিছু না হয়, তখন—

নিশারাণী। বলোই না—

ব্রজলাল। বলছিল, বিরামবাড়িতে কেউ ত আজকাল থাকে না—নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে বিক্রি করে দিলে হয়। তাতে নিলাম ঠেকানো যাবে।

নিশারাণী। (একটু ভাবিয়া বলিল) বেচব বললেই ত হবে না। পাড়াগাঁয়ে খদ্দের কোথায় ?

ব্রজলাল। সে হয়েছে, ত্রিলোচন কথাবার্তা বলে রেখেছে। কিনবে নীলাম্বর রায়। বেটা টাকার কুমীর—দামও দেবে ভালো।

নিশারাণী। নীলাম্বর রায় ?

ব্রজলাল। আপনি জানেন না মা, আজ মাস ছয়েক হল কমলেশ তাকে এনেছে। বেটা ডাকাত, বদমায়েস। এতদিনে অন্তত বিশবার ফাঁসি-কাঠে ঝোলা উচিত ছিল।···তার শাকরেদ হয়েছে বল্লভদাস আর আমাদের কমলেশ—

সবিতা। কমলেশটা কে ব্রজ-দা ?

ব্রজলাল। রাণীমা, জবাব দাও—তোমার মেয়ে জিজ্ঞেস করছে, কমলেশ কে ?

নিশারাণী। কমলেশকে তুই দেখেছিস, সবিতা। ছোট্টবেলা—মনে নেই।

ব্রজলাল। রাজাবাবুর কত আশা ছিল—কমলেশকে বিলেত পাঠাবেন, খুকুরাণীর সঙ্গে বিয়ে দেবেন। বড্ড ভালবাসতেন কিনা ! আর ভালবাসার মতো ছেলেও ছিল সে। কিন্তু মাথা বিগড়ে গেল—

সবিতা। পাগল হয়ে গেল ?

ব্রজলাল। পাগল ছাড়া আর কি! কলেজে পড়তে পড়তে স্বদেশি করে জেলে গেল। জেল থেকে বেরুতেই আবার কোথায় ধরে নিয়ে রাখল। এখন এসে প্রজা ক্ষেপাচ্ছে। বলে জমিদার তোমাদের সুখ-দুঃখ দেখে না—তোমরা জমিদারকে দেখবে কেন?

সবিতা। আমার বাবা এই কমলেশকে ভালবাসতেন?

ব্রজলাল। বেইমান—খুকুরাণী, বেইমান! কী না হতে পারত, একটা জেলার হাকিম হয়ে বসতে পারত! আর আজ একটা জানোয়ারের মোসাহেবি করছে।

নিশারাণী। এই কিস্তিতে রেভেনিউ কত দিতে হয় আমাদের?

ব্রজলাল। এই যে খাতায় রয়েছে—

সবিতা। মা মা, একটা কাঁকড়াবিছে—

নিশারাণী। অ্যাঁ—কোথায়?

নিশারাণী চমকিয়া উঠিল। ছাড়া পাইয়া সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া খিল-খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

সবিতা। ফাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। পালাই—বাপরে!

সবিতা চলিয়া গেল। তাহার গমন-পথের দিকে নিশারাণী সস্নেহে চাহিয়া রহিল।

নিশারাণী। এই আনন্দের খনি! মহাল নিলাম হয়ে গেলে আমার সবিতা পথের ভিখারী হবে।

ব্রজলাল কাগজপত্র দেখাইতে গেল।

নিশারাণী। এখন নয় ব্রজলাল—এখন হবে না। ও কাগজপত্র এখানে থাক। তুমি এদ্দূর থেকে এলে, হাত-মুখ ধুয়ে নেও—আমি জল-খাবারের ব্যবস্থা করছি।

ব্রজলাল। কিন্তু মা, এতে অনেক জরুরি কাগজ রয়েছে। এখানে ফেলে রাখা যায় না। চলুন, আপনার ঘরে রেখে আসি।

নিশারাণী ও ব্রজলাল সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সবিতার ঝি নৃত্যকালী প্রবেশ করিল। সে বুককেস হইতে একখানা বই লইতে আসিয়াছে।

নৃত্যকালী। ওমা, কই গো···ও দিদিমণি, কোথায় বই? হলদে মলাটের বই তো খুঁজে পাই না—

নৃত্য নিচু হইয়া বই খুঁজিতে লাগিল। উৎপল ঢুকিল। লম্বা চুল—কবি-ভাবাপন্ন যুবক। তাহার হাতে বড় একটি ফুলের তোড়া। পিছন হইতে নৃত্যকে দেখিয়া সে ভাবিয়াছে, সবিতা। তোড়া হইতে একটি শ্বেতপদ্ম খুলিয়া একটু শুঁকিয়া খুব টিপি-টিপি পিছনে দাঁড়াইল; তারপর ফুলটি সন্তর্পণে নৃত্যের খোঁপায় গুঁজিয়া দিতেছে।

নৃত্যকালী। ওমা, কে গো! চোর—চোর—

উৎপল। নেত্য? নৃত্যকালী মার্জনা করো—না, না—

নৃত্যকালী। (রুখিয়া উঠিয়া) না?

উৎপল। রাগ করছ? মানে···মার্জনা করো—আমি নিরপরাধ—

নৃত্যকালী। কী?

উৎপল। সত্যি বলছি। মানে···মার্জনা করো, দিব্যি করছি—

নৃত্যকালী। মাথা থেকে কাঁটা তুলে নিচ্ছিলে না?

উৎপল। না, না। চেয়ে দেখ—আমি কি চুরি করবার লোক? মানে···মার্জনা করো। তোমার দিদিমণি—মিস সবিতার সঙ্গে আমায় দেখোনি?

নৃত্যকালী। হ্যাঁগো—তাই তো বলছি—

উৎপল। তোমার পায়ে পড়ি—চেঁচিও না—

নৃত্যকালীর চোখে যেন আগুন ছুটিতেছে।

নৃত্যকালী। আচ্ছা—কি করছিলে তবে খোঁপায় হাত দিয়ে?

উৎপল। এই শ্বেতপদ্মটি তোমার কৃষ্ণকবরীর উপর—

নৃত্যকালী। মাথায় ফুল গোঁজা হচ্ছিল? উ—

উৎপল। ওকি—ওকি! না, না। মার্জনা করো।

উৎপল পলাইতে গিয়া চেয়ার উল্টাইল। টেবিলের উপর লাফাইয়া উঠিতে বই-পত্র ছড়াইয়া পড়িল। নৃত্য পিছনে ছুটিয়াছে।

নৃত্যকালী! (কাটিয়া কাটিয়া বলিতেছে) যত হতভাগার মরণ এখানে।···আজ একটা হেস্তনেস্ত করব, তবে ছাড়ব—

উৎপল অবশেষে রিভলভিং বুককেসের আড়ালে আশ্রয় লইল। নৃত্য আক্রমণ করিতে যায় সে বুককেস ঘুরাইয়া আত্মরক্ষা করে। এই সময়ে গোঁসাই আসিল। সাহেবি পোষাক। গোঁসাইকে দেখিয়া উৎপল বুককেসের আড়ালে একেবারে ডুব দিল। গোঁসাই ডাকিতেছে।

গোঁসাই। এই যে! Here you are নেত্য—

নৃত্যকালী। কি?

গোঁসাই। সবিতা দেবীকে খবর দাও। বলো, মিস্টার এন. গোসেন এসেছেন। Please—

নৃত্যকালী। ওঃ, লাটসাহেবরা আসছেন। আর কাজ-কর্ম নেই—একতলা আর তেতলা করে বেড়াও! বসে থাকুন—

নৃত্যকে রণরঙ্গিণী রূপে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া গোঁসাই তাড়াতাড়ি কয়েক পা পিছাইল সাতাশ বছরের বলিষ্ঠ সুশ্রী-দেহ একটি যুবক—নাম কমলেশ, বেশ-ভূষা আগোছালো। সে ঘরে ঢুকিতেছিল। গোঁসাই পিছাইতে পিছাইতে তাহার উপর গিয়া পড়িল। কমলেশ বিরক্তভাবে ঠেলা দিয়া গোঁসাইকে আগাইয়া দিল।

গোঁসাই। (পিছনে মুখ ফিরাইয়া) What? Striking below the belt? দাঁড়ান···Wait, wait—নৃত্যময়ী, এই কার্ডখানা—

নৃত্য তখন চলিয়া গিয়াছে।

গোঁসাই। Rascal! (কমলেশের প্রতি) কোন Stadium-এ Practice করেন?

কমলেশ। মানে?

গোঁসাই। Boxer নইলে এমন ঘুসি খোলে না। কিন্তু আপনি আইন জানেন না।

কমলেশ। ঘাড়ের উপর পড়েছিলেন, সরিয়ে দিয়েছি—

গোঁসাই। বেশ করেছেন। কিন্তু বেআইনি মেরেছেন।

কমলেশ। না, না—

গোঁসাই। Boxing Champion এন. গোসেন—আপনি আমাকে আইন শেখাবেন? আসুন—এইখানে বসুন। মীমাংসা করতে হবে—

ব্রজলাল নামিয়া আসিল।

ব্রজলাল। আরে, কমলেশ যে! কি ব্যাপার? অবাক হয়ে যাচ্ছি—কমলেশ এ বাড়িতে!·· তারপর, তুমি তা হলে কলকাতায় এসেছ? কিন্তু এ বাড়িতে কি মনে করে?

কমলেশ। ভৈরবে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, চাঁদা চাই। যেখানে যাচ্ছি, সবাই বলে—তোমাদের জমিদার কত দিয়েছে, আগে দেখাও—

ব্রজলাল। কমলেশ, প্রজাদের ক্ষেপিয়ে খাজনা বন্ধ করে দিয়েছ—জমিদার দেবে কোত্থেকে?

কমলেশ। ভৈরবে বাঁধ না দিলে প্রজারাই বা বাঁচবে কি করে? বাঁচলে তবে তো টাকা দেবে!

ব্রজলাল। এ সব ছাড়, কমলেশ।···এসো তো—তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে—এদের জমিদারি সম্বন্ধে, খুকুরাণীর বিয়ের সম্বন্ধে—

কমলেশ। হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছ কোথায়?

ব্রজলাল। মুখ-হাত-পা ধুতে। এই একটু আগে এলাম কিনা! পায়ে পায়ে বৈঠকখানা অবধি এসো না ভাই—

কমলেশের হাত ধরিয়া কথা কহিতে কহিতে ব্রজলাল চলিল।

গোঁসাই। আমাদের মীমাংসাটা? Legal or illegal—

কমলেশ। আসছি ফিরে এক্ষুণি—

(নেপথ্যে সবিতা। ব্রজদা, ব্রজদা !)

সবিতা দোতলার বারান্দায় আসিল।

গোঁসাই। Good afternoon, মিস মজুমদার—

সবিতা। আপনি? মিস্টার গোঁসাই, আমি না আপনাকে টেলিফোনে বলেছিলাম—

গোঁসাই। যে পাঁচটার সময় বেরুবেন। কিন্তু বেরুলেন না ত?

সবিতা। হ্যাঁ, এইবার বেরুব—

যাইতে উদ্যত হইল।

গোঁসাই। কিন্তু আমার যে দুটো কথা আছে।

সবিতা বারাণ্ডায় দাঁড়াইল।

গোঁসাই। Please—Please···বড্ড ছুটে এসেছি—and I promise, I shall finish within an hour—

সবিতা। দুটো কথায় এক ঘণ্টা? দু-মিনিট—দু-মিনিট—বলে ফেলুন। Number one—

গোঁসাই। এখানে এই রকম অবস্থায়?

সবিতা। মন্দ কি—

গোঁসাই। Oh, no no! Just a little cosy corner with friendly flowers and chirping of cuckoos. My angel and myself sitting together—

খিল-খিল করিয়া হাসিয়া সবিতা নিচে নামিয়া আসিল।

সবিতা। চুপ, চুপ! থামুন—আষাঢ়ের দিনে, কলকাতার শহরে কোথায় পাই কোকিলের ডাক—কুঞ্জবন—

গোঁসাই। I love you, I love your eyes, I love your hair—

সবিতা। এ কথা অনেকে বলেছে—

গোঁসাই। কিন্তু এমন মধুর করে বলেছে? বলুন—সত্যি বলুন—

সবিতা। (হাসিয়া) আচ্ছা হল। তারপর আর কি বলবেন? Number two—

গোঁসাই। Oh, how cruel!

সবিতা। Quick মিঃ গোঁসাই। Number two—

গোঁসাই। এই—আমার একটা ফোটো নিতে হবে—

সবিতা। নিলাম। ঐ ঘরে রেখে আসুন—

গোঁসাই। ও ঘরে থাকবে আমার ছবি?

সবিতা। এ ঘরে ঐ দেখুন কাদের সব ছবি রয়েছে। এখানে কি আপনার ছবি থাকতে পারে?

গোঁসাই। ঘরে নয়—আমার ছবি থাকবে বুকে, আপনার মনের মধ্যে—

সবিতা। বিবেচনা করা যাবে। আপাতত ঐ ঘরে টেবিলে রেখে দিয়ে চলে যান। যান—

খানিক হতভম্বের ন্যায় থাকিয়া গোঁসাই পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সবিতা সিঁড়ির দিকে যাইতেই বুককেসের আড়াল হইতে উৎপলের আওয়াজ আসিল।

উৎপল। যাবেন না—

সবিতা। উৎপলবাবু···ওখানে?

উৎপল। আপনি রাগ করছেন, মানে···মার্জনা করবেন। আমি নিরপরাধ। এই বিনম্র পুষ্প-স্তবকটি—

ফুলের তোড়া আগাইয়া ধরিল।

সবিতা। নিলাম—

উৎপল। মানে···মার্জনা করবেন, ঐ কোমল হাতের পরশ পাবার জন্ত লাল পাপড়িগুলো লালায়িত হয়ে উঠেছে—

সবিতা। আচ্ছা, হাতে করেই নিচ্ছি। হল ত?

উৎপল। আর একটা কথা—মানে···মার্জনা করবেন, বাবা এসেছেন।

সবিতা। বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে?

উৎপল। সম্ভবত। তবে মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাবা যে দশ হাজার টাকা দিচ্ছেন—সেইটে বড় গলায় বলাবলি করছেন। কাজেই, মানে··· মার্জনা করবেন—

সবিতা। বলুন—

উৎপল। আপনাকে মন স্থির করতে হবে সবিতা দেবী। আজই— Now or never—

সবিতা। তা হলে Toss করে দেখতে হবে। পাশের ঘরে ফুলগুলো রেখে আস্থন। যান—

কমলেশ আসিল।

কমলেশ। নমস্কার!

সবিতা। ওঃ আপনি! সেদিন আপনার সঙ্গে···লেকে আলাপ হল—না? কি এনেছেন—বের করুন। (উৎপলের প্রতি) যান—

উৎপল প্রস্থান করিল।

কমলেশ। কিছু আনি নি—উল্টে চাইতে এসেছি।

সবিতা। নতুন কথা! বস্থন আপনি। (হাসিয়া) এখানে ঐ··· যাঁরা সব এখানে আসেন, কেউ খালি হাতে আসেন না।

কমলেশ। তা জানি। জমিদারের কাছে খালি হাতে আসা যায় না। নজর আনতে হয়। বিচার বিক্রি হয় এসব জায়গায়।

সবিতা। কি চান আপনি ?

কমলেশ। আমি এসেছি আপনার রূপগঞ্জ মহালের হাজার হাজার সর্বহারার তরফ থেকে। বন্যার জলে সর্বস্ব হারিয়ে তারা বিপন্ন। তাই—

সবিতা। দেখুন, সাহায্য আমি সাধ্যমত করব, যদিও জমিদার নই—

কমলেশ। আপনি ত সবিতা দেবী ?

সবিতা। হ্যাঁ। এবং কাগজপত্রে জমিদারি আমার নামেই আছে। তবু আমি কেউ নই। মা আর ব্রজদা—তাঁরা যদি মনে করেন দেওয়া উচিত, দেবেন—যদি মনে করেন দেওয়া উচিত নয়—

কমলেশ। উচিত নয় ? জানেন, এ প্রজাদের পাওনা। তিন পুরুষ তারা খাজনা জুগিয়ে এসেছে—আর এখন বলেন, সাহায্য করা উচিত নয় ?

সবিতা। আপনি রেগে যাচ্ছেন—সে কথা আমি বলিনি। উচিত বা অনুচিত—সে তাঁদের বিবেচনা, আপনি তাঁদের জানাবেন। আমি শেখরনাথের মেয়ে—তাঁকে সবাই বলত প্রজাবন্ধু। তাঁরই মেয়ে হিসাবে টাকা দেব। কিন্তু একটা চুক্তিতে—

কমলেশ। বলুন—

সবিতা। কমলেশ বলে যে লোকটা রূপগঞ্জে মাতব্বরি করে বেড়াচ্ছে, তাকে দূর করে দেবেন—মহালের ত্রিসীমানায় সে থাকতে পাবে না—

কমলেশ। কমলেশের পরে এত রাগ কেন ?

সবিতা। তাকে চেনেন ?

কমলেশ। চিনি বই কি—

সবিতা। কেমন লোক ?

কমলেশ। বলা মুশকিল। ধরুন, এই বাঁধের উদ্যোগ-আয়োজন সবই তার—

সবিতা। সব বাজে—ধাপ্পাবাজি!

কমলেশ। আপনার সঙ্গে জানা-শোনা আছে বুঝি? তাকে দেখেছেন?

সবিতা। দেখেছি, খুব ছোট্টবেলা। আর দেখতে চাই না।

কমলেশ। কেন?

সবিতা। সে অকৃতজ্ঞ। বাবা তাকে ছেলের মতো দেখতেন, কত আশা ছিল তাঁর!·· কমলেশকে তাড়াতে হবে। রাজি আছেন কি না বলুন।

কমলেশ। আছি। তবে কথা হচ্ছে, সে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেবে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জানেনই ত, টাকার বড্ড দরকার—

সবিতা। সে টাকা আমি তুলে দেব—যেমন করে পারি।

কমলেশ। তা হলে কমলেশও এদেশে থাকবে না—আমি তার ভার নিলাম।

উৎপল ও গোঁসাই কলহ করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

সবিতা। আঃ—থামুন, থামুন—কি কচ্ছেন আপনারা? উৎপল বাবু, আপনি আমাকে খু-উ-ব ভালবাসেন—না?

খানিক চোখ বুজিয়া উৎপল এই সৌভাগ্য উপভোগ করিল, তারপর গদগদ কণ্ঠে বলিল।

উৎপল। হ্যাঁ। না—না, আপনি—মানে···মার্জনা করবেন, আমি নিরপরাধ—

সবিতা। আচ্ছা, ভালবাসেন যদি—

উৎপল। বলুন—

সবিতা। আপনার বাবার কথা রেখে চট করে বিয়েটা করে ফেলুন।

উৎপল। একি নিষ্ঠুর আদেশ—মানে···মার্জনা করুন—

সবিতা। তবু শুনতে হবে, যেহেতু আপনি আমাকে ভালবাসেন। তারপর আপনার যৌতুকের দশ হাজার থেকে হাজার পাঁচেক আমাকে দিয়ে দেবেন। পারবেন না?

উৎপল। দেখুন, মানে···আমায় মার্জনা করবেন, বাবার হাত থেকে টাকা বের করতে হবে কিনা! সেখান থেকে এক ফোঁটা জল গলে না—তায় আবার চকচকে টাকা! মাঝে থেকে বিয়ে করে মরতে হবে আমায়। মার্জনা করবেন।

সবিতা। আমি কথা দিয়েছি, এঁকে পাঁচ হাজার টাকা দেবই। আপনারা বন্ধুবান্ধব আছেন—

গোঁসাই! I propose something novel. আমরা একটা Fancy Fair-এর আয়োজন করি।

সবিতা। Fancy Fair?

উৎপল। আনন্দ-মেলা?

গোঁসাই। সবিতা দেবীর ছবিতে ছবিতে শহর ছেয়ে ফেলব—

উৎপল। আমি ক্লারিওনেট বাজাব—

গোঁসাই। আমি Costume design করব—

উৎপল। আমি Dance compose করব—

গোঁসাই। আমি Publicity করব।

উৎপল। আমি Lighting arrangement করব—

গোঁসাই। Fancy Fair!

উৎপল। আনন্দ-মেলা!

গোঁসাই। Merry-go-round—

উৎপল। Joy-wheel—

গোঁসাই। Lucky bag—Lucky bag—

দু'জনে। (প্রায় এক সঙ্গেই) Hurrah for Fancy Fair—Hurrah for আনন্দ-মেলা—

সবিতা কৌতুক-মিশ্রিত বিরক্তিতে কানে হাত চাপা দিল।

সবিতা। টাকা উঠবে ত ?

দু'জনে। Try your luck—try your luck—

—তিন—

আনন্দ-মেলা

একটা বাড়ির প্রশস্ত অঙ্গনে আনন্দ-মেলার আয়োজন হইয়াছে। মেলার একটি মাত্র অংশ আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু বাজনায়, কোলাহলে, সুবেশা তরুণ-তরুণীর যাওয়া-আসায় আমরা বুঝিতেছি মেলা বড় জমিয়া উঠিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া Try your luck, Merry-go-round, Joy-wheel ; প্রভৃতির আওয়াজ কানে আসিতেছে। অনেক রঙিন বেলুন উড়িতেছে। একদিকে চেয়ার পাতা ; সেখানে অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ—কতক উঠিয়া যাইতেছে, কতক নূতন আসিতেছে। উহাদের মধ্যে কিটি মিত্তির, মলয়, অমর, হিরণ, যতীন প্রভৃতি কয়েকজনের নাম আমরা বর্তমান দৃশ্যে পাইয়াছি।

গোঁসাই। Ladies and gentlemen, রূপগঞ্জবাসী এই ভদ্রলোককে আমি আপনাদের কাছে Introduce করছি—

কমলেশ প্রবেশ করিল।

গোঁসাই। আনন্দ-মেলার সম্পর্কে ইনিই বলবেন—

কমলেশ। সমবেত মহিলা ও ভদ্রমণ্ডলী, রূপগঞ্জের প্লাবন-পীড়িত অধিবাসীদের সাহায্যার্থে আনন্দ-মেলার আয়োজন হয়েছে। এতে যে

অর্থাগম হবে, তা আমাদের বিপন্ন অঞ্চলের উপকারে লাগবে। আমি মনে করি, আপনারা শুধু আনন্দ-উপভোগের জন্য নয়—সৎকার্যের সাহায্য কল্পে এখানে এসেছেন। আমাদের আবেদনে কুমারী সবিতা দেবী ও তাঁর বন্ধুরা এই মেলার আয়োজন করেছেন। এর জন্য রূপগঞ্জবাসীদের পক্ষ থেকে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর প্রত্যেকটি পয়সা দুর্গতের জন্য ব্যয়িত হবে। অতএব আপনারা মুক্তহস্তে সাহায্য করে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করুন, এই আমার প্রার্থনা।… এইবার আপনারা অনুমতি করুন—আমরা আমাদের তালিকা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করি।

করতালি ধ্বনি হইল।

গোঁসাই। প্রোগ্রাম—Number one, প্লাবনের গান। উৎপল সরকার ও মঞ্জুলা ঘোষ—

উৎপল এবং মঞ্জুলা নামক একটি মেয়ে সেখানে প্রবেশ করিয়া গান ধরিল। কোরাসের সময় ইহারা দুইজন ছাড়াও অনেকে গাহিতেছে—

গান

কাল ভৈরব গভীর রাত্রে দিল হানা…দিল হানা—
কালো জলে হল একাকার গ্রামখানা।
দুই তট ছিল জল অবরোধি'—
তট ভেঙে গাঁয়ে ছুটে এল নদী—
বন-পথ-প্রান্তরে আমাদের ঘরে ঘরে
প্রাঙ্গণে চলে একটানা।
(কোরাস) কাল ভৈরব গভীর রাত্রে দিল হানা—
কালো জলে হল একাকার গ্রামখানা।

গাছের মাথায় মিতালি মানুষে সাপে—
শঙ্কিত সাপ মানুষে জড়ায়ে কাঁপে।
প্রেয়সী পায় না প্রিয়তমে তার বাহু মেলে…
মা কাঁদিয়া উঠে—'ছেলে—আমার ছেলে!'
মেঘলা আকাশ ব্যাপিয়া কি ওই মৃত্যু মেলিল ডানা?
(কোরাস) কাল ভৈরব গভীর রাত্রে দিল হানা—
কালো জলে হল একাকার গ্রামখানা।

গোঁসাই। Now, ladies and gentlemen, এবার দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। একটা ছোট্ট Barlesque—মানে, ব্যঙ্গাভিনয়। সংযুক্তার স্বয়ম্বর।…আসুন, আসুন—গ্রহাচার্য, হবুচন্দ্র, গবুচন্দ্র—Please take your seats…এই সব রাজারা এলেন—আরও সব আসবেন। এঁদের প্রীত্যর্থে নর্তকীর নাচ—

গ্রহাচার্য, হবুচন্দ্র, গবুচন্দ্র প্রভৃতি আসিলেন। তারপর বাজনা বাজিয়া উঠিল। নর্তকী নাচিয়া চলিয়া গেল।

গ্রহাচার্য। (হাত-ঘড়ি দেখিয়া) কিন্তু শুভলগ্ন সমাগত—
সুলক্ষণা সংযুক্তা কন্যায়
সভাগৃহে এইবার আনহ সত্বর।

গোঁসাই। এইবার জয়চন্দ্র আর তাঁর মেয়ে সংযুক্তা আসছেন—
(নেপথ্যে—Not ready)

গোঁসাই। Not ready—eh? Quick, quick—

পাড়াগাঁয়ের প্রৌঢ়বয়স্ক একব্যক্তি—হলধর—তাহার তৃতীয়-পক্ষের স্ত্রী রাঙা-বউকে লইয়া প্রবেশ করিল।

হলধর। এ কনে আলাম রাঙা-বউ?

গোঁসাই। (বাধা দিয়া) এই কোথা যাচ্ছ?

হলধর। আঃ—ছাড়েন, ছাড়েন—সাথে মেয়েলোক আছেন—

যতীন। এই কি বাবা জয়চন্দ্র?

অমর। What? এই হল জয়চন্দ্র আর তার মেয়ে?

হলধর। অ্যাঁ—বলেন কি, মশয়? মেয়ে হবেন কেন, আমার পরিবার···সাত পাকের ইস্তিরী। জয়চন্দ্র হল আমার দোজ পক্ষের শালা। চেনেন নাকি?

মলয়। আঃ—কি গোলমাল করছ? Lady দাঁড়িয়ে আছেন—বসতে দাও।

হলধর। দেখেন—দেখেন মশয় একবার। লেডি দাঁড়ায়ে আছেন। কি রকম ভদ্রলোক আপনারা?

কিটি মিত্তির আসিয়া রাঙা-বউয়ের হাত ধরিল।

কিটি মিত্তির। আসুন, আপনাকে বসিয়ে দিচ্ছি।

হলধর রাঙা-বউয়ের অপর হাত ধরিল।

হলধর। নিয়ে যাও কনে? ও আপনাগোর মতন নয়, আমার পরিবার—ও আমার পাশে বসবে।

গোঁসাই। আঃ—Silence please—

এক টানে রাঙা-বউকে কাছে লইয়া আসিল; পাশাপাশি দুইখানা চেয়ারে দুইজনে বসিল। সকলে হাসিয়া উঠিল।

গোঁসাই। আঃ—Silence please—

গবুচন্দ্র চেয়ারে বসিয়া চোখ মিটমিট করিতেছিল। ইহা তাহার মুদ্রাদোষ। হলধর মনে করিল, সে রাঙা-বউকে ইসারা করিতেছে।

হলধর। ও কি হচ্ছে মশয়?

গবুচন্দ্র। নহে, নহে—

হলধর। কি?

গবুচন্দ্র। নারী অন্নদার জাতি—

হের মোর উদর বর্তুল,

পরিধি ইহার হবে সওয়া তিন হাত—

হলধর। কি বলতিছ মশয় ?

গবুচন্দ্র। আমার পার্ট, আমি যে গবুচন্দ্র—

হলধর। গবুচন্দ্র—তা আমার পরিবারের দিকে ইসারা করতিছ কেন ?

গবুচন্দ্র। কৈ—কোথায় ইসারা করছি ?

মলয়। বুঝতে পারছেন না ? ওটা ওঁর মুদ্রাদোষ।

হলধর। হঃ মুদ্রাদোষ! ইস্তিরীলোক দেখলে চোখের ঐ রকম দোষ হয়ে যায়। বয়সকালে আমাগোরও হত।

অবশেষে হলধর ঠাণ্ডা হইয়া রাঙা-বউকে পাশে বসাইল। চা দেওয়া হইতেছে, টাকা-পয়সা সংগৃহীত হইতেছে।

হিরণ। Next প্রোগ্রাম কি ?

যতীন। Next প্রোগ্রাম—সবিতা দেবীর পল্লীনৃত্য—

মলয়। তা হলে সবিতা দেবীর নৃত্য আরম্ভ হোক—

হিরণ। কই মশায়, কোথায় সবিতা দেবীর নৃত্য ?

গোঁসাই। হচ্ছে সার, ব্যস্ত হবেন না। Just a moment···

পল্লীকিশোরীর বেশে সবিতা ও পল্লীকিশোর বেশে তাহার নৃত্যসঙ্গী প্রবেশ করিল। যুগ্মনৃত্য আরম্ভ হইল।

গোঁসাই। Start—

একজন বাঁশী বাজাইতেছে। লোকটির সুরবোধ আদৌ নাই। বাঁশী বেসুরো বাজিতেছে। নাচের তাল কাটিতেছে। সবিতা রুষ্ট চোখে এক একবার তাহার দিকে তাকাইতেছে। তারপর বিরক্ত হইয়া নৃত্য বন্ধ করিল।

সবিতা। আমি পারব না।

অমর। একি হচ্ছে, মশাই? তাল কেটে যাচ্ছে, বাঁশী বেসুরো বাজছে—

গোঁসাই। Silence please. দেখুন, যিনি বাঁশী বাজাচ্ছেন—

যতীন। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—

হিরণ। এই ত? ও সব বুঝি না মশাই, ভাল করে বাজাতে বলুন। নইলে চেয়ার-টেবিল গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে।

বিষম গণ্ডগোল শুরু হইল।

মলয়। মাত্রা বেশি হয়ে গেছে?

ব্যাপার দেখিয়া সবিতা বড় ভয় পাইয়াছে। কমলেশ ভিড়ের মধ্য হইতে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল।

কমলেশ। দেখুন, যাঁরা এখানে রয়েছেন, তাঁরা সকলে সুশিক্ষিত—এবং তাঁদের মধ্যে এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মহিলা রয়েছেন। অতএব আশা করা যায়, সকলে সংযত হয়ে মতামত প্রকাশ করবেন।

হিরণ। কি বলছেন মশায়?

কমলেশ। বলছি, কবে আমাদের দেশে শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে এই রকম শত্রু-সম্বন্ধ উঠে যাবে! একজন হলেন রসের পরিবেশক, আর একজন রসপিপাসু। এঁদের মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক না থাকলে দৃশ্য-কলা কোনদিন সম্মানের বস্তু হবে না। আজকে কোন কোন দর্শকের মন্তব্য শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। যে ভদ্রলোক ঐ বাঁশী বাজাচ্ছিলেন, তিনি অসুস্থ নন। আসল কথা, উনি বাঁশী বাজাতে বিশেষ জানেন না। যাঁর একটু রসবোধ আছে, তিনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। আর বাঁশী হচ্ছে এ নৃত্যের প্রাণ। যাই হোক, সবিতা দেবীর সুন্দর নৃত্যের এমন যে অপঘাত হল, এজন্য রসলিপ্সু আমরা সকলে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছি। আপনারা যদি অনুমতি করেন, আমি একঁবার চেষ্টা করে দেখি।

দর্শকেরা খুব করতালি দিল। চারিদিক দিয়া সম্মতিসূচক সাড়া আসিল—নিশ্চয় ...আচ্ছা...হাঁ...ইত্যাদি।

গোঁসাই। Start—

কমলেশ বাঁশীতে ফুঁ দিল। একটুখানি বাজাইতেই সবিতার অবসাদ কাটিল, উৎসাহে তাহার চোখ জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। সে উঠিয়া চঞ্চল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কমলেশও সমগ্র সত্তা দিয়া বাজাইতেছে। সবিতা তন্ময় হইয়া নাচিতেছে —এমন নৃত্য সে কোনদিন নাচে নাই। প্রচুর হাততালি ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্য দিয়া নৃত্য শেষ হইল। সকলে ফুল, মালা প্রভৃতি দিয়া সবিতার সম্বর্ধনা করিল।

গোঁসাই। Good night! Ladies and gentlemen, good night!

সমাপ্তির বাজনা বাজিল। দর্শকেরা চলিয়া গেল। ক্লান্ত কমলেশ একাকী দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় সবিতা আবার আসিল। তাহার এক হাতে চায়ের কাপ, আর এক হাতে ফুল।

কমলেশ। এখনো সাজ-টাজ খোলেন নি? খুব তো কষ্ট হয়েছে, ওসব খুলে ফেলে বিশ্রাম করুন।

সবিতা। সকলের আগে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।

সে কমলেশকে ফুল দিল; চায়ের কাপটিও আগাইয়া দিল।

কমলেশ। লজ্জা আমারই সবিতা দেবী। এই যে অপমানিত হতে যাচ্ছিলেন, সে আমাদেরই জন্যে। অথচ গ্রামের সেই দুঃখী মানুষদের কাউকে আপনি চোখে দেখেন নি।

সবিতা। অপমান থেকে বাঁচিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা সেজন্য নয়। কি অপূর্ব সুর শোনালেন আজ আপনি! এমন চমৎকার বাঁশী কার কাছে শিখলেন, বলুন তো?

কমলেশ। নিজেই। বীরভূমের এক ফাঁকা গাঁয়ে ছিলাম এক বছর।

সঙ্গী পেতাম না। তখন এক সাঁওতালের কাছ থেকে কিনেছিলাম এক বাঁশী—

সবিতা। সেখানে কেন? বাড়ির পরে রাগ হয়েছিল নাকি?

কমলেশ। বাড়ি…আমার আবার বাড়ি! রাগ হয়েছিল গবর্নমেণ্টের—ডেটিনিউ করে রেখেছিল। বালু-ভরা ময়ূরাক্ষী—তারই ধারে বসে সকাল-সন্ধ্যা বাঁশী বাজাতাম।

গোঁসাই ও উৎপল আসিল ; গোঁসাইয়ের হাতে একখানা কাগজ।

গোঁসাই। Collection হয়েছে এক হাজার তিন শ তেইশ। খরচও তো চোদ্দ শ'র কাছাকাছি দাঁড়াচ্ছে—

সবিতা। এত?

উৎপল। তা হবে না? ঐসব জিনিষপত্র ভাড়া, কনসার্ট-পার্টি, ট্যাক্সি, টিফিন, চাকর-বাকরের বখশিস—মানে…মার্জনা করবেন—

গোঁসাই। Everything is here to the last farthing.

কমলেশ। (ব্যঙ্গের হাসি হাসিল) আমি জানতাম। তা হলে টাকা পঁচাত্তর আমাকে দিয়ে যেতে হয়। এই জামা-জুতা না হয় রেখে যাচ্ছি, কিন্তু এতে তো হবে না। আর কি করা যায় বলুন ত সবিতা দেবী?

গোঁসাই ও উৎপল চলিয়া গেল।

সবিতা। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) তখন অপমান থেকে বাঁচিয়ে এখন নিজে অপমান করছেন? বলেছি যখন, টাকা আমি দেবই। এই নিন, এই নিন—

সবিতা রাগের বশে ক'গাছি চুড়ি খুলিয়া ফেলিল। আরও খুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কমলেশ ব্যাকুল কণ্ঠে নিষেধ করিল। কমলেশের মুখের দিকে চাহিয়া সবিতা থামিয়া গেল।

কমলেশ। না—না—না। আপনাকে মনে করে বলিনি,

সবিতা দেবী। আপনি আঘাত পেয়েছেন, আমি বড় দুঃখিত। আমায় মাপ করুন—

সবিতা। টাকা দেব, আমি কথা দিয়েছি—

কমলেশ। বেশ তো—পরে পাঠিয়ে দেবেন—

সবিতা। মাসখানেক লাগবে বোধ হয়। অসুবিধা হবে?

কমলেশ। না, অসুবিধা আর কি—তবে কমলেশকে তাড়ানো একটা মাস পিছিয়ে গেল···তা ছাড়া আর কি?

—চার—

বিরামবাড়ি, বসিবার ঘর

সকাল বেলা। এই পনেরো বৎসরে ঘরের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। যেখানে শেখরনাথ খুন হইয়াছিলেন, সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ রচিত হইয়াছে। দেয়ালে শেখরনাথের নামে একটি প্রস্তর-ফলক উৎকীর্ণ হইয়াছে। ঘরে আসবাব-পত্রের বাহুল্য নাই—বসিবার জন্য একটা নিচু তক্তাপোষ ও দু-একখানা বেঞ্চি এদিকে-সেদিকে পড়িয়া আছে। আজ ২৯শে আষাঢ়, শেখরনাথের মৃত্যু-বার্ষিকী। ঘরে ধূপ দেওয়া হইয়াছে। ব্রজলাল স্মৃতিস্তম্ভের উপর ফুল দিতেছে। এমন সময় ত্রিলোচন আসিল।

ব্রজলাল। এলো না! এলো না!

ত্রিলোচন। মেলাটা এবার মাটি। খাগড়াই বাসন আসত, শান্তিপুরে কাপড় আসত, দেশ-বিদেশ থেকে আরো কত কি আসত!

ব্রজলাল। প্রজারা কেউ এলো না! বেইমান—বেইমান—

ত্রিলোচন। কেউ কেউ আসবে বোধ হয়। চান-টান করে ঘুন-টুম দিয়ে বাবুরা বহাল-তবিয়তে আসবেন আর কি! নবাব-পুত্তুর কিনা!

ব্রজলাল। কি সর্বনাশ! বড় মুখ করে কলকাতা থেকে রাণীমা আর খুকুদিদিকে নিয়ে এলাম।...কারও দেখা নাই—কমলেশ আর বল্লভের কথাই বড় হল! সেদিন বল্লভ বড় গলা করে বলে গেছল, তাদের জেদই বজায় রইল?

ত্রিলোচন। আসবে হয়ত কেউ কেউ—

নিশারাণী প্রবেশ করিল।

ব্রজলাল। অন্য বছর মা, সকাল থেকেই এই দিনে প্রজাদের ভিড় লেগে যেত—

ত্রিলোচন। মেলা যা হত মা! দশ-বিশ ক্রোশ থেকে লোক আসত।

ব্রজলাল। এবারে আসছে না—কমলেশরা শত্রুতা করছে কিনা! আমি একবার এগিয়ে দেখি। আপনারা আয়োজন সব ঠিক করুন, মা—

ত্রিলোচনকে লইয়া ব্রজলাল চলিয়া গেল। নিশারাণী অতি দুঃখে স্মৃতিস্তম্ভের পাশে বসিয়া পড়িল। এমন সময়ে কমলেশ আসিয়া নমস্কার করিল।

কমলেশ। নমস্কার! বড্ড জরুরি ব্যাপার—তাই আসতে হল।

নিশারাণী। বেশ করেছ বাবা, এসো—এসো। আমি তোমায় ডেকে পাঠাতাম।

কমলেশ। কেন?

নিশারাণী। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব বলে। মনের মধ্যে অভিমানের পাহাড় জমে উঠেছে বাবা। এই স্মৃতিস্তম্ভ যাঁর, তাঁর কথা মনে পড়ে?

কমলেশ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আমি ওঁর ছেলে ছিলাম—আমি ওঁকে বাপের মতোই দেখতাম—

নিশারাণী। আর ওঁরই এই বিরামবাড়ি কাল নীলাম্বর রায়ের কাছে বিক্রি করে দিয়ে এসেছি। সে যে কত বড় দুঃখে—

কমলেশ। (কণ্ঠস্বর কঠোর হইল) এমন চমৎকার বাড়িখানা—বিক্রি করলে দুঃখ তো হবেই। তা ছাড়া এটা ছিল আপনারই সম্পূর্ণ নিজস্ব। ওঁর নয়—মজুমদার-এস্টেটেরও নয়—

নিশারাণী। দুঃখ সেজন্য নয়। আমি আর সবিতা মাতব্বর প্রজাদের ডেকে পাঠালাম। তাদের প্রজাবন্ধুর মেয়ে এই ঘরে বসে কত কাতর মিনতি করল, কেউ কানে নিল না। নিলামের টাকার কোন উপায় হল না। তারা এঁকে ভুলে গেছে। তোমরা যে মানা করে দিয়েছ, সেইটেই সব চেয়ে বড় হয়ে রইল।

কমলেশ। মানা করি নি, মিথ্যে রটনা। বন্যার জলে বছর বছর প্রজাদের ঘর-বাড়ি ভেঙে যায়, ক্ষেত-খামার লাঙল-গরু ভেসে যায়। কি আছে তাদের? কোত্থেকে দেবে? এবার ভৈরবে বাঁধ বাঁধা হচ্ছে—দেশের দিন ফিরছে। তখন সব হবে। আপনার কাছে তারই সাহায্য নিতে এসেছি।

নিশারাণী। চাঁদা?

কমলেশ। কিম্বা বলব, প্রজাদের পাওনা। বিরামবাড়ির কাছারি-ঘরে তারা চিরকাল রক্তের মতো টাকা ঢেলে গিয়েছে। এখন জীবন-মরণের সময়ে তারা কিছু পাবে না, তা কি হয়?

নিশারাণী। কেন, নীলাম্বর রায় যে বাঁধ বেঁধে দিচ্ছে! এই লোভ দেখিয়েই তো তাদের হাত করে ফেলেছে। আবার টাকা চাও—সে কি পিছিয়ে পড়ল?

কমলেশ। বাঁধের টাকা রায় মশায় দিচ্ছেন। তার উপর দুটো স্লুইচ গেট করতে হচ্ছে এস্টিমেটের বাইরে। সে টাকা ত চাইতে পারিনে! তার দরুন হাজার পাঁচেক আমাকে তুলে দিতে হচ্ছে।

নিশারাণী। কত উঠল?

কমলেশ। পাঁচ হাজার পয়সাও নয়। কারো এক ফোঁটা রক্ত

থাকতে ছেড়েছেন ? আপনাদের কত দয়া !···তাই ভেবে চিন্তে বড়লোকের কাছে এলাম। দু-চার আনা নয়, এক সঙ্গে দু-চার হাজার—

নিশারাণী। বড়লোক নই আমরা। এককালে অবশ্য মজুমদারেরা সে কথা বলতে পারত—

কমলেশ। (বিরক্ত স্বরে) চুলোয় যাক। তর্কের সময় নেই। টাকা তো অনেকগুলো আছে, তাই দিন—

নিশারাণী। কোথায় টাকা ? এস্টেট নিলামে উঠেছে। টাকার জন্যে বাধ্য হয়ে বাড়ি বিক্রি করলাম—

কমলেশ। কাল রাত্রে বাড়ি-বিক্রির চার হাজার টাকা রায় মশায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। তার এক পয়সাও খরচ হয় নি—

নিশারাণী। সেই টাকা চাইতে এসেছ নাকি ?

কমলেশ। হ্যাঁ—অমন করে চেয়ে রইলেন যে! সেই টাকাই।··· আজ পঞ্চমী—ভর কোটাল। নদীর জল ফেঁপে ফুলে উঠছে। এমন দিনে তো গল্প করার সময় নয়!

নিশারাণী। আসুক সবিতা, আসুক ব্রজলাল, পরামর্শ করে দেখি। টাকা দেবার মালিক কি আমি ?

কমলেশ। হ্যাঁ—আপনি। ঐ টাকা কেবল আপনারই। শেখর মজুমদার বিরামবাড়ির ষোল-আনা আপনাকে লিখে দিয়ে যান। আমরা তা জানি।

নিশারাণী। তাই যদি হয়—এর থেকে চাঁদা চাইবার অধিকার তোমার নেই। আমি এস্টেটের জমিদার নই—

কমলেশ। কিন্তু বিরামবাড়ি নেবারই কি অধিকার আপনার ছিল ? রাগ করছেন কেন ? ফাঁকির জিনিষ যদি একটা সৎকাজে লেগে যায়—সে তো ভালই।

নিশারাণী। (উত্তেজিত স্বরে) তুমি বাড়ি বয়ে এসে অপমান করছ। বেরিয়ে যাও—

কমলেশ। টাকাটা পেলে বেরিয়ে যাব, তার আগে নয়।...আমরা জানি, কে আপনি। জানাজানি হয়ে যাবে, তাতে কাজ নেই।

নিশারাণী ভয় পাইয়াছে, কণ্ঠস্বরে স্খলিত ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

নিশারাণী। কি জান? কি বলবে তোমরা? কিছু তো বাকি রাখলে না। মিথ্যে অপবাদে আমি ডরাই না।

কমলেশ। মিথ্যে কি সত্যি চিঠিতে প্রমাণ হয়ে যাবে।

শেখরনাথ খুন হইবার পূর্বে যে চিঠির প্রসঙ্গ হইয়াছিল, কমলেশ সেই চিঠি বাহির করিল।

কমলেশ। দেখুন, চিনতে পারেন? এই চিঠি শেখরনাথ আপনাকে লিখেছিলেন। কি-সব লিখেছিলেন, মনে আছে তো এদ্দিন পরে?

নিশারাণী। কোথায় পেলে এ চিঠি? দাও, দাও—

নিশারাণী চিঠি কাড়িয়া লইতে গেলে কমলেশ সরাইয়া লইল।

কমলেশ। উহুঁ—চিঠি দান করতে আসি নি, বিক্রি করতে পারি—

কমলেশ হাসিতে লাগিল। নিশারাণী বিরক্তভাবে বসিয়া পড়িল।

নিশারাণী। টাকা আমি দেব না। চাই নে চিঠি। যা ইচ্ছে কর।

কমলেশ। আজকে অন্তত পাঁচ শ লোক বাঁধে কাজ করছে। তাদের জমায়েত করে পড়া হবে এই চিঠি। দেশসুদ্ধ লোক জানবে, কেমন করে আপনি ভালমানুষ শেখরনাথকে পাঁকের মধ্যে নামিয়েছিলেন—এই বিরামবাড়ি আপনি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন সবিতাদেবীকে বঞ্চিত করে—

নিশারাণী। সবিতা আমার মেয়ে—তাকে বঞ্চিত করব আমি?

কমলেশ। সত্যি মেয়ে নয়—

নিশারাণী। তার মানে?

কমলেশ। শেখরনাথের পত্নী আপনি নন—আপনি জালিয়াতের বউ।

নিশারাণী অনতিস্ফুট চিৎকার করিয়া উঠিল।

নিশারাণী। কমলেশ!

কমলেশ। আপনার আর আপনার স্বামীর নামে ওয়ারেণ্ট ঝুলছে—

নিশারাণী। কমলেশ অত নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না। আমায় বাঁচাও, চিঠি দিয়ে দাও—

কমলেশ। দাম দিন, চার হাজার টাকা—

নিশারাণী ভাবিতে লাগিল; তাহার ভ্রূকুঞ্চিত হইল।

নিশারাণী। এই চিঠি শেখর মজুমদারের পোর্ট-ফোলিওয় ছিল। খুন হবার সময় সেটা চুরি যায়।...তুমিই খুন করেছ তাঁকে—

কমলেশ। পনেরো বছর আগে আমার বয়স ছিল বারো—

নিশারাণী। তবে খুন করেছে ঐ নীলাম্বর রায়, যার পায়ের নিচে মাথা বিকিয়ে বসে আছ।...খুনীকে আমি ধরিয়ে দেব—আমি তাঁকে ফাঁসি দেওয়াব। ডাকাত—তোমরা সব ডাকাত। ব্রজলাল—ত্রিলোচন—

বল্লভ আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল; বাহিরের দরজা দিয়া সে প্রবেশ করিল।

কমলেশ। চেঁচাবেন না—থামুন। বল্লভ, বাইরে যাও। যেমন নজর রাখছিলে, তেমনি থাকবে—

বল্লভ চলিয়া গেল।

কমলেশ। দেখুন—শেখরনাথের খুনী কে আমরা জানি না, আপনি বিশ্বাস করুন...ডাকাতেরা পালাবার সময় কতগুলো জিনিষ ফেলে যায়, আমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।...কিন্তু এই নিয়ে যদি আপনি গোলযোগ করেন, সর্বনাশ সব চাইতে বেশি হবে আপনার—

নিশারাণী। হোক সর্বনাশ, আমি ভয় করি না—

কমলেশ। ভয় করেন না ?

নিশারাণী। না।

কমলেশ। তবে শুনুন। শেখরনাথের নিজের হাতের লেখা। এইটুকু পড়লেই চলবে—

চিঠি পড়িতে লাগিল।

...তুমি ধরা দিলে না। লোকে জানে তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু তাহা তো হইয়া উঠিল না। প্রজাবন্ধু শেখরনাথের রাণী না হইয়া তুমি জালিয়াত রাঘব ঘোষেরই স্ত্রী রহিয়া গেলে।...

আর দরকার নেই—কি বলেন ?

নিশারাণী বসিয়া পড়িল।

কমলেশ। অন্য সব ছেড়ে দিন। কিন্তু সবিতা দেবী যখন এই কথাগুলো শুনবেন—

নিশারাণী। কমলেশ, কমলেশ, ভেবে দেখ—যিনি তোমাকে ছেলের মতো ভালবাসতেন, তাঁরই মেয়েকে এমন করে ভাসিয়ে দিতে পারবে ?

কমলেশ। দরকার হলে পারব। হাজার হাজার দুঃখীর ঘর ভেসে যাবে—তাঁদের বাঁচাতে একটা মেয়েকে ভাসিয়ে দিতে পারব না ?... কিন্তু তার দরকার হবে না—

নিশারাণী। দরকার হবে না ? নিলাম ঠেকাবার টাকা তুমি নিয়ে যাচ্ছ। এস্টেট নিলাম হয়ে যাবে—

কমলেশ। এস্টেট বাঁচাবার ঢের উপায় আছে। আমি জানি, সবিতাদেবীর বিস্তর গয়না আছে। কলকাতায় সেদিন খুলে দিচ্ছিলেন... আমি নিই নি—

নিশারাণী। তা হলে···টাকা তোমার চাই-ই—

কমলেশ। হাঁ, চাই—

নিশারাণী। এ রকম করতে বিবেকে বাধছে না—

কমলেশ। না, বিবেক আমার নেই।···যান, নিয়ে আসুন—

নিশারাণী। আনছি—

নিশারাণী অভিভূতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলেশ। যান, টাকা নিয়ে আসুন—

নিশারাণী পর্দা সরাইয়া ভিতরে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাহির-দরজা দিয়া বল্লভ প্রবেশ করিল।

কমলেশ। তুমি আবার?

বল্লভ। খুকুরাণী!

বল্লভ চলিয়া গেল। সবিতা প্রবেশ করিল। সে শ্রান্ত। কমলেশকে দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সবিতা। Good Heavens—আপনি? আমায় মাপ করবেন—

কমলেশ। কেন?

সবিতা। আমরা ক'দিন এসেছি, এসেই আপনার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। সেদিন গোলমালে আপনার ঠিকানা নেওয়া হয় নি—

কমলেশ। হাঁপিয়ে পড়েছেন যে! কোথায় গিয়েছিলেন?

সবিতা। ঘুরে ঘুরে গ্রাম দেখলাম। চমৎকার বাঁধ বাঁধা হচ্ছে। ···দেখুন, টাকাটার আজও জোগাড় হয়ে ওঠে নি। তবে খুব শিগগির—

কমলেশ। হ্যাঁ শিগগির, কমলেশকে তাড়ানোর দেরি হয়ে যাচ্ছে—

সবিতা। কমলেশ থাকে থাকুক—

কমলেশ। সে কি···রাগ পড়ে গেল?

সবিতা। ঐ বাঁধ বাঁধার মতলব যদি তার মাথা থেকে বেরিয়ে থাকে, তা হলে তাকে তো শ্রদ্ধাই করা উচিত—

কমলেশ। বলেন কি?

সবিতা। সে আমার বাবার স্নেহের অমর্যাদা করেছে। তবু··· এই সব দেখে তাকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু জানোয়ার নীলাম্বরের মোসাহেবি করে, এটা অসহ্য।

কমলেশ সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

সবিতা। হাসছেন যে!

কমলেশ। ভাল মনিব—মানে, আপনার মতো মনিব যদি সে পায়, তাহলে না হয় তাকে নীলাম্বরের চাকরি ছাড়তে অনুরোধ করি।

সবিতা। আমি? আমি তাকে ঘৃণা করি—

দু-পা গিয়াই ফিরিয়া আসিল।

সবিতা। কিন্তু আপনি বসুন। যাবেন না যেন, আপনার জন্য আমি চা নিয়ে আসছি।

সবিতা যাইতেছিল, পিছন হইতে কমলেশ তাহাকে ডাকিল।

কমলেশ। মাপ করবেন, আজ আর সময় নেই—

সবিতা। (মুখ ফিরাইয়া) আচ্ছা, আধ ঘণ্টা? তা-ও নয়? পনেরো মিনিট? পনেরো মিনিট। নিশ্চয়! নিশ্চয়—

হাসিতে হাসিতে সবিতা ভিতরে ঢুকিল। কমলেশ এদিকে-ওদিকে তাকাইয়া তারপর দেয়ালে উৎকীর্ণ স্মৃতি-ফলকে পড়িতে লাগিল—"বিপন্নের সহায়, পরম ধার্মিক প্রজাবন্ধু শেখরনাথ মজুমদার—জন্ম ৯ই শ্রাবণ ১৩০৫ সাল—মৃত্যু ২৯শে আষাঢ় ১৩৩৩ সাল।

একটু পরে নিশারাণী প্রবেশ করিল।

নিশারাণী। নাও টাকা—

কমলেশ নোটগুলি দেখিয়া লইল, তারপর হাসিয়া চিঠিখানা স্মৃতিস্তম্ভের উপর রাখিয়া তক্তপোষে বসিয়া পড়িল। নিশারাণী চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িল।

কমলেশ। যাঁর চিঠি, তাকেই দিলাম—

নিশারাণী। যাও—বসলে যে!

কমলেশ। সবিতা দেবী বসতে বলে গেছেন।

নিশারাণী। দেখা হবে না।···আর তোমায় ভয় করি না। চলে যাও।···শোন একটা কথা, সবিতা গয়না খুলে দিচ্ছিল—তুমি নিলে না কেন?

কমলেশ। নিতে পারলাম না, হাত কাঁপতে লাগল। সেন্টিমেণ্টের বালাই একেবারে নিঃশেষ হয়নি, দেখলাম। সবিতাদেবীর গায়ের গয়না নষ্ট করতে প্রাণে লাগল।

নিশারাণী। হুঁ···বুঝেছি। তুমি যাও—

কমলেশ। কিন্তু সবিতা দেবী যে—

নিশারাণী। না, তুমি জোচ্চোর—খুনী-ডাকাতের মোসাহেব। তোমার সঙ্গে মজুমদার-বাড়ির মেয়ে মিশতে পারে না। যাও—

কমলেশ। চার হাজার টাকার শোক! আঘাত বড় কম নয়, বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার আনন্দ হচ্ছে রাণী-মা। শেখরনাথ মোহের বশে যে অকাজ করেছিলেন, এতদিনে তার একটা সদ্গতি হল। নমস্কার!

কমলেশ যাইতেছিল, এমন সময় ব্রজলাল প্রবেশ করিল।

কমলেশ। নমস্কার, ব্রজদা!

কমলেশ চলিয়া গেল।

ব্রজলাল। কমলেশ কেন এসেছিল মা? কি বলছিল?

নিশারাণী। ব্রজলাল, তোমার মনিবকে কে খুন করেছিল, জানো?

ব্রজলাল। কে?

নিশারাণী। নীলাম্বর রায়—

ব্রজলাল। (চমকাইয়া) অ্যাঁ!
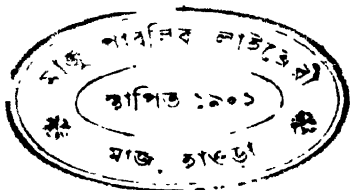
নিশারাণী। হ্যাঁ—কমলেশের কথাবার্তায় তাই বুঝলাম।

ব্রজলাল। কমলেশ বলে গেল?

নিশারাণী। আর বাড়ি-বিক্রির চার হাজার টাকা চুরি হয়ে গেছে—

ব্রজলাল। সর্বনাশ!

নিশারাণী। ঐ কমলেশ তার ভেতর আছে।

ব্রজলাল বাহিরের দিকে তাকাইয়া ডাকিল।

ব্রজলাল। কমলেশ! কমলেশ!

এই সময় সবিতা চা লইয়া আসিল।

সবিতা। কমলেশ?

নিশারাণী। (ক্রুদ্ধ স্বরে) হ্যাঁ—কমলেশ। তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। চা নিয়ে এসেছ! হাতের চুড়ি খুলে দিচ্ছিলে! তোমার বাপের এত বড় শত্রু—

সবিতা। মা, তুমি চুপ কর—

নিশারাণী। সবিতা, এই কমলেশ তোমার বাপের স্নেহের অমর্যাদা করেছে—তার সঙ্গে তুমি মিশতে পারবে না।

সবিতা কি বলিতে গেল। ওষ্ঠ থরথর করিয়া কাঁপিল, কিন্তু শব্দ বাহির হইল না।

নিশারাণী। কি! উত্তর দাও। ব্রজলাল, দেখ, দেখ—যে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে খাজনা বন্ধ করে এস্টেট নিলামে তুলে আমাদের পথে বসাতে চায়, সেই নিমকহারামকে অভ্যর্থনা করতে চা নিয়ে এসেছে—

সবিতা। চুপ কর, মা। তোমার পায়ে পড়ি, চুপ কর তুমি—

রাগে ও অভিমানে সবিতা চায়ের কাপ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল। ব্রজলাল ও নিশারাণী স্তম্ভিত হইয়া রহিল।
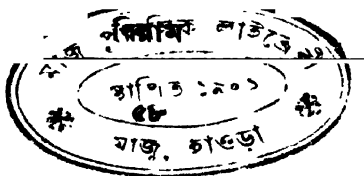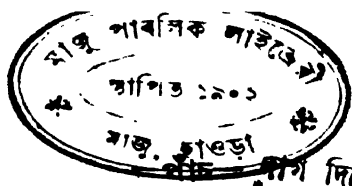
ভৈরবনদের ধারে রাস্তা

ভৈরবনদের উঁচু পাড়ের উপর দিয়া পথ। বিকালবেলা। দূরে অনেক লোক কোদালি দিয়া বাঁধ বাঁধিতেছে, তাহার খানিকটা নজরে আসে। ফুল মালা শঙ্খ প্রভৃতি লইয়া একপাশে কৃষক-শ্রেণীর কতকগুলি নরনারী মাথা নিচু করিয়া বসিয়া আছে। বল্লভ মৃদু মৃদু হাসিতেছে। ব্রজলাল অনুনয়ের ভঙ্গিতে কৃষকদের বলিতেছে।

ব্রজলাল। কেউ যাবি না? রাজাবাবুর মৃত্যুদিন আজ—প্রজাদের ভালোর জন্য তিনি চিরদিন খেটে গেছেন। আর, আজ কোন প্রজা যাবে না—ভালবেসে কেউ একটি ফুল দেবে না?

বল্লভ। ফুল দিলে তো পড়বে পাথরের মেজেয়, মালা ঝুলিয়ে দিতে হবে চুণের দেয়ালের উপর! মহেশ মোড়ল, সনাতন, মালক্ষ্মীরা সব, ভালবেসে ফুল দিতে হয় তো দাও গিয়ে ঐ সব লোকদের, যাদের কোদাল মেরে একটা অঞ্চল বাঁচিয়ে দিচ্ছে। ফুলের মালা দাও নীলাম্বর রায়কে, যিনি ভৈরবের জলে জলের মতো টাকা ঢালছেন।...কেউ এমন পারে?

ব্রজলাল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার নয়, চুরি-ডাকাতির টাকা—এ অমন সবাই পারে।

বল্লভ। রায় মশায়, রায় মশায় যে!

নীলাম্বর রায় আসিল। রুক্ষ ভয়াবহ চেহারা। দুর্দান্ত জীবনের ছাপ যেন মুখের উপর আঁকিয়া গিয়াছে। গায়ে একটা আধ-ময়লা কামিজ, বেশ-বাহুল্য নাই। কথাবার্তা, চাল-চলন, হাসি প্রভৃতির ধরণে এ লোককে মানুষ না বলিয়া পশু বলিতে ইচ্ছা হয়। নীলাম্বর একবার বল্লভের দিকে চাহিয়া তারপর ব্রজলালের আপাদ-মস্তক বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বল্লভ মাথা নত করিয়া নমস্কার করিল।

নীলাম্বর। তুমি যে বড় মাথা নিচু করলে না! এ কে বল্লভ?

বল্লভ। ব্রজলাল—

নীলাম্বর। তুমিই ব্রজলাল? নাম শোনা আছে বটে! তারপর বল্লভ, কথাবার্তা হয়ে গেছে নাকি? কত চায়?

ব্রজলাল। রায় মশায়, আমাকে কোন চাকরি-বাকরিতে বহাল করতে চান নাকি?

নীলাম্বর। না। চাচ্ছি, পায়ের গোড়ায় তোমার ঐ পাকাচুলো মাথাটা নিচু করতে। বিরামবাড়ি কিনলাম—এরা বলছে, সেখানে থাকতে হবে। কিন্তু সবাই দেমাক দেখিয়ে মাথা উঁচু করে বেড়াবে, এ তো সইতে পারব না।

ব্রজলাল। একটা মাথাও উঁচু থাকবে না—এই আপনি চান?

নীলাম্বর। না, একটা মাথাও উঁচু থাকবে না। তোমার না—তোমার মনিবদেরও না।

ব্রজলাল। তবে এ অঞ্চলে আপনার থাকা হবে না, রায় মশায়—

ব্রজলাল বিরক্তভাবে চলিয়া গেল। তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া নীলাম্বর বিকট হাসি হাসিতে লাগিল।

নীলাম্বর। ভাল লোক—একেবারে নিরেট সাধু ব্যক্তি! এর কথা বলছিলে, বল্লভ? কি হবে এই রকম পানসা লোক দিয়ে?…এ কি? কি চায় এরা? হাতে ও সব কি?

কৃষক নরনারীর দলটি তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের দেখিয়া নীলাম্বর ভ্রূকুটি করিল। মহেশ আগাইয়া আসিয়া বল্লভের কানে কানে কি বলিল।

বল্লভ। রায় মশায়, এরা বলছে বাঁধ-বেঁধে আপনি এদের ধন-প্রাণ বাঁচালেন। এরা তাই—

নীলাম্বর। দল বেঁধে এই রকম ঘেরাও করে দাঁড়িয়েছে? যেতে বলে দাও—যেতে বলে দাও।…তুমি আর কমলেশ বাঁধ বেঁধে দিতে বললে, তাই দিয়েছি। তাতে ধন-প্রাণ যদি বেঁচে থাকে, তার আমি কি করব?

মহেশ। অনেক দূর থেকে এসেছি, হুজুর। দু-তিন ক্রোশ পথ ভেঙে এসেছি—

বল্লভ। যাচ্ছিল মজুমদারদের ওখানে। এসে আপনার ঐ বিরাট কীর্তি দেখে মতলব ঘুরে গেছে।

নীলাম্বর। কীর্তি তো বিরাট করা হচ্ছে! কত টাকা লেগেছে, খবর রাখো? টাকা ছিল, তাই ঢালছি। তোমরা বাইরে থেকে দেখছ, খুব কীর্তি করছি! আরে, কটা কীর্তির খবর রাখো হে বাপু? সরকার বাহাদুরের খাতা খুলে দেখোগে কত-কি করা গেছে—

মহেশ। আমরা হুজুর, আপনার কেনা গোলাম হয়ে রইলাম। ভক্তি আর ভালবাসা বুক চিরে তো দেখানো যাবে না। শ্রীচরণে শুধু একটা গড় করে যাব, এই দরবার জানাচ্ছি। 'না' বললে আমাদের বড় কষ্ট হবে, হুজুর—

নীলাম্বর। কথাগুলো খুব মধুর শোনাচ্ছে হে! তা হলে মোড়ল, আমি এই শ্রীচরণ পেতে দাঁড়ালাম—একে একে এসো। তারপর ঐ খেয়াঘাট দেখা যাচ্ছে—পার হয়ে সব বাড়ি চলে যাও।·· অ্যাঁ, অ্যাঁ—এ তো কথা ছিল না—

সকলে প্রণাম করিয়া পায়ের গোড়ায় ফুল রাখিয়া যাইতে লাগিল। শেষকালে কেহ কেহ মালা দিল। একটি মেয়ে শঙ্খ বাজাইল।

কৃষকেরা একে একে চলিয়া গেল।

নীলাম্বর। বল্লভ, ব্যাপারটি কি বল তো? বলি, সৎকীর্তি করে আমার জৌলুষ খুলল নাকি? মেয়ে-বউগুলো পর্যন্ত নির্ভয়ে মালা পরিয়ে দিয়ে চলে গেল—কেউ অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়ল না—

বল্লভ। আমার প্রণাম বাকি আছে, রায় মশায়। দেখি, হাতটা দেখি একবার—

বল্লভ প্রণাম করিয়া নীলাম্বরের হাতে একটি আংটি পরাইয়া দিল।

নীলাম্বর। তুমিও ছাড়বে না? মহা হাঙ্গামা! মালা দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে আংটি পরিয়ে একেবারে বর সাজিয়ে তুললে!...এ যে ভাল আংটি, দামি আংটি—

বল্লভ। আমার দাম লাগে নি, রায় মশায়—

নীলাম্বর। সেটা বুঝতে পারছি; দাম দেওয়ার রেওয়াজ থাকলে কি নীলাম্বর রায়ের তাঁবেদার হতে পারতে?...কিন্তু বল্লভ, মারা যাই যে!

বল্লভ। কি হল?

নীলাম্বর। ঘাস-পাতা এক বোঝা গলায় পরিয়ে দিয়ে গেল, গলা কুট-কুট করছে—

বল্লভ। এ সব অভ্যেস করে নিতে হবে, রায় মশায়। এখন এইখানে যখন স্থিতি হল, দশজনে আসবে—সবাই চিনবে, জানবে, মান-সম্ভ্রম হবে—

নীলাম্বর। আমি পালিয়ে যাবো একদিন রাত্রিবেলা। এ সহ্য হবে না। উ-হু-হু—দূর-দূর! জেলে গলায় কাঠের তক্তি ঝুলিয়ে দেয়, সে বেশ ভারি জিনিষ—মন্দ লাগে না।...এ সব কি?

নীলাম্বর মালাগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিল। আংটিটাও খুলিতে যাইতেছিল, বল্লভ নিষেধ করিল।

বল্লভ। আংটিটা থাক।

নীলাম্বর। বেচলে কিছু আসবে? তুমি নাও। গয়না পরে মেয়েমানুষে। আমার আঙুল টন-টন করছে।

বল্লভ। রায়মশায়, ঘর যখন হয়েছে—ঘরণীও হবে। রেখে দিন, তাকে পরিয়ে দেবেন।

নীলাম্বর। সে মতলবও হচ্ছে বুঝি! কিন্তু সে হবে না। ইচ্ছে করে এ আংটি কেউ পরবে না। শ্রী-মুখখানা দেখলেই যে মূর্ছা যাবে, পরবে কি করে? চলো—

বল্লভ পিছন ফিরিয়া মালাগুলির অবস্থা দেখিল।

বল্লভ। আহা, কত কষ্ট করে নিয়ে এসেছিল মালাগুলো—ধুলোয় পড়ে রইল।

নীলাম্বর। তা কি করব! মারা যাব নাকি?

বল্লভ। ওরা এনেছিল, শেখর মজুমদারের নাম করে। শেষে আপনাকে দিয়ে গেল—

নীলাম্বর। দিয়ে ভুল করল।···বেশ, চলো না—আমরাই বরং ওগুলো সেখানে দিয়ে আসিগে—

বল্লভ। আপনি যাবেন সেখানে? না রায় মশায়, গিয়ে কাজ নেই। মোটে লোকজন হয়নি, মেয়েমানুষেরা কাঁদাকাঁটা করছেন—

নীলাম্বর। মেয়েমানুষের কান্না! বলো কি, বিনা-খরচায় এমন তামাসা—তবে তো যেতেই হবে!···চলো—চলো—বিরামবাড়ি কিনলাম, সেটা একবার চোখে দেখে আসি—

নীলাম্বর ও বল্লভ বাহির হইয়া গেল।

—ছয়—

বিরামবাড়ি, বসিবার ঘর

নীলাম্বর ও বল্লভ ঘরে ঢুকিল। বল্লভ হাতের মালা দেয়ালে ও স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে টাঙাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। নীলাম্বর অবাক হইয়া ঘরের উপরে নিচে চারিদিকে তাকাইতেছিল।

নীলাম্বর। বাঃ—বাঃ, দিব্যি তো! ঘরে ঢুকেই প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। এটা কি?

বল্লভ। মজুমদার মশায় এখানে খুন হয়েছিলেন।

নীলাম্বর। স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়েছে?…ও বল্লভ, মেঝেয় পা দিলে পা পিছলে যায় যে!

বল্লভ। মার্বেল পাথরের কিনা! খুব পালিশ করা—তাই—

নীলাম্বর। এখানে থাকা যাবে না, কক্ষণো থাকা যাবে না। এমন চকচকে ঝকঝকে জায়গায় পুতুল রাখা যায়—লোকে থাকবে কি করে?

ভিতর দিক হইতে সবিতা আসিল। সে ইহাদের চিনিত না; সে ভাবিয়াছে, মহালের দু-জন প্রজা শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতে আসিয়াছে। তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল।

সবিতা। তোমরা দু'জন এলে বুঝি! কেউ তো বিশেষ এলো না। প্রজারা আজ তাদের প্রজাবন্ধুকে ভুলে গেছে। তোমরা তবু মনে করে এসেছ। চলে যেও না, খেয়ে যেতে হবে। এত আয়োজন—সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে।

এই সময় ব্রজলাল বাহির হইতে প্রবেশ করিল।

ব্রজলাল। এখানে এসেছ, বল্লভ? তোমাদের চেষ্টার ফল কতদূর—তাই দেখতে এসেছ?

সবিতা। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) তুমিই বল্লভ? যাও. এখান থেকে। আমার বাবাকে যে খুন করেছে, তুমি তার আপনার জন—তোমরা এক-দলের শয়তান।…আজকের দিনে এইখানে দাঁড়িয়ে আমার বাবার মৃত আত্মার অসম্মান করো না। যাও, চলে যাও—

নীলাম্বর। খুনী কে, জানতে পারা গেছে নাকি?

সবিতা। খুনী নীলাম্বর রায়—

ব্রজলাল। আঃ—কি বলছ খুকীদিদি?

সবিতা। আর যে চুপ করে থাকতে পারছি না, ব্রজদা! যার

কাছে শুনে অবধি বাবার রক্তাক্ত ছবি আমি নতুন করে চোখের সামনে দেখছি। নীলাম্বরকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার—

ব্রজলাল। চুপ কর খুকীদিদি—ইনিই যে—

সবিতা। কিছু গোপন নেই, ব্রজদা। সবাই জানে কত বড় পাষণ্ড সেই নীলাম্বর। একটা জোলো-ডাকাত, সমাজের অভিশাপ—

ব্রজলাল। আহা, ইনিই যে নীলাম্বর রায়—

সবিতা। (অপ্রতিভ হইয়া) ইনি? Sorry—আপনাকে চিনতাম না।

নীলাম্বর। তা বুঝেছি! চিনলে, ঐ মধুর বাক্যগুলো জিভে আটকে থাকত, বেরুত না—

সবিতা। অন্তত ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু এক হিসাবে না চিনে ভালই হয়েছে, মিঃ রায়। (বল্লভের দিকে চাহিয়া) স্তাবকের রচা মিষ্টিকথা শুনে শুনে কান আপনার পচে গিয়েছে। আজ নিজের কানে শুনে গেলেন, লোকে আপনার সম্বন্ধে মনে মনে কি ভাবে—

ব্রজলাল। আপনি রাগ করবেন না, রায় মশায়। একেবারে ছেলেমানুষ—পাগল।

নীলাম্বর। আরে, ছিঃ! রাগ করবার কি আছে? আমি পদ্য লিখিনে, আর মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করাও আমার অভ্যাস নয়। লোকের মনের খবরে আমার গরজটা কি? আমি শুনি মুখের কথা। আর নীলাম্বরের সামনে যারা আসে, বেশ ভালো করে মহলা দিয়ে কথাগুলো মিষ্টি রসে রসিয়ে নিয়ে আসে। আমি বিশ্বাস করিনে, কিন্তু খুশি হই। যারা না বলতে পারে, দরকার হলে তাদের মুখ বন্ধ করতে পারি। তুমি কি বল বল্লভদাস, পারিনে? সেই যে রক্ষিতদের মেয়েটা···তুমি তো সঙ্গে ছিলে হে!

বল্লভ অস্পষ্ট ভাবে কি বলিল, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু নীলাম্বরের কথাবার্তায় অপর দুইজন শিহরিয়া উঠিল।

নীলাম্বর। ধরো—এই বিকালবেলা, দিব্যি ফুটফুটে ঘরখানা, চরের হাওয়া আসছে···কি নাম তোমার হে?

সবিতা। সবিতা দেবী—

নীলাম্বর। হ্যাঁ···শোন সবিতা, যদি দৈবাৎ আমার মনে কাব্য-ভাব জেগে ওঠে যে এইখানে এক্ষুনি তোমায় প্রেয়সী বলে একেবারে টপ করে বুকের উপর তুলে নেবো—হাঃ হাঃ হাঃ—তা তোমার মনের মধ্যে যতখানি আগুন জমে থাক না কেন, কিম্বা ঐ ব্রজনাথ যতই চোখ কটমট করুক না কেন, কিছুতে মানাবে না—কেউ ঠেকাতে পারবে না—

ব্রজলাল। কিন্তু জীবন দিতে পারব—

নীলাম্বর। তা হয়তো পারবে। জীবনহীন দেহ ভৈরবের চরে পড়ে থাকবে, আমাদের প্রেম-চর্চার বিশেষ ব্যাঘাত হবে না—

সবিতা। আপনি কি সত্যি সত্যি অপমান করতে এসেছেন?

নীলাম্বর। কিছু না···কিছু না। আপাতত সে মতলব নেই। ওসবে অরুচি হয়ে গেছে।···যাই হোক, বাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছে, বল্লভ। এসে যখন পড়েছি, আর যাচ্ছিনে—এখানেই থাকব।

তক্তাপোষের উপর চাপিয়া বসিয়া নীলাম্বর পকেট হইতে বোতল বাহির করিল। সে নিশ্চিন্ত ভাবে মদ খাইতে লাগিল।

ব্রজলাল। সে কি রায় মশায়, কমলেশের মারফত আপনি কথা দিয়েছিলেন, আরও তিনদিন আমাদের বাড়িতে থাকতে দেবেন—

নীলাম্বর। কথা দিয়েছিলাম, মুখের কথা। আদালতে হলপ করে বলি নি, রেজেষ্ট্রি দলিল করেও দিই নি। কথা দিয়ে থাকি, এখন আবার নতুন কথা বলছি—তিন দিন নয়, তিনঘণ্টা।···আচ্ছা, সামনের এই ঘরগুলো ছেড়ে দিয়ে তোমরা পিছনে থাকো না!

সবিতা। আপনার সঙ্গে থাকব এক বাড়িতে?

নীলাম্বর। ভয় হচ্ছে?

সবিতা। না—ঘৃণা হচ্ছে। ভয় আমার নেই। জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে এক বাড়িতে মানুষ থাকে না—

ব্রজলাল। (তাড়া দিয়া উঠিল) কি হচ্ছে খুকীদিদি? ওঘরে যাও—

সবিতা গুম হইয়া একপাশে সরিয়া গেল। ব্রজলাল অনুনয়ের সুরে বলিতে লাগিল।

ব্রজলাল। রায় মশায়, কি হবে? কোথায় লোকজন, কোথায় কি···সুমুখ-আঁধারি রাত—

নীলাম্বর। সেই ত ভাল হে, মহামানী শেখর মজুমদারের মেয়ে-বউ ঘর ছেড়ে চলে যাবে—কেউ দেখতে পাবে না।

ব্রজলাল। দয়া করুন রায় মশায়, অন্তত একটা দিন। এখন এই সন্ধ্যাবেলা···এত জিনিষ-পত্তোর নিয়ে···উপায় নেই—কোন উপায় নেই—

নীলাম্বর। না। দয়া করে সাধু-সজ্জনে—জানোয়ারের কি দয়া থাকে?

ব্রজলাল। ও একটা পাগল—নিতান্ত ছেলেমানুষ! ওর উপর রাগ করবেন না, রায় মশায়—

নীলাম্বর। ছেলেমানুষ—কিন্তু প্রাজ্ঞ প্রবীণেরা যা যা বলে থাকেন, কথাগুলো তো অবিকল তাই বলে গেল। সবাই বলে, নীলাম্বর রায় মানুষ নয়, নীলাম্বর রায় জানোয়ার—সেই কথাগুলো ঠিক ঠিক বলে গেল, একটা হের-ফের হল না। ছেলেমানুষ ভুল করে বললে তো পারত—'নীলাম্বর রায়ের কেউ নেই' 'নীলাম্বর পথে পথে বেড়ায়' 'নীলাম্বরকে কেউ দেখতে পারে না'···বলতে বলতে ছেলেমানুষ ভুল করে

এক ফোঁটা চোখের জল তো ফেলতে পারত !···ছেলেমানুষ ! পাগল !—পাগল না হাতী !

নীলাম্বর চুপ করিল। সকলে নিস্তব্ধ।

নীলাম্বর। বেশ দেব, তিনটে দিনেরই সময় দেব। তুমি সামনে এসো সবিতা—তুমিই বলবে। বেশ করুণ করে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যেমন যাত্রার দলের ছেলেগুলো বলে। বলো—'প্রাণেশ্বর, ভালবাসি'—

ব্রজলাল। কি বলছেন, রায় মশায় ?

নীলাম্বর। আঃ—তুমি সরে যাও, ব্রজলাল। বলো 'ভালবাসি—ভালবাসি'—

ব্রজলাল। কক্ষনো না—

নীলাম্বর। হোক অভিনয়, তবু আমি শুনব, বলো—

ব্রজলাল। তার আগে আমি প্রাণ দেব—

সবিতা ব্রজকে ঠেলিয়া আগাইয়া আসিল।

সবিতা। বলুন, কি শুনতে চান ?

ব্রজলাল। খুকীদিদি, খুকীদিদি—

সবিতা। বলুন—

নীলাম্বর। বলো 'ভালবাসি'···বলো—আমি শুনবো, বলো—বলো—

সবিতা গ্রীবা উন্নত করিয়া নীলাম্বরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিল। তারপর দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল।

সবিতা। আমি বলবো না—

সবিতা চলিয়া গেল।
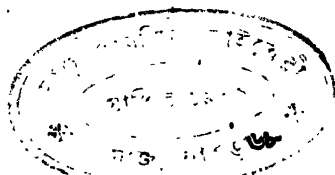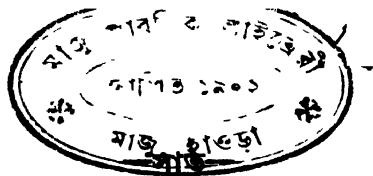
বিরামবাড়ি সংলগ্ন কুটির ও প্রাঙ্গণ

একটি খোড়োঘর ও প্রশস্ত উঠান। অনেক কাল আগে পূজার সময় ইহা নাটমণ্ডপ রূপে ব্যবহৃত হইত, এখন একরূপ অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়া থাকে। চারিদিকে পাঁচিল-ঘেরা। তবু এদিকটা মালিকদের প্রয়োজন হয় না বলিয়া সর্বসাধারণে যখন তখন এখানে আসিয়া জটলা করে। ইহার অনতিদূরেই ভৈরব।

আজ সন্ধ্যায় জেলেদের এক ছোকরা জাল মেরামত করিতেছে, আর ভাটিয়াল সুরে একটি গান গাহিতেছে। কমলেশের কি খেয়াল—সে ঐ গানের সুরে বাঁশী বাজাইতে লাগিল।

গান

'ভালবাসি ··ও কন্যা, তোমায় আমি ভালবাসি—'
গাঙের পাড়ে গাঁয়ের ছেলে বাজায় বাঁশের বাঁশি।
'বালুর চরে তুমি কন্যা শুকাও ভিজাচুল—
চিকন সে চুল হইতে খসে সাদা টগর ফুল।
ফুলের সঙ্গে খসে পড়ে চন্দ্র-মুখের হাসি—
সেই হাসি কুড়াবো বলে গাঙের কূলে আসি।'

গান শেষ করিয়া জেলে ছোকরাটি চলিয়া গেল। সবিতা একরকম ছুটিয়াই সেখানে আসিল।

সবিতা। এই যে, আপনি—

কমলেশ। বাঁশী শুনে ছুটে এলেন?

সবিতা। হ্যাঁ। সেই সকাল থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—

কমলেশ। আমি কি ফেরারি আসামী?

সবিতা। নিশ্চয়। চা এনে দেখি, পালিয়ে গেছেন। কি জন্যে?···বলুন, ঠিক করে বলুন—

কমলেশ। সেই ঝগড়া এতক্ষণ পরে ?

সবিতা। ঝগড়া কি একটা ? অনেক আছে।…আচ্ছা, আগে আপনার নীলাম্বরকে ঠেকিয়ে আসুন তো—

কমলেশ। কি করেছে সে ?

সবিতা। বিরামবাড়ি চেপে বসেছে। বলে, আজ থেকে নাকি সেখানেই থাকবে।

কমলেশ। তাই এমন ছুটোছুটি লাগিয়েছেন ? এই সাহস নিয়ে গ্রামের কাজ করবেন ?

সবিতা। আমায় অপমান করেছে—

কমলেশ। করবেই। অপমান গায়ে নেবেন না, সবিতা দেবী—

সবিতা। কি বলছেন আপনি ?

কমলেশ। সে জানোয়ার—এখনো মানুষ হয়নি। জানোয়ার যদি মুখ ভেঙচায়—তাকে কি অপমান করা বলে ? (হাসিয়া) কলকাতায় তো দিব্যি অতগুলো জানোয়ার নিয়ে বেড়াতেন।

সবিতা। তারা ছিল নিতান্ত নিরীহ। আর এ যে অতি ভয়ানক—

কমলেশ। গোখরো সাপ ? চিনতে পারেন নি, সবিতা দেবী। ঐ কুলোপানা চক্কোরই আছে, বিষ নেই—

সবিতা। মানে ?

কমলেশ। নীলাম্বরের মতো অসহায় এই জগতে আর একটা নেই—

সবিতা। (একটু ভাবিয়া) হ্যাঁ,…হ্যাঁ—আজই সেই রকম একটা কথা বলছিল। আপমানের মধ্যেও তার কথা শুনে কষ্ট হচ্ছিল।

কমলেশ। আমাকে—মানে কমলেশের কাছে শুনেছি—তাকেও নাকি একদিন অমনি বলেছিল—

সবিতা। তারও কষ্ট হল ?

কমলেশ। শিক্ষা, সংস্কার, লোক-নিন্দা—সমস্ত অগ্রাহ্য করে সেইদিন থেকে কমলেশ ওর সঙ্গী হয়েছে।

সবিতা। যাকগে, কমলেশের কথায় কাজ নেই। সে একটা কাপুরুষ। আপনার কথা হোক—

কমলেশ। আচ্ছা, সত্যি বলুন—কমলেশ কি করেছে আপনার? এত রাগ কেন?

সবিতা। সে হীন, একেবারে জঘন্য—

কমলেশ। জঘন্য···মানে?

সবিতা। তা ছাড়া কি বলি তাকে? আমার বাবা তাকে কি চোখে দেখতেন! আর সে নীলাম্বরের মোসাহেবি করে বেড়ায়।···কিন্তু আপনি ভাল লোক, চমৎকার লোক—

কমলেশ। মোসাহেব সে নয়। প্রীতি দিয়ে আত্মীয়তা করে কমলেশ জানোয়ারকে মনুষ্যত্বের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ সে হচ্ছেও। এ খবর আর কেউ না জানলেও আমরা জানি।

সবিতা। কমলেশের ওকালতি করছেন, মোটা ফী দিয়েছে বুঝি!

কমলেশ। ফীয়ের জন্য নয়। ওকালতি আমার অভ্যাস। প্রজাদের ওকালতি করতে গিয়ে একদিন আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেছি, মনে নেই?···শুধু কমলেশ কেন, নীলাম্বরের হয়েও আপনার কাছে ওকালতি করছি। থাকে থাকুক একবাড়িতে···করুক না হতভাগা একটুখানি আয়েস আরাম। তাতে রাগের কি আছে?

সবিতা। আপনি সঙ্গে থাকবেন? তা হলে থাকতে পারি।

কমলেশ। ধরুন, যদি কমলেশ এসে থাকে—

সবিতা। হাঁ, আসছে! সে একনম্বর একটি গাধা—

কমলেশ। কি করে জানলেন? তাকে তো দেখেন নি।

সবিতা। দেখব কি করে? পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ক'দিন এসেছি—একবার সামনে আসতে সাহস হল না!

কমলেশ। এলে কি করতেন?

সবিতা। শুনিয়ে দিতাম যে, তুমি একটি বোকারাম। রূপগঞ্জ ছেড়ে এক্ষুনি চলে যাও—

কমলেশ। সেই পাঁচ হাজারের জোগাড় হয়েছে বুঝি?

সবিতা। ভারি একটা মানুষ···তাকে গ্রামছাড়া করতে টাকা দিতে হবে! Pooh!

কমলেশ। আচ্ছা, তাকে এত তাচ্ছিল্য করছেন, কেন বলুন তো—

সবিতা। করব না? একটা জোচ্চোর—সে মানুষ নয়—

কমলেশ। মানুষ নয়!

সবিতা। মানুষ হলে জানোয়ারের মোসাহেবি করতে পারে? সে ইতর, অভদ্র, বেইমান—

কমলেশ। বেইমান?

সবিতা। নিশ্চয়। আমার বাবার অমন স্নেহের যে অপমান করে তাকে কি বলব ভালো লোক?

কমলেশ। চুপ করুন, চুপ করুন—

সবিতা। কেন চুপ করব? কেন? কাছে এসে পরিচয় দেবার যার সাহস নেই, চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়—তাকে তাড়াবার জন্য আয়োজন করতে হবে না, চোখ রাঙালেই লেজ গুটিয়ে পালাবে—

কমলেশ। (ক্রুদ্ধ স্বরে) দেখুন—

তারপর একটু সংযত হইল।

কমলেশ। দেখুন, সহ্যের একটা সীমা আছে।

সবিতা। তা আপনি অত চটছেন কেন? আপনি তার কে?

কমলেশ। আমি? ধরুন—আমিই কমলেশ!

সবিতা। ধ্যেৎ—বিশ্বাস হয় না। কমলেশ হলে কি এখানে বসে বাঁশী বাজাতেন? নীলাম্বর রায়ের পিছু পিছু বাড়ি দখল করতে যেতেন।…এ আপনার বন্ধুকে আক্রোশ থেকে বাঁচাবার জন্য বলছেন।

কমলেশ। কি করে বোঝাই যে আমি—

সবিতা। আপনি ভদ্রলোক—আপনি ঠকিয়েছেন, বিশ্বাস করিনে—

কমলেশ। ঠকিয়েছি?

সবিতা। নাম না বলে একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে মেলামেশা করা নিশ্চয় ঠকানো। সে কাজ কমলেশ হয়তো করতে পারে—আপনি কক্ষনো পারবেন না।

কমলেশ। একশো বার বলছি, আমি কমলেশ। বিশ্বাস না করেন, বয়ে গেল।…শুনে রাখুন, নিজের ইচ্ছেয় না গেলে আমাকে গ্রাম-ছাড়া করবার কারো ক্ষমতা নেই—

সবিতা। এত বড় জমিদার সবিতারও নেই?

কমলেশ। না—না—না! সরুন, আমি যাই—

সবিতা। বেশ—যান।…তবে আপনার বন্ধু কমলেশকে বলে দেবেন, আপাতত তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে না—

কমলেশ। (হাসিয়া) সে আমি জানতাম যে আপনার পাঁচ হাজার টাকার জোগাড় হবে না, তাকেও গ্রমে ছেড়ে যেতে হবে না—

সবিতা। যেতে হবে না, কিন্তু তা বলে সে রেহাই পাবে না—

কমলেশ। কেন?

সবিতা। নাম না বলবার জন্যে তাকে শাস্তি নিতে হবে।

কমলেশ। শাস্তি?

সবিতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এই যে—বন্দী করা হলো তাকে—

সবিতা কমলেশের হাত ধরিল। তাহারা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। দু'জনে পাশাপাশি বসিল।

(নেপথ্যে নীলাম্বর। এইটেই পশ্চিম সীমানা—না, বল্লভ ?)

সবিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, কমলেশও উঠিল।

সবিতা। রায় মশায় !

কমলেশ। (সবিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া) ভয় কি ? বড় অসহায়, বড় দুর্বল—ভয় পাবার কিচ্ছু নেই—

দেখা গেল, নীলাম্বর রায় ও বল্লভ আসিতেছে। সবিতা দ্রুত পাশ কাটাইয়া গেল। উহাদের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া গেল।

নীলাম্বর। মেয়েটা কি বলছিল, কমলেশ ?

কমলেশ। না—এমন কিছু নয়। বাড়ি দখল নিয়ে খানিকটা ঝগড়া-ঝাঁটি হচ্ছিল···এই আর কি—

নীলাম্বর। ছি-ছি, কমলেশ। একটা ফুটফুটে মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করো ?

সলজ্জ কমলেশ চলিয়া গেল।

নীলাম্বর। বল্লভ, ঝগড়া হচ্ছিল ! কি রকম মুখের কাছে মুখ নিয়ে ঝগড়া করছিল—দেখ।···আমি তখন ধমকে বললাম যে 'বলো, ভালবাসি'—তেজ দেখিয়ে বলে গেল 'বলব না'। সে কথাটাই···মানুষ বুঝে বলতে এসেছিল, বোধ হয়। কি বলো ?

বল্লভ। যেতে দিন—যেতে দিন, রায় মশায়। ও বয়সের ছেলে-মেয়েদের কথাই আলাদা—

নীলাম্বর। যেতে দেব ! দেওয়া উচিত নয়। তবে কি জান, বল্লভ—

এ সময় ত্রিলোচন—কানে পাথনার কলম গোঁজা—শশব্যস্তে আসিল। সে নীলাম্বরের পায়ে নত হইয়া প্রণাম করিল, আর উঠিতেই চায় না।

নীলাম্বর। তুমি কে?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে—অধীন শ্রীত্রিলোচন ম্যানেজার, কৌলিক পদবি পাকড়াশি। রাজ-রাজ্যেশ্বর হুজুরের শ্রীচরণের দাসানুদাস।

নীলাম্বর। বিনয়টা একটু কম কোরো হে ত্রিলোচন, তাতে রাগ করব না। ম্যানেজার বললে, কাদের ম্যানেজার···কোন এস্টেটের?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হুজুরের—

নীলাম্বর। কিন্তু হুজুর তো কোন খবর রাখেন না।

ত্রিলোচন। আজ্ঞে, রাখবেন বৈ কি—নিশ্চয় রাখবেন। বাড়ি কেনা হয়েছে যখন, ম্যানেজার তো ম্যানেজার—এর ইট-কাঠ-দরজা-জানলা—উঠোনের ঐ আমগাছটার অবধি খবর রাখতে হবে।

বল্লভ। মজুমদারেরা এই বাড়ি করার পর থেকেই তুমি চাকরিতে আছ?

ত্রিলোচন। ভিত বসানোর দিন থেকে—

নীলাম্বর। এইবার কিন্তু চাকরিটা খসল, ম্যানেজার—

ত্রিলোচন। সে কি হুজুর, ঘোড়া কিনতে বাধল না—চাবুকে আটকে যাবে?

বল্লভ। ধরো মজুমদারদের মস্ত বড় মহাল ছিল—পোষাত। রায় মশায়ের মাত্র এই একটা বাড়ি—

ত্রিলোচন। শুধু বাড়ি কেন হবে? এর সামিল দশ বিঘে জমি—

বল্লভ। হল তাই। তার জন্যে গোটা দুই মালি রেখে দিলেই হবে।

ত্রিলোচন। (কাঁদো-কাঁদো হইয়া) মালির কাজ আমিও জানি হুজুর। ঐ গাছপালা যা দেখছেন, সমস্ত আমার হাতের।

নীলাম্বর। মালির কাজও করতে হয়, ম্যানেজার?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আরও কত! মামলা-মোকর্দমার তদ্বির-তাগাদা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, এখানে মালিকরা এলে রান্না করা, জল তোলা—

নীলাম্বর। ম্যানেজারের ডিউটি তো অনেক দেখছি! মাইনে কত?

ত্রিলোচন। তিন টাকা। তা-ও তিন বচ্ছর দেয়নি। বিষয় বেচে ফেলেছে, ও আর দেবে না। মারা গেল।...হুজুর, চাকরিটা আমার না যায়—

ত্রিলোচন নীলাম্বরের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

নীলাম্বর। আচ্ছা চাকরি তোমাকে দিলাম—

বল্লভ নীলাম্বরের কানে কানে কি বলিল।

নীলাম্বর। বল্লভ বলছে, টাকা পেলে তুমি পারো না এমন কাজ নেই।

ত্রিলোচন। (মাথা চুলকাইয়া) আজ্ঞে হুজুর, বল্লভ আমায় অনেক দিন থেকে জানে কি না!

নীলাম্বর। টাকা আমি দিচ্ছি। এই এক মাসের মাইনে বকশিস—

নীলাম্বর জামার পকেট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। ত্রিলোচন আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে।

নীলাম্বর। আমি বলে দিয়েছি, বাড়ির অন্তত এই ঘরগুলো এক্ষুনি আমার চাই। ইচ্ছে করে তো ওরা পিছনে আস্তাবলের দিকে গিয়ে থাকতে পারে। জিনিষপত্র সরাচ্ছে—না কি করছে ওরা—বুঝতে পারছি না। একটা ডানপিটে মেয়ে আছে, বড্ড ট্যাঙস-ট্যাঙস করে কথা বলে। আমি আর ওর মধ্যে যেতে চাইনে—

ত্রিলোচন। সে কি হুজুর, তাঁবেদারেরা রয়েছে—আপনি যাবেন কেন?

নীলাম্বর। সেই জেঠা মেয়েটা যদি কিছু বলে ত্রিলোচন, তারই চোখের সামনে জিনিষপত্র উঠানে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। পারবে?

ত্রিলোচন। আলবৎ! আমার কাছে মেয়েপুরুষ নেই।

নীলাম্বর। (সহাস্যে) ও পারবে, বল্লভ।

ত্রিলোচন চলিয়া যাইতেছিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল।

ত্রিলোচন। ঐ যে রাণীমা-রা আসছেন—এক্ষুনি বলি না কেন হুজুর, আপনার সামনেই—

নীলাম্বর। ডেঁপো মেয়েটাও আসছে নাকি?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হ্যাঁ—

নীলাম্বর। তবে তুমি বোলো—আমরা যাই—

নীলাম্বর বল্লভকে লইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। ত্রিলোচন সরিয়া গেল। নিশারাণী, সবিতা ও ব্রজলাল প্রবেশ করিল।

নিশারাণী। তোমরা বল মেয়ে দিয়ে কমলেশকে হাত করতে। অসম্ভব। মেয়েকেই তারা হাত করে নেবে। করছেও। ডাকাত নীলাম্বর খুন করল বাপকে, জোচ্চোর কমলেশ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েকে।

ব্রজলাল। আমরা বুঝিনে, কমলেশের পরে আপনার অত আক্রোশ কেন?

নিশারাণী। খুকী, এদেশে আমরা আর থাকব না—

সবিতা। এদের আমার বড্ড ভাল লাগে, মা। দুর্ভাগা গরিব প্রজা—এরা আমাদের সন্তান।

নিশারাণী। প্রজা আর থাকবে না। এস্টেট নিলাম হয়ে যাবে। আমরা চলে যাব—চিরদিনের মতো চলে যাব; মেয়ে আমার পর হতে দেব না—

সবিতা। মা, মা—

মা ও মেয়ে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। দু'জনেরই চোখে জল।

নিশারাণী। তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই, খুকী। তোকে আমি ছাড়বো না—কিছুতে না। এই চোরের দেশ, জোচ্চোরের দেশ, খুনেদের দেশ থেকে আমরা আজই চলে যাবো—

ত্রিলোচন সামনে আসিল।

ত্রিলোচন। আজ্ঞে, আজ না গেলেও হবে। যদি ইচ্ছা করেন, আস্তাবলে গিয়ে থাকতে পারেন—

নিশারাণী। তুমি—

ত্রিলোচন। ঠিকই চিনেছেন। দাসানুদাস শ্রীত্রিলোচন ম্যানেজার। কৌলিক পদবি পাকড়াশি।

নিশারাণী। এত বছর মজুমদারদের মাইনে খেয়ে এলে—

ত্রিলোচন। ইদানীং রায় মশায়ের খাচ্ছি। তাঁর হুকুম তামিল করতে এসেছি—

ব্রজলাল। হুকুমটা কি শুনি?

ত্রিলোচন। জিনিষপত্র সরিয়ে সমস্ত খালি করে দিতে হবে।— এক্ষুনি। নইলে ছুঁড়ে ফেলে দেবো—

ব্রজলাল। পারবে?

ত্রিলোচন। টাকা পেলে ত্রিলোচন পারে না, এমন কাজ নেই—

নিশারাণী। টাকা পেলে তুমি সব করতে পার?

হঠাৎ পাশের ঘর হইতে বেসুরো পিয়ানো বাজিয়া উঠিল।

সবিতা। ঐ রে! পিয়ানোর ঢাকনি খুলে এসেছি বুঝি! কুকুরটা উঠে নাচানাচি করছে—

সবিতা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নিশারাণী। টাকা পেলে তুমি সব করতে পার?

ত্রিলোচন। (হাতজোড় করিয়া) নিজের মুখে জাঁক করব না, রাণীমা—

নিশারাণী। আমি তোমায় টাকা দেবো, অনেক টাকা দেবো—অনেক টাকা দেবো, ত্রিলোচন।…শোন, এ বাড়ির কর্তাকে খুন করেছিল নীলাম্বর রায়। তার সহকারী কমলেশ আর বল্লভ। কিন্তু তেমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের সঙ্গে নিশ্চয় অনেক কিছু আছে—

ত্রিলোচন। না থাকলেও তৈরি করা যায়, রাণীমা। টাকা পেলে ত্রিলোচন ম্যানেজার আকবর বাদশার আমলেরও দলিল বানাতে পারে। তবে আশীর্বাদটা চাই। মানে—

ব্রজলাল। টাকা?

ত্রিলোচন হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

নিশারাণী। টাকা যত চাও, আমি দেবো। এসো—

সকলে চলিয়া গেল।

—আট—

বিরামবাড়ি, শয়ন-কক্ষ

বিরামবাড়ির ভিতরের দিককার একটি শয়ন-কক্ষ। এক পাশে পিয়ানো, আর একপাশে গদি-দেওয়া স্প্রিংয়ের খাট। নীলাম্বর টুলের ধারে দাঁড়াইয়া বিশ্রী বেতালা সুরে মহানন্দে পিয়ানো বাজাইতেছে। আলো লইয়া সবিতা অগ্নিমূর্তিতে ঘরে ঢুকিল।

সবিতা। আমার পিয়ানোয় হাত দিয়েছে কোন উল্লুক শুনি? কে?

নীলাম্বরকে দেখিয়া সবিতা একটু অপ্রতিভ হইল। আলো তুলিয়া ধরিয়া চারিদিক দেখিল।

সবিতা। আপনি? ঘরের জিনিষপত্র হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করেছেন… এ কি অত্যাচার!

নীলাম্বর। উঁহু—অত্যাচার হবে কেন? বাজাচ্ছি।···ভাল না লাগে, তুমি বাজাও—

পিয়ানো ছাড়িয়া নীলাম্বর দরজা আটকাইয়া দাঁড়াইল; বজ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল।

নীলাম্বর। বাজাও—

সবিতা গ্রাহ্য করিল না, জিনিষপত্র গোছাইতে লাগিল।

সবিতা। বাজাবো না···পথ দিন, বেরিয়ে যাচ্ছি।

নীলাম্বর হাসিতে লাগিল।

সবিতা। হাসছেন? আপনার মতলব কি?

নীলাম্বর। মতলব ভালোই। আমি মত পরিবর্তন করেছি সবিতা—

সবিতা। মানে?

নীলাম্বর। ভেবে দেখলাম, এই আঁধার রাত্রে বর্ষা-বাদলার মাঝখানে বাড়ি থেকে পথে বের করে দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কাজ হবে। তার চেয়ে বসে বসে দুটো মিষ্টি গানই শোনা যাক—

সবিতা। হিংস্র জন্তুর সামনে গান হয় না—

নীলাম্বর। ভয় হয়?

সবিতা। না, ঘৃণা হয়। একশোবার বলছি আমি ভয় করিনে।··সরে যান—এখনই বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি। আমাদের পথই ভালো—

নীলাম্বর। বেশতো— না হয় দু'দণ্ড পরেই যেও। কমলেশ আসুক···একটা আলো-টালো ধরে এগিয়ে দিয়ে আসবে। আর এই ফাঁকে—কি বললে ওর নাম? পিয়ানো—ঐ পিয়ানোয় একটা সুর দাওতো শুনি। ঠাট্টা করছি না। বড্ড খাসা বাজনা, আমি কোনদিন শুনি নি—

নীলাম্বর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সবিতা। আপনার উদ্দেশ্য কি রায় মশাই? ভেবেছেন আমি একলা—অসহায়? ঐ ওদিকে ব্রজ-দা আরও আট-দশজন রয়েছে, চিৎকার করলে ছুটে আসবে—

নীলাম্বর দরজা ঠেশ দিয়া নিশ্চিন্তভাবে সিঁড়ি ধরাইল, একবার ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিল।

নীলাম্বর। একটা গান গাও তো মাণিক—

সবিতা। আপনি জানোয়ার। জানোয়ারকে গান শোনানো যায় না, জানোয়ারকে—

এদিক-ওদিক চাহিয়া সবিতা দেখিল, দেয়ালে সাবেক আমলের একটা চাবুক ঝোলানো আছে। সে উহা টানিয়া লইল।

সবিতা। জানোয়ারকে চাবুক মারতে হয়—

নীলাম্বর। উঁহু··· আমিও একলা নই। এই দেখছ?

কাপড়ের নিচে হইতে রিভলবার বাহির করিল।

সবিতা। রিভলভার?

নীলাম্বর। ভালবাসা আদায়ের যন্ত্র। সত্যি হোক মিথ্যে হোক—এই দিয়ে আমি ভালবাসা আদায় করি।

সবিতা নিস্তব্ধ।

নীলাম্বর। হুঁ—তখন যে বড্ড তেজ করে চলে গিয়েছিলে? এখন বলো 'ভালবাসি'—বলো—

সবিতা। ভালবাসা পাওয়া অত সহজ নয়—

নীলাম্বর। তা জানি গো রূপসী মেয়ে, সহজ নয়। বিশেষ, এই কন্দর্পকান্তি শ্রীনীলাম্বরের পক্ষে। কিন্তু ভালবাসা আমার চাইই! আর তা আদায় করবার জন্ম রয়েছেন, এই ইনি—

রিভলভার সামনে ধরিল।

সবিতা। রিভলভার দেখিয়ে ভালবাসা হয় না—

নীলাম্বর। না, হয় না—তুমি জান! এতদিন ধরে হয়ে আসছে—আজও তাই হবে।

সবিতা। বেশ হোক। করুন না ভালবাসা আদায়—করুন—করুন—

সবিতা আগাইয়া একেবারে নীলাম্বরের গায়ের উপর আসিল। অবাক-বিস্ময়ে নীলাম্বর পিছাইল।

নীলাম্বর। একটুও ভয় হচ্ছে না তোমার ?

সবিতা। না।

নীলাম্বর। কিন্তু আমায় যে সকলে ভয় করে !

সবিতা। বনের ভালুককে সকলে ভয় করে। কিন্তু তাকেই আবার নাকে দড়ি দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সার্কাসে দেখেন নি—একটা লোক মাত্র একটা চাবুক দেখিয়ে বাঘ-সিংহকে কুকুরের মতো নিয়ে বেড়ায় ?

নীলাম্বর। বটে ! তুমি দেখছি হে বড় ডেঁপো ! এখনো আমায় চিনতে পারোনি—

সবিতা। খুব পেরেছি, একটা কথায়—

নীলাম্বর। কি চিনেছ হে বচনবাগীশ, বলো—বলো—

সবিতা। ভালবাসার শখ আছে, ভালবাসা চাই, ভালবাসার কাঙাল ! আর সে ভালবাসা আদায় করতে চান রিভলভার দেখিয়ে ?

নীলাম্বর। হুঁ—হুঁ—

সবিতা। রিভলভার দেখিয়ে যে ভালবাসা আদায় করে, সে অতি অভাগা, অতি দুর্বল। তাকে দেখে ভয় হয় না—দয়া হয়।

নীলাম্বর। দয়া হয় ?

সবিতা। হ্যাঁ—আপনার ভয় দেখানোর ভিতর কান্না ফুটে ওঠে। আপনি অসহায়—

নীলাম্বর। আরে, যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছে মেয়েটা ! একটুও পরোয়া করে না। নাঃ, জীবনে ধিক্কার এসে যাচ্ছে—

সবিতা। কখনও ভালবাসা দেখেছেন ?

নীলাম্বর। না—ষাট বছর বয়সে হল, আমি ভালবাসা দেখব কেন? দেখছ তুমি—কালকের একফোঁটা মেয়ে!

সবিতা। ভালবাসার গান শুনেছেন?

নীলাম্বর। হুঁ—হুঁ—কতো! এই রিভলভার দেখিয়ে—

সবিতা। রিভলভার না দেখিয়ে?

নীলাম্বর। সে হবে কি করে? কার বয়ে গেছে, কে আসছে নীলাম্বর রায়কে গান শোনাতে?

সবিতা। বসুন দিকি—

নীলাম্বর। কেন?

সবিতা। ভালবাসার গান শোনাব।

নীলাম্বর। আরে ফাজিল মেয়ে, তুমি আমায় ঠাট্টা করছ?

সবিতা। বসুন—

নীলাম্বর। না, বসব না—আমার ইচ্ছে হয় নি বসবার।...তুমি আমায় গান শোনাবে ইচ্ছে করে? ভয় পেয়ে নয়? আমি বিশ্বাস করিনে। তুমি নিশ্চয় ভয় পেয়েছ।

সবিতা। (হাসিয়া) হ্যাঁ—ভয় পেয়েছি। খুব ভয় পেয়েছি। বসুন—

নীলাম্বর বিছানার দিকে চাহিল। একবার সবিতার দিকে চাহিল, তারপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

নীলাম্বর। বসব? তা বসতে পারি—না হয়, বসলামই!...আরে —বাঃ—বিছানা এত নরম! যেন গিলে খাচ্ছে, খাসা গদি তো!

সবিতা। (রাগের ভান করিয়া) কিনলেই তো পারেন। আপনার এত টাকা—

নীলাম্বর। কিনলেই বুঝি সব হল! কিনতে তো পারি, কিন্তু গদি

পেতে দেবার লোক পাই কোথা ? আপন ইচ্ছায় ঝেড়ে-ঝুড়ে গদি পেতে দেবে—যখন শোব, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে—আর যখন চিরকালের মতো ঘুমোব, সেদিন অন্তত একফোঁটা চোখের জল ফেলবে ! এমন লোক কি কিনতে পাওয়া যায় ?

সবিতা। আপনার বুঝি—কেউ কোথাও নেই রায় মশায় ?

নীলাম্বর। (হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া) ছিল—ছিল সব ছিল, এককালে আমার সব ছিল। আজ মনে হয়, সে স্বপ্ন। আজ আমি মরে ভূত হয়ে বেড়াচ্ছি। লোকে দেখে নীলাম্বর ভয়ঙ্কর, নীলাম্বর সর্বনাশা, নীলাম্বর টাকার পাহাড়···আর গভীর রাত্রে তোমরা সকলে যখন ঘুমিয়ে থাক—সেই ভূতটা না ঘুমিয়ে অবিরাম পায়চারি করে বেড়ায়। ভাবে, পায়ের নিচে একটুকু মাটি যদি পেতাম—অতি-জীর্ণ একটা ঘরের মধ্যে কেউ ডেকে নিয়ে দুটো কথা বলত !··· যাক যাক, যাকগে সে কথা ! তোমরা সুখী লোক—ওসব বুঝবে না।···মদের নেশায় কত কি বলে ফেললাম ! তুমি যাও—আমি শোব।

নীলাম্বর নামিয়া মেঝের উপরে শুইতে গেল।

সবিতা। উঠুন—উঠুন বলছি—মেঝের থেকে খাটের উপর উঠে শোন্। উঠলেন ?

নীলাম্বর। (উঠিতে উঠিতে) আরে—এ জেঠা মেয়েটা আমায় হুকুম করে ! হুমকি দিয়ে আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করতে চায় !

খাটের উপর আড়ষ্টভাবে পা ঝুলাইয়া বসিল।

সবিতা। পা তুলুন···পা তুলুন। ভাল করে আরাম করে শোন্—শোন্—

নীলাম্বর। আরে—এতদিনে যা কেউ পারলে না, এ মেয়েটা তাই

করবে ? ভয় আমাকে করে না—উল্টে আমাকে ভয় দেখায় !···না—আমি শোব না, কিছুতেই শোব না, আমি শুধু বসলাম—

সবিতা হাসিয়া নিকটে আসিল : সস্নেহে নীলাম্বরের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। অতি মধুর কণ্ঠে বলিল।

সবিতা। শুয়ে পড়ুন, রায় মশাই। দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ক্লান্ত। শুয়ে পড়ুন—

নীলাম্বর আশ্চর্য হইয়া সবিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নীলাম্বর। শোব ? আচ্ছা শুচ্ছি। এই নাও রিভলভারটা—ঐ দিকে রেখে দাও। যখন ভয়ই পেলে না, তখন এটার আর কি দরকার ?

রিভলভার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নীলাম্বর শুইয়া পড়িল।

সবিতা। রায় মশায়, গদির উপর আপনাকে দিব্যি দেখাচ্ছে !

হাতের আংটির দিকে সবিতার নজর পড়িল।

সবিতা। এই যে—আংটিও কিনেছেন দেখছি। বিরামবাড়ি কিনেছেন, এবার মোটরগাড়ি কিনুন—

নীলাম্বর। আংটি আমার মানায় না, সবিতা। বল্লভ বলল, যাকে ভাল লাগে তাকে দিয়ে দিতে। দিতে তো পারি কিন্তু নেবে কে ? জোর করে পরিয়ে দিলে শেষকালে ছুড়ে ফেলে দেবে। রাতদিন রিভলভার নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারব না তো—

অকস্মাৎ নীলাম্বরের কণ্ঠ গভীর হইয়া উঠিল।

নীলাম্বর। তুমি নেবে সবিতা—এই আংটি ? তুমি আমার ভয় কর না, আমার কাছে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে···নিজের ইচ্ছেয় আংটিটা আঙুলে পরতে পার সবিতা ?

সবিতা হাসিমুখে নীলাম্বরের আংটি খুলিয়া নিজের আঙুলে পরিল।

নীলাম্বর। সাবাস ! আজ পনের বছর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি, একটা লোক দেখলাম না—যে নির্ভয়ে কাছে আসে। মানুষ তো দূরের

কথা, একটা কুকুর পর্যন্ত বশ করতে পারিনি, দেখলেই ঘেউ-ঘেউ করে দূরে সরে যায়। কেবল তুমি···সবিতা······নাঃ, আমার আত্মসম্মানে বড্ড লাগছে—

সবিতা। আত্মসম্মানে লাগবার কি আছে, রায় মশায়?

নীলাম্বর। আজ বুঝতে পাচ্ছি সত্যিই আমি বুড়ো হয়ে গেছি—আর কেউ আমায় ভয় করে না।

সবিতা। রায় মশায়, আপনি শোন্—শুয়ে পড়ুন। নিজের ইচ্ছেয় ভালবেসে আপনাকে গান শোনাচ্ছি। শুনবেন?

নীলাম্বর। আরে বলে কি! তা আবার কেউ শোনায় নাকি? রিভলভারের সামনে নয়—নিজের ইচ্ছেয়? ভালবেসে? বেশ, শোনাও—

সবিতা পিয়ানোর নিকট গেল। একটু পিয়ানো বাজাইল। তারপর নীলাম্বরের দিকে চাহিয়া গান ধরিল।

এত হাসি, আর এত ভালবাসা—ধরা এত সুন্দর!
ও পথিক, তুমি নিঃশ্বাস ফেলে চলেছে তেপান্তর···
আমার খোঁপার ফুলটি দিলাম হাতে—
ফুল হাতে নিয়ে বসো—
হে বন্ধু, আঙিনাতে।

এত তারা ওই ঝকমক করে—সুন্দর নীলাকাশ!
পথিক, তোমার পথ আঁধিয়ার—একা ফেল নিঃশ্বাস···
আমি জানলায় প্রদীপ ধরেছি তুলে—
এ আলোয় আজি হাসো—
হে বন্ধু, মন খুলে।

গানের শেষদিকে সবিতা ধীরে ধীরে খাটের নিকট আসিল। নীলাম্বর তখন শান্তভাবে ঘুমাইতেছে। সবিতা একখানা চাদর লইয়া পরমস্নেহে তাহার গায়ে ঢাকা দিল। রিভলভারটি তুলিয়া লইয়া একবার কি ভাবিল, তারপর উহা নীলাম্বরের মাথার কাছে রাখিল। আলোর জোর কমাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।
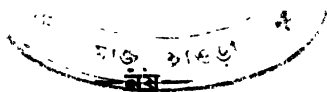
বিরামবাড়ির সংলগ্ন কুটির ও প্রাঙ্গণ

নিশারাণী, সবিতা প্রভৃতি বিরামবাড়ি ছাড়িয়া এখনই চলিয়া যাইবে। প্রাঙ্গণে জিনিষপত্র স্তূপীকৃত করা হইয়াছে। মুটেরা তাহা বহিয়া ঘাটে লইয়া যাইতেছে। নিশারাণী ও ব্রজলাল খুব ব্যস্তভাবে তদারক করিতেছিল। এমন সময় আনন্দ-চঞ্চল সবিতা প্রবেশ করিল।

সবিতা। মা—মা—

নিশারাণী। তৈরি হয়ে নাও সবিতা। ব্রজলাল নৌকো ঠিক করে এসেছে। আমরা এক্ষুণি চলে যাব—

সবিতা। আর যেতে হবে না, মা। নীলাম্বর রায়কে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এলাম।

ব্রজলাল। চিরকালের মতো ঘুমোয় নি। জেগে উঠে আবার ঐ রকম অপমান শুরু করবে—

সবিতা। ভয় পাচ্ছ কেন? জেগে উঠেও নীলাম্বর আর কিছু করবে না। মন্ত্র পড়ে গোখরো সাপ বশ করে এসেছি। এই দেখ মা, গান শুনে তিনি আমাকে আংটি দিয়েছেন।

ব্রজলাল। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আংটির দিকে তাকাইয়া) আংটি? দেখি, দেখি—

আংটি ব্রজলাল আলোর কাছে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল।

নিশারাণী। কমলেশ তোকে গ্রাস করছে, আমি চোখের সামনে দেখছি। হাত-পা বাঁধা···অসহায়—দেখে-শুনেও কিছু করতে পারছি না। না,না খুকী, এ আমি সইতে পারব না। আজই তোকে নিয়ে চলে যাব।

ব্রজ নিশারাণীর কাছে আসিয়া চাপা-গলায় বলিল।

ব্রজলাল। রাণী মা, ভয়ঙ্কর ব্যাপার! শুনুন—

নিশারাণী। তৈরি হয়ে নাও, খুকী—

নিশারাণী ব্রজলালের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছে।

ব্রজলাল। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না—কিন্তু আপনার কথা ষোল-আনাই সত্যি—

ব্রজলাল নিশারাণীর কানে কানে কি বলিল।

নিশারাণী। খুকী, দেরি না হয়—আমি আসছি—

সবিতা। মা, মা!

নিশারাণী ফিরিয়া সবিতার কাছে আসিল।

নিশারাণী। খুকী!

সবিতা। আমি যেতে পারব না। বাবার এই স্মৃতি-ঘেরা জায়গায় আমায় দিন কতক থাকতে দাও।

নিশারাণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল।

নিশারাণী। তর্কাতর্কির সময় নেই। যাও, তৈরি হয়ে নাও।

নিশারাণী ও ব্রজলাল চলিয়া গেল।

সবিতা। মা—ও মা, মাগো!

ক্রন্দনাতুর ভাবে সবিতা বসিয়া পড়িল। সেই সময়ে কমলেশ আসিল।

কমলেশ। এই যে, রয়ে গেছ তা হলে? কিছু ভয় নেই, রায় মশায়কে বলে আমি সব ঠিক করে দেব।···কোথায় যাবে?

সবিতা। যেতেই হবে কমলেশ-দা। জোর করে নিয়ে যাচ্ছে, নৌকো এনেছে। এক্ষুণি নিয়ে যাবে।

কমলেশ। নীলাম্বর রায়ের ভয়ে?

সবিতা। তার চেয়েও বেশি ভয় তোমার। তুমি নাকি আমায় গ্রাস করেছ। তোমার সঙ্গে যাতে আর দেখা না হয়, সেই মতলব।···কমলেশ-দা, আমায় আটকে রাখ, আমি যাব না। আমায় হাত ধরে টেনে রাখ, ওদের নিয়ে যেতে দিও না—

কমলেশ। জোর করে বল, 'যাব না'—কারও সাধ্য নেই নিয়ে যায়। তোমার বয়স হয়েছে, আর নাবালিকা নও—এই এস্টেটের সম্পূর্ণ মলিক তুমি—

সবিতা। না—তা পারি না, কমলেশ-দা। মা—আমার মা সামনে দাঁড়িয়ে হুকুম করবেন—আমার সাধ্য কি, তাঁর কথা না শুনি!

কমলেশ। এমন ভীতু!

সবিতা। তুমি জান না, অভাগিনী মা চোখের জল ফেলবেন—আমি সইতে পারব না। নীলাম্বর রায়কে ভয় করিনে—কিন্তু মাকে বড্ড ভয়।···তুমি আমায় জোর করে ঘরের মধ্যে তালা-চাবি দিয়ে রাখ। আমি দরজায় মাথা খুঁড়ব, কাঁদব, বলব—'মার সঙ্গে আমায় যেতে দাও।' তবু ছেড়ো না। মাথা ফেটে রক্তারক্তি হয়ে যাবে—তবু না।

কমলেশ। পাগল!

সবিতা। পারবে না?

কমলেশ। তা কি হয় সবিতা? এটা বিংশ শতাব্দী, ইংরেজের রাজ্য। সুভদ্রার যুগ কিম্বা উপন্যাসের দেশ তো নয়!

সবিতা। মার হুকুম ঠেলে যেতে পারব না বলে তুমি ভীতু

বলছিলে। তুমি কি কমলেশ-দা ? তুমি কাপুরুষ—আশ্রয়-প্রার্থী একটা মেয়েকে রক্ষা করবার ক্ষমতা তোমার নেই।

এই সময় ঘুমচোখে নীলাম্বর সেখানে আসিল।

নীলাম্বর। আরে—দিব্যি চাদর ঢাকা দিয়েছিলে, তাইতে আমার ঘুম আর ভাঙতে চাইছিল না…কমলেশ যে! কি—ব্যাপারটা কি ? এত গণ্ডগোল কিসের ?

কমলেশ তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

সবিতা। কিছু না, আপনি ঘুমোনগে। আমরা চলে যাচ্ছি কিনা, তাই—

নীলাম্বর। না—না তোমাদের যেতে হবে না—তোমরা থাক, আমিই যাচ্ছি।…তোমাদের আর ব্যাঘাত ঘটাব না, সবিতা। তোমরা থাক—যতদিন ইচ্ছে, আমি আর আসব না।

যাইতে উদ্যত হইল।

সবিতা। সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছেন যে! এই অন্ধকার রাত, বর্ষা-বাদলের মধ্যে—

নীলাম্বর। কিছু না, কিছু না। এইটুকুতে কি হবে আমার! এই বয়স অবধি কত ঝড় আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে, জান ?

সবিতা পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর। তোমার মতলব কি ?

সবিতা। আপনার যাওয়া হবে না। কোথায় ফেলে যাচ্ছেন আমায় ?

সবিতা কাঁদিয়া ফেলিল।

সবিতা। এরা ষড়যন্ত্র করেছে, আমায় ধরে নিয়ে যাবে। নিয়ে কলকাতায় খাঁচায় চিরকালের মতো আটকে রেখে দেবে, আর কোনদিন এখানে আপনাদের কাছে আসতে দেবে না। আমায় বাঁচান—

নীলাম্বর। তোমায় বাঁচাব আমি?—এদের হাত থেকে? এ তুমি কি বলছ সবিতা?

সবিতা। হ্যাঁ—আপনি। কেবল আপনিই বাঁচাতে পারেন আমায়—সে শক্তি আছে আপনার। মা যখন ডাকবেন, আমায় ছাড়বেন না—জোর করে ঘরে শিকল দিয়ে রাখবেন; মাথা খুঁড়ে মরলেও শুনবেন না। আমি থাকব···ছেড়ে যেতে পারব না—

নীলা। ছেড়ে যেতে পারবে না?···আমার মাথায় গোলমাল লেগে যাচ্ছে, সবিতা। তখন ঠাট্টা করে বললে, 'আমাকে ভালবাস'—আবার এই রকম ঠাট্টা করছ! নিন্দা-গ্লানি-অপবাদ আমি সইতে পারি, এ রকম ঠাট্টা আমায় বরদাস্ত হয় না।

সবিতা। ঠাট্টা নয়—

নীলাম্বর। (সম্মোহিত ভাবে) নতুন কথা! একটা মেয়ে নিজের ইচ্ছেয় বলছে, আমায় ছেড়ে সে যাবে না।···দেখ—ভাল করে চেয়ে দেখ··· মুখের উপর বলি-রেখা—বীভৎস ভয়ানক মূর্তি! আগে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ আমার দিকে—

সবিতা। দেখেছি। অপমানের আঘাত···লাঞ্ছনার কণ্টক-মুকুট··· জীবন-যুদ্ধের শত-সহস্র ক্ষত-চিহ্ন···সেই যুদ্ধে বিজয়ী বীর আপনি—

সবিতা নীলাম্বরের পায়ে প্রণাম করিল।

নীলাম্বর। তুমি থাকবে সবিতা, কেউ নিয়ে যেতে পারবে না—

ব্রজলাল প্রবেশ করিল।

ব্রজলাল। (গম্ভীর কণ্ঠে) খুকীদিদি, রাণীমা বাইরে দাঁড়িয়ে। ডাকছেন। এখুনি পানসি ছাড়বে।

নীলাম্বর। যাবে না—

নীলাম্বর এক হাতে সবিতাকে বেষ্টন করিয়া রিভলভার উদ্যত করিল।

ব্রজলাল। একে জোর করে আটকে রাখবেন নাকি? এমন দুঃসাহস!

নীলাম্বর। হ্যাঁ, রাখব—

ব্রজলাল। এ অপমান আমরা চুপ করে সইব না, রায় মশায়। এ দুর্বুদ্ধি ছাড়ুন—সর্বনাশ হয়ে যাবে। এটা কোম্পানির রাজত্ব মনে রাখবেন—

নীলাম্বর। নীলাম্বর রায় ঈশ্বরের রাজত্বেরও বাইরে। যাও—

নীলাম্বর রিভলভার উঁচু করিয়া আগাইয়া আসিল। ব্রজলাল ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সবিতা। থানায় চলল ব্রজদা—

নীলাম্বর। যাকগে। ফাঁসি হলেও মানুষের মত ফাঁসিকাঠে গিয়ে উঠব। আমি মানুষ হব, সবিতা—

কমলেশ আসিল। ইহাদের এই ভাবে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। নীলাম্বর তাহাকে ডাকিল।

নীলাম্বর। যেও না—কমলেশ, শোন।…সবিতাকে আমি একেবারে আপনার করে নেব। কেমন করে বলতো—বলতে পার? হা—হা হা! আমি তোমাদের মতো মানুষ হব। সবিতা আমায় ভালবাসে—ভালবাসে—

কমলেশ। সবিতাদেবী বলেছেন নাকি?

নীলাম্বর। বলেছে নয়তো কি বানিয়ে বলছি? জিজ্ঞাসা করে দেখ—

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল।

সবিতা। কেন বলব না, কমলেশ-দা? রায় মশায় বীর্যবান—কোম্পানির আইন ওঁকে ভয় দেখাতে পারে না। উনি অর্থবান—ওঁরই টাকার বলে তোমাদের এই সমস্ত দেশব্রত—

কমলেশ। তার মানে, আমি কাপুরুষ—আমার অর্থ নেই। এ যে নিতান্ত অঙ্ক-কষার মতো শোনাচ্ছে, সবিতাদেবী—

সবিতা। মহাপ্রাণ, শ্রান্ত, ক্লান্ত, স্নেহবুভুক্ষু রায় মশায়কে আমি ভালবাসি কমলেশ-দা—

সবিতা চলিয়া গেল। কমলেশও রুষ্টভাবে চলিয়া যাইতেছিল, নীলাম্বর হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিল। তখন নীলাম্বর উত্তেজিত ভাবে পদচারণা করিতেছিল, আর অনেকটা নিজের মনেই বলিতেছিল—

নীলাম্বর। পাগল, কাঙাল, সর্বহারা নীলাম্বর, শোন—নিজের কানে শোন···তোমাকে ভালবাসে! কবে যে শুনেছিলাম এ কথা—জান কমলেশ, আজ ভুলে গেছি···একেবারে ভুলে গেছি। যুগযুগান্ত পিছনে চলে গেছে। তারপর ইস্পাতের মতো নীরস নিষ্প্রাণ এই বুকখানায়—

কমলেশ। ভালবাসা পেলেন!

নীলাম্বর। বিশ্বাস হয় না? ওরে আমারও—

কমলেশ। খুব বিশ্বাস হয়েছে। টাকার যে কি মোহ—তার কি সম্মান—একটু আগেই বুঝতে পেরেছি। ওতে অসম্ভব সাধন হয়। আগে এত জানতাম না, এখন জেনেছি—

নীলাম্বর। এ যে ত্রিলোচনের কথা আউড়ে যাচ্ছ হে!

কমলেশ। হ্যাঁ—পৃথিবীতে ত্রিলোচনেরাই খাঁটি, আর সব ভুয়ো—

কমলেশ যাইতে উদ্যত হইল।

নীলাম্বর। কোথায় যাচ্ছ তুমি? এত চঞ্চল হচ্ছ কেন? কমলেশ, আজ আমার এমন আনন্দের দিন···তোমরা সব আমায় ঘিরে থাক, আমি পাগল হয়ে না যাই!

কমলেশ। রায় মশায়, ঘিরে ছিলাম এদ্দিন—আর নয়—

নীলাম্বর। কেন?

কমলেশ। আপনি অন্যায় করেছেন—

নীলাম্বর। অন্যায়?

কমলেশ। হ্যাঁ। আমি প্রতিবাদ করছি। কিন্তু আপনি অর্থশালী, শক্তিশালী···তাই আমার প্রতিবাদ হয়তো—

নীলাম্বর। আঃ, থাম, থাম—তোমার কি হয়েছে বলতো! একটু আগে ঐ মেয়েটার সঙ্গে ঝগড়া করছিলে—মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে। আবার এখন আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ—

কমলেশ। থাকলে; ঝগড়াই হত। তাই চলে যাচ্ছি—

নীলাম্বর। চলে যাওয়া কি এত সহজ হে?

কমলেশ। আমি সবিতা নই, আমাকে আটকাতে পারবেন না—

নীলাম্বর। নিশ্চয় পারব।

কমলেশ। না, পারবেন না। আপনার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? কিসের বাঁধন?

নীলাম্বর। বাঁধন নেই?

কমলেশ। না।

নীলাম্বর। কি বললে কমলেশ? বাঁধন নেই, কোন বাঁধন নেই?

কমলেশ। না—

নীলাম্বর। হুঁ—তোমাকে ঠিকমতো এখনও বাঁধতে পারি নি—

কমলেশ। আর পারবেনও না—

নীলাম্বর। আচ্ছা! চলে যাচ্ছ? যদি যেতে পার, যাও। কিন্তু শুনে রাখ, তোমায় বাঁধবার জন্য আমাকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

কমলেশ হাসিল।

নীলাম্বর। এমন বাঁধন—যা জীবনেও খুলতে পারবে না। সে এমন শক্ত যে তুমি আমায় অহরহ ঘিরে থাকবে। তুমি থাকবে আমার অতি কাছে—একেবারে এই হাতের মুঠোয়—

কমলেশ। বেশ তাই করবেন—

কমলেশ চলিয়া গেল।

নীলাম্বর। বল্লভ! বল্লভ!

বল্লভ প্রবেশ করিল।

নীলাম্বর। আটক কর কমলেশকে—

বল্লভ। রায় মশায়?

নীলাম্বর। লাঠিয়াল দিয়ে, সড়কিওয়ালা দিয়ে—

বল্লভ। বলেন কি?

নীলাম্বর। বেরুবার চেষ্টা করলে তাকে বেঁধে রাখবে—

বল্লভ। তাই তো!

নীলাম্বর। কোন কথা নয়। আর শোন···না, যাও—

বল্লভ চলিয়া গেল।

নীলাম্বর। আজ রক্ত ক্ষেপেছে। দাবানল দাউদাউ করে উঠুক!··· ম্যানেজার, ত্রিলোচন, ওহে পাকড়াশি!

ত্রিলোচন প্রবেশ করিল।

ত্রিলোচন। আজ্ঞে, হুজুর—

নীলাম্বর। তুমি টাকা চাও—না?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে, বড্ড গরিব—

নীলাম্বর। এই নাও,—এই নাও—

নীলাম্বরের নিকট টাকাকড়ি যাহা ছিল, সমস্ত দিয়া দিল।

ত্রিলোচন। এত?

নীলাম্বর। তোমাকে একটা শক্ত কাজ করতে হবে—

ত্রিলোচন। ও আমি ঠিক পারব হুজুর, যত শক্তই হোক—

নীলাম্বর। আজ বিয়ের লগ্ন আছে?

ত্রিলোচন। না থাকলেও করে নেওয়া যাবে হুজুর। পুরুতকে দিয়ে পাজি দেখিয়ে—কিছু দক্ষিণান্ত করে—

নীলাম্বর। যাও—বিয়ের যোগাড় কর। আজই—

ত্রিলোচন। আজই? বিয়ে কার?

নীলাম্বর। আমার। ঘর কিনলাম, আর ঘর সাজাব না?

ত্রিলোচন। কি সর্বনাশ! এত রাত্রে ক'নে পাওয়া যে কঠিন হবে—

নীলাম্বর। ক'নে ঠিক আছে—

সবিতা প্রবেশ করিল।

সবিতা। রায় মশায়, কমলেশ-দা বড্ড রাগ করেছে—না?

নীলাম্বর। ও কিছু নয়। ভয় নেই, আর সে ঝগড়া করবে না। কি রকম ঝগড়া মুখের কাছে মুখ না নিয়ে···দুষ্টু মেয়ে!

সবিতা লজ্জিত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল।

নীলাম্বর। সবিতা, আজ তোমার বিয়ে—

সবিতা। বিয়ে? আমার? আজই?

নীলাম্বর। হ্যাঁ—

সবিতা। কার সঙ্গে বিয়ে? আপনার সঙ্গে নাকি?

সবিতা খিল-খিল করিয়া হাসিতে লাগিল; হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

নীলাম্বর। দেখলে ম্যানেজার, বিয়ের নামে মেয়েটার কি আনন্দ!

ত্রিলোচন। আপনি জাদু জানেন। আমার প্রণাম নিন, হুজুর—

ত্রিলোচন আভূমি প্রণত হইল।

—দশ—

রূপগঞ্জ গ্রামের পথ

পুলিশ-ইনস্পেক্টর, কয়েকজন কনেষ্টবল, ব্রজলাল ও ত্রিলোচন সন্তর্পণে কথাবার্তা বলিতেছিল। ত্রিলোচনের হাতে লণ্ঠন; ইনস্পেক্টরের হাতে টর্চ।

ব্রজলাল। অন্তত আজ রাত্রের মত বিয়েটা রদ করতেই হবে। স্রেফ জুলুম করে বিয়ে—

ইনস্পেক্টর। কখন লগ্ন?

ব্রজলাল। রাত তিনটেয়—

ইনস্পেক্টর ঘড়ি দেখিল।

ইনস্পেক্টর। কিন্তু সবিতাদেবী সাবালিকা। তিনি যদি বলেন, নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করছেন,—তা হলে কিছু হবে না।

ব্রজলাল। রাণীমাকে নিয়ে আসব—

ইনস্পেক্টর। এর মধ্যে তাঁকে আনবে?

ব্রজলাল। আনতেই হবে। খুকীদিদির মনে যাই থাক—রাণীমার সামনে কথনো ওদের পক্ষে বলতে পারবেন না—

ইনস্পেক্টর। অত নিশ্চিন্ত হয়ো না—এর নাম হল ভালবাসা, প্রণয়—

ব্রজলাল। নীলাম্বরের সঙ্গে?· ঐ চেহারা—ঐ চরিত্র? ছিঃ, ছিঃ—

ইনস্পেক্টর ব্রজলালের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।

ব্রজলাল। নীলাম্বর হবে খুকীদিদির স্বামী? তার চেয়ে খুকীদিদি মরে যাক, মরে যাক!···নীলাম্বর ঠিক তাকে জাদু করেছে, আমরা তাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাব—

ইনস্পেক্টর। (হাসিয়া) জাদু করবার অপরাধে ফাঁসি হয় না, ব্রজলাল—

ব্রজলাল। শেখর মজুমদারের হত্যার অপরাধে ?

ইনস্পেক্টর। তার প্রমাণ চাই। তোমাদের কেবল সন্দেহ। সন্দেহ আর প্রমাণ এক নয়।

ব্রজলাল। ঐ আংটি ?

ইনস্পেক্টর। ও আর কতটুকু! কত রকম কৈফিয়ত হতে পারে—

ব্রজলাল। শেখর মজুমদার খুন হবার সময় খুনীকে আমি সড়কি মেরেছিলাম। সড়কি বুকের বাঁদিকে এই—এমনি জায়গায় লেগেছিল। নীলাম্বর রায় মোটে জামা খোলে না···এই ত্রিলোচন বলছে—

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হ্যাঁ, রায় মশায় দিনরাত জামা পরে থাকেন—শোবার সময়ও খোলেন না—

ইনস্পেক্টর। তাতে কি ?

ব্রজলাল। তাতে সন্দেহ হয়, গায়ে আছে সড়কির দাগ—

ইনস্পেক্টর। আবার সেই সন্দেহ—

ব্রজলাল। খানাতল্লাস করুন, কত কি বেরিয়ে যাবে! সন্দেহ থাকবে না।

ইনস্পেক্টর। সেই ব্যবস্থা তো হচ্ছে।···ম্যানেজার বাবু, সার্চের সময় আপনি সঙ্গে থেকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন—

ত্রিলোচন। আজ্ঞে না। আমায় বিয়ের সময় থাকতে হবে। আমি যে রায় মশায়ের ম্যানেজার, তাঁর নুন খাই—

ইনস্পেক্টর। তাই গুণ গাইছেন ?

ত্রিলোচন। (মাথা চুলকাইয়া) মানে—এরাও আর একতরফা খাইয়েছে কিনা! কিন্তু সামনা-সামনি কিছু পারব না।···আমি যাই, বিয়ে বাড়িতে আমার কত কাজ!

ত্রিলোচন তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সাব-ইনস্পেক্টর কয়েকজন চৌকিদার লইয়া আসিল।

সাব-ইনস্। একশো দেড়শো সড়কিওয়ালা বাড়ি ঘিরে রয়েছে—

ইনস্পেক্টর। কি করে জানলে ?

সাব-ইনস্। আমরা হাঁক দিলাম, ওরা পাল্টা কুক দিল।…মনে হচ্ছে, তারা অনেক—

ব্রজলাল। পাইকদের পাঠিয়েছি সঠিক খবর আনতে—

সাব-ইনস্। যেমন করে হোক—শতখানেক যে হবে, তার ভুল নেই—

ইনস্পেক্টর। তা হলে ?

সাব-ইনস্। সদরে খবর দিতে হয়—

ইনস্পেক্টর। হুঁ—সেই ব্যবস্থা কর।

সাব-ইনস্পেক্টর ও চৌকিদারেরা চলিয়া গেল।

ব্রজলাল। সে কি ইনস্পেক্টর বাবু, একটা দিন লেগে যাবে যে !

ইনস্পেক্টর। তা ছাড়া উপায় কি ? আমাদের এখানকার আর Strength কত ! সদর থেকে সেপাই আসুক—তখন দেখা যাবে কত সব সড়কিওয়ালা !

ব্রজলাল। তখন যে বিয়ে হয়ে যাবে—

ইনস্পেক্টর। তা যাক। আমরা মামলা করব—

ব্রজলাল। মামলা করে লাভ ?

ইনস্পেক্টর। তা ছাড়া করি কি বল। নীলাম্বর রায় বেটা বড় জাঁহাবাজ। সাবধান না হয়ে কি বাঘের ঘরে ঢোকা যায় ?

ব্রজলাল। যদি হুকুম করেন…আমাদেরও পাইক্-লেঠেল আছে। নিজেও এখনো মরিনি, ইনস্পেক্টরবাবু। আর চেষ্টা করলে মানুষজনও কিছু-কিছু জোগাড় হবে—

ইনস্পেক্টর। বেশ জোগাড় কর। আমরাও থানার সব চৌকিদার জমায়েত করি। দেখি কি করা যায়—

ব্রজলাল। কিন্তু—

ইনস্পেক্টর। বিয়ের লগ্ন তো সেই তিনটেয়। এখন সবে বারটা। যথেষ্ট সময় আছে—

ব্রজলাল। তবে সেই ব্যবস্থাই হোক। আমি লোক নিয়ে মোতায়েন থাকব—

সকলে প্রস্থান করিল।

—এগারো—

বিরামবাড়ির সংলগ্ন কুটির ও প্রাঙ্গণ

প্রাঙ্গনে ও কুটিরের দাওয়ায় বিয়ের আয়োজন হইয়াছে। সারদা, চাঁপা ও ত্রিলোচনের ভাগিনেয়ী কুমুদিনী আসিতেছে। চাঁপা ফুল সাজাইতেছে, কুমুদিনী আলপনা দিতেছে, সারদা পুরোহিতের নিকটে বসিয়া বিয়ের আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা করিতেছে। নীলাম্বর আসিল। সে আজ কামিজ বদলাইয়া গরদের জোড় পরিয়াছে।

নীলাম্বর। এই যে—এঁরা কাজে লেগে গেছেন। বাঃ বাঃ!··· মেয়েরা হলেন লক্ষ্মী—তাঁদের ছাড়া শুভকাজ হয়? ফুল সাজাচ্ছ খুকী?

চাঁপার কাছে আসিয়া নীলাম্বর তাহাকে আদর করিল।

নীলাম্বর। সাজাও—ফুলে ফুলে জায়গাটা ঢেকে ফেল। (কুমুদিনীর প্রতি) তুমি কি করছ লক্ষ্মী, আলপনা দিচ্ছ? দাও···কোন খুঁত রেখো না।···এই যে ম্যানেজার এসে গেছে!

লণ্ঠন হাতে ত্রিলোচন প্রবেশ করিল।

নীলাম্বর। তুমি আর বল্লভ একেবারে তাল-বেতালের মতো সমস্ত যোগাড় করে ফেলেছ ?

ত্রিলোচন। লগ্নের এখনও দেরি আছে রায়মশায়—এবার একটুখানি সুস্থির হয়ে—

নীলাম্বর। শুয়ে পড়ব ? বেশ আক্কেল—

ত্রিলোচন। এই এতক্ষণের মধ্যে একটু বসতে দেখলাম না!

নীলাম্বর। বসা কি যায় ? বুকের মধ্যে আনন্দের তুফান উঠছে। ···এ রকম তোমারও হচ্ছে—না ?

ত্রিলোচন। রায় মশায়, একটি কথা বলি আপনাকে—

হঠাৎ সে থামিয়া গেল।

নীলাম্বর। বল···থামলে কেন ?

ত্রিলোচন। বিয়েটা এখানে না হলেই ভাল হয়।

নীলাম্বর। (সবিস্ময়ে) কেন ?

ত্রিলোচন। ওরা যদি কোন গণ্ডগোল করে ?

নীলাম্বর। সে রকম কিছু দেখলে নাকি ?

ত্রিলোচন। হয়তো—

নীলাম্বর। তা হলে মরবে !

ত্রিলোচন। (অত্যন্ত দ্রুত) রায় মশায়, খুকীরাণী এলেই আপনি শিখিয়ে দেবেন—কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন বলেন, নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করছেন।

নীলাম্বর। তোমার হল কি ত্রিলোচন ? এ কি শিখিয়ে দেবার কথা ?···যাও, সবিতাকে নিয়ে এস—

কোনদিক হইতে টং-টং করিয়া তিনবার ঘড়ির আওয়াজ আসিল।

পুরোহিত। তিনটে বাজল। লগ্ন আরম্ভ।···সম্প্রদান করবে কে ?

ত্রিলোচন। কেন, আমি। আমি সবিতাদেবীর বাপের আমলের চাকর—

নীলাম্বর। সে হবে—সম্প্রদানের লোক জুটবে, ম্যানেজার তুমি শিগগির সবিতাকে নিয়ে এসো।…বল্লভ কমলেশকে কোথায় রেখেছে—জান ?

ত্রিলোচন। চোর-কুঠুরিতে—

নীলাম্বর। হাঃ—হাঃ—হাঃ! বেচারাকে চোর বানিয়ে ফেলেছে!…তাকেও আন—

ত্রিলোচন। আজ্ঞে না…ঐটে পারব না হুজুর। বড্ড গোঁয়ার কিনা—ম্যানেজারের মান-সম্ভ্রম বোঝে না।

নীলাম্বর। আহা—চুপিচুপি শুধু দরজার শিকলটা খুলে দিয়ে এস না; তা হলেই হবে। যাও—

ত্রিলোচন চলিয়া গেল।

নীলাম্বর। (কুমুদিনীর প্রতি) তোমাদের কত দূর লক্ষ্মী ?

কুমুদিনী। সব হয়ে গেছে—

কুমুদিনী নীলাম্বরের গলায় মালা পরাইল; চন্দনের বাটি লইয়া আগাইয়া আসিল।

কুমুদিনী। আসুন দেখি, চন্দন পরিয়ে দিই—

নীলাম্বর। (বাধা দিয়া) পোড়া কাঠে চন্দনের লেপ! দরকার নেই, দরকার নেই…এমনি হবে!

কুমুদিনী। আমি সবিতাদেবীর সম্পর্কে বোন হই। ভেবেছেন এর পর চুপি-চুপি সরে পড়বেন ? সে হবে না।…আমার উপর ভার কি জানেন, আপনার পাকাগোঁপ আর পাকাচুল—সমস্ত উপড়ে তরুণ যুবক করে দেওয়া—

নীলাম্বর। আর আমি কি করেছি, দেখ। ফুলেল তেল মেখেছি;

ধোপদস্ত কাপড় পরে কি রকম ভদ্দোর হয়ে আছি ! সবিতা দেখে খুশি হবে ত ?

উভয়ে হাসিতে লাগিল। এমন সময় সারদা কাছে আসিয়া ঘোমটা খুলিয়া বলিল।

সারদা। তা হলে একটা স্পষ্ট কথা বলি। আমি মুখফোড় মানুষ—এ অন্যায় সইছে না।

নীলাম্বর। কি ?

সারদা। সবিতার মতো মেয়ের এমন সর্বনাশ কেন করছেন ?

নীলাম্বর। সর্বনাশ কি বল ? বিয়ে হওয়া সর্বনাশ !

সারদা। বিয়ে হচ্ছে কার সঙ্গে ?

নীলাম্বর। তোমরা চাও কার সঙ্গে ?

সারদা। কমলেশের সঙ্গে হলে কি সুন্দর হত ! কি বলিস, কুমু ?

কুমুদিনী। হ্যাঁ, মামী—

নীলাম্বর। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হত, মল্লযুদ্ধ হত। বিয়ে না হতেই ঝগড়া-ঝাঁটি···আর সে কি ভীষণ ব্যাপার ! মুখের কাছে মুখ না এনে—

ত্রিলোচন সবিতাকে লইয়া আসিল।

সবিতা। রায় মশায়, এ সব কি ?

সারদা। যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই—

সবিতা। বিয়ে ?

কমলেশ উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করিল।

কমলেশ। সবিতা, তোমার বিয়ে হচ্ছে—চিরজীবনের ব্যাপার। তার আগে একটা কথা শুনতে চাই, শেষ কথা—

সবিতা। রায় মশায়, এ কি সত্যি ?

নীলাম্বর। হ্যাঁ গো খুকুরাণী, তোমার বিয়ে—

সবিতা। বিয়ে হবে না রায় মশায়—

নীলাম্বর। হবেই। পালাবার পথ্ নেই। বল্লভের লেঠেলরা পাহারা দিচ্ছে। হাঃ—হাঃ—হাঃ ! তৈরি হও—

সবিতা। না।

নীলাম্বর। বেশ, তবে আমি তৈরি হয়ে আসছি—

নীলাম্বর প্রস্থান করিল।

সবিতা। ফাঁদে ফেলেছে—

কমলেশ। বড্ড বেশি আস্কারা দিয়েছিলে সবিতা। তোমারই দোষ। আমার মুখের উপর বললে যে, ওকে ভালবাস—

সবিতা। কিন্তু বলিনি তো যে বিয়ে করব।

কমলেশ। জোর করে বিয়ে করবে—

সবিতা। Pooh!

কমলেশ। কি করবে তুমি?

সবিতা। শায়েস্তা করব। আমি ওষুধ জানি—

টোপর হাতে নীলাম্বর প্রবেশ করিল।

নীলাম্বর। দেখ দেখি…এটা কি জান? বিয়ের কিরীট। এই পরে যদি আমি দাঁড়াই—তখনও কি পছন্দ হবে না? একটু চেষ্টা করে দেখই না হে! উঃ, চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে!…আচ্ছা এইবার?

নীলাম্বর কমলেশের মাথায় টোপর পরাইয়া দিল।

কমলেশ। এ কি?

নীলাম্বর। বর বদল করলাম। খুবই রেগে যাচ্ছ তোমরা, বুঝতে পারছি। বড্ড ঝগড়া-ঝাঁটি কিনা! তবে…সবিতা তুমি আমাকে ভালবাস, কমলেশও আমার ভালবাসার পাত্র, আমার একটা খাতির আছে তো! সেই খাতিরে না হয় বিয়েটা হোক—

সবিতা। আপনার মনে মনে এই মতলব ছিল রায় মশায়?

নীলাম্বর। এর নাম স্বার্থ—বুঝলে হে, কাজ ভোলবার লোক নীলাম্বর নয়।…তোমরা বাসা না বাঁধলে শেষের ক'টা দিন থাকি কোথায়?

কমলেশ। কিন্তু গোপন করেছিলেন কেন?

নীলাম্বর। যা ঝগড়া-ঝাঁটি তোমাদের · শেষটা যদি সরে পড়! আর তুমিই বা আমাকে গোপন করেছিলে কেন?

কমলেশ। রায় মশায়, আপনি এত মহৎ?

নীলাম্বর। না হে, লাভ তো আমারই ষোল-আনা—

নীলাম্বরের কণ্ঠ আবেগে কম্পিত হইল।

নীলাম্বর। কমলেশ, তুমি আমার কত করেছ! অবলম্বনহীন প্রেতের মতো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম, আমায় মানুষের মধ্যে নিয়ে এসেছ। সবিতা আমায় স্নেহ দিয়েছে, আমার অবসন্ন প্রাণ তার করুণায় তৃপ্তি পেল। কত দিন, কত মাস, কত বছর ধরে যেন মরুভূমির অনন্ত বালি ভেঙে চলেছি···নীলাম্বর, ঐ দেখা যায় ওয়েসিস—শীতল ঝর্ণা—সবুজ গাছপালা!···তোমরা যেখানে বাসা বাঁধবে, তার ছায়ায় আমাকে একটু জায়গা দেবে তো সবিতা?

সবিতা। রায় মশায়, আশীর্বাদ করুন—আমাদের বাসা সুন্দর হোক, কল্যাণময় হোক—

নীলাম্বর। আশীর্বাদ করব? ওরে, আমার আশীর্বাদ চাইছে! ধান-দূর্বা সব নিয়ে এসো—

সবিতা ও কমলেশ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে, কুমুদিনী ধান-দূর্বা লইয়া আসিল। এই সময়ে বল্লভ উত্তেজিত ভাবে প্রবেশ করিল।

বল্লভ। পুলিশ ঢুকে পড়েছে—

নীলাম্বরের হাত হইতে ধান-দূর্বার রেকাবি ঝনঝন করিয়া পড়িয়া গেল।

নীলাম্বর। আমাদের লেঠেল?

বল্লভ। তারা লড়ছিল প্রাণপাত করে। ওদের পাঁচ-সাতটা ঘায়েল হয়েছে···এমনি সময়ে কোত্থেকে ব্রজলাল এলো রাণীমাকে নিয়ে—

সবিতা। আমার মা?

বল্লভ। হ্যাঁ, তিনি এসে সামনে দাঁড়ালেন—মুখের উপর বিদ্যুৎ জ্বলছে। বললেন, মারো আমাকে লাঠি—মেরে ফেল—নয়তো আমি ঢুকব, মেয়ে আমার ফিরিয়ে আনবই। তার পাশে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল ব্রজলাল। সে কী ভয়ানক মূর্তি!

নীলাম্বর। আর তোমরা?

বল্লভ। মেয়েদের লাঠি মারতে ওস্তাদ তো শেখায় নি! আমরা মার খেতে লাগলাম।

বাহিরের দিক হইতে শব্দ আসিতে লাগিল।

বল্লভ। ঐ শুনুন আওয়াজ। ফটকে খিল দিয়ে এসেছি, ভেঙে ফেলছে।

কমলেশ। সবিতা, রাণীমা তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবেন—

সবিতা। আমার মা—

কমলেশ। কিন্তু আমি ছাড়ব না। তুমি যেতে চাইলেও জোর করে আটকে রাখব—

নীলাম্বর। কমলেশ, চলে যাও সবিতাকে নিয়ে। ভৈরবে পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যাও। ঘাটে ডিঙি আছে তো, বল্লভ?

বল্লভ। সামনের সব দরজা ওরা আটকে আছে—

নীলাম্বর। খিড়কি দিয়ে যাও। যাও কমলেশ, যাও সবিতা, দেরি কোরো না—

সবিতা। আপনি?

নীলাম্বর। (ম্লান হাসিয়া) ভয় নেই, ভয় নেই—আমার এবার অনন্ত শান্তি—

সবিতা। আপনাকেও যেতে হবে—

নীলাম্বর। যাব কোথায়? মাথার উপর ঈশ্বরের অভিশাপ—পিছনে পিছনে ছুটছে আইনের ক্রুর দৃষ্টি! অভিশপ্ত মানুষ আমি—আমায় বাঁচাবে কার ক্ষমতা? তোমরা যাও বল্লভ, ওদের রওনা করে দিয়ে এসো।...দুর্যোগ যদি কেটে যায়, আবার দেখা হবে—

এক রকম ধাক্কা দিয়াই নীলাম্বর তাহাদের দরজার বাহির করিয়া দিল। খানিক পরে সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে সে-ও বাহিরে চলিল। ওদিক দিয়া ব্রজলাল, ইনস্পেক্টর, নিশারাণী ও কয়েকজন কনেষ্টবল প্রবেশ করিল।

পুরোহিত। অ্যাঁ, ব্যাপার কি?

ব্রজলাল। আপনাদের যজ্ঞি-বাড়ি নিমন্ত্রণে এলাম, পুরুত মশাই।

পুরোহিত। নারায়ণ! নারায়ণ!

পুলিশ দেখিয়া পুরুত ও মেয়েরা সরিয়া পড়িল।

ব্রজলাল। আমি খানাতল্লাসির দিকে যাই—

ত্রিলোচন ব্রজলালের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল।

ত্রিলোচন। রায় মশায় খুনী নন। এই একটু আগে কাপড় বদলাচ্ছিলেন। খুব নজর করে দেখলাম, সড়কির দাগ নেই। হাতের উপর উল্কি করে দুটো নাম লেখা—তাই ঢাকাঢাকি করে বেড়ান—

নিশারাণী চমকিয়া উঠিল।

নিশারাণী। তুমি ঠিক দেখেছ?

ত্রিলোচন। হ্যাঁ ঠিক। মিথ্যে কথা বলছিনে। বুকের উপর দাগ-টাগ কিচ্ছু নয়—হাতে শুধু দুটো নাম। আপনারা গোলমাল করবেন না, চলে যান—

ব্রজলাল। এবারের পাওনাটা বুঝি ভালরকম হয়েছে, ম্যানেজার?

ব্রজলাল চলিয়া গেল। অপর দিক দিয়া নীলাম্বর আসিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিশারাণী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিল।

ত্রিলোচন। রায় মশায়, এসেছেন—

নীলাম্বর। ওঃ, এসেছেন ? সবিতার বিয়ের আশীর্বাদ করে যেতে হবে। কোন ক্ষোভ মনে রাখবেন না—

নিশারাণী। তা-ও কি সম্ভব রায় মশায় ? এত নির্যাতনের পরে ?

নীলাম্বর। নির্যাতন…তা বলতে পারেন ! কিন্তু সবিতা ক্ষমা করেছে—

ইনস্পেক্টর। তবু মায়ের একটা দায়িত্ব আছে, রায় মশায়—

নীলাম্বর। আপনি কথা বলবেন না, ইনস্পেক্টর। আপনি আইনের চাকর। সবিতাদেবীর বিয়ে আইনে ঠেকবে না। আপনাকে ডাকছি না ; হচ্ছে—সবিতার মার সঙ্গে। এমন দিনে উনি মুখ ভার করে থাকবেন, সে আমি কিছুতে হতে দেব না—

ইনস্পেক্টর। রায় মশায়, সবিতাদেবীকে আপনি Kidnap করেছেন। ওয়ারেণ্ট আছে, তাঁকে বের করুন। তাঁর কথা তাঁর নিজের মুখেই শুনব—

ত্রিলোচন সরিয়া পড়িল।

নীলাম্বর। সবিতা এখানে নেই—

ইনস্পেক্টর। নেই ? কোথায় আছেন, বলে দিন।

নীলাম্বর। বলতে পারি, যদি সবিতার মা অভয় দেন—

নিশারাণী। রায় মশায়, আপনার কি আর কখনো সংসার ছিল না ?

নীলাম্বর স্তব্ধ হইয়া চোখ বুঁজিল।

নীলাম্বর। মনে পড়ে…স্বপ্নের মত। সে সব মানুষ নেই··সে জগৎও নেই। কোন চিহ্ন নেই তার।

নিশারাণী। স্ত্রী মরে গিয়েছে ?

নীলাম্বর। হয়তো—

নিশারাণী। তাই বুঝি আবার ঘর বাঁধছেন? এই বয়সে—

নীলাম্বর। বয়স—বয়স! বয়স তো ফিরে আসবে না। তবু যে ক'টা দিন বাঁচি, সকলের উপদ্রব হয়ে থাকব না—শান্তিতে বাঁচতে চাই—

শুষ্ক মুখে বল্লভ প্রবেশ করিল।

নীলাম্বর। বল্লভ, রওনা করে দিয়ে এলে?

বল্লভ। গাঙে বান ডেকেছে, বাঁধ ছাপিয়ে পড়বার মত—

নীলাম্বর। বাঁধ ভাঙবে না তো? লোক লাগিয়ে দাও—যত টাকা লাগে। টানের মুখে ওরা ডিঙি ভাসায়নি তো?

বল্লভ। এমন টান কুটো ফেললেও দু'খানা হয়ে যায়। এত করে বললাম—কমলেশ, ভাসিও না নৌকো, মরবে যে—

নিশারাণী। তারা নদীর উপর?

বল্লভ। কিছুতে শুনল না—হাত ধরাধরি করে দুটিতে ডিঙায় উঠল—নৌকো তীরের মত ছুটল—

নীলাম্বর। নৌকে ডুবে যাবে যে এই ঘোর দুর্যোগে—

নিশারাণী। তাদের বাঁচাতে হবে, ইনস্পেক্টর বাবু। আপনার লোকজনকে হুকুম দিন···হাজার টাকা বখশিস।

হঠাৎ বাহিরে একটা কিসের আওয়াজ···কি ভাঙিয়া পড়িল। ইনস্পেক্টর ইঙ্গিত করিতে কনেষ্টবলরা ছুটিল। নিশারাণী এবং বল্লভও ছুটিয়া গেল।

নীলাম্বর। দুটো ফুল টানের মুখে তলিয়ে গেল!···বুড়ো মানুষ—বাসা বাঁধবার লোভ করেছিলি? ওরে হতভাগা অভিশপ্ত নীলাম্বর, সর্বস্বহারা নীলাম্বর, আর কেন—আর কেন?

নীলাম্বর যেন উন্মাদ হইয়াছে। গলার মালা ছিঁড়িল। চারিদিকে ফুল ছড়াইয়া দিতে লাগিল। অবশেষে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ইনস্পেক্টর বাধা দিল।

ইনস্পেক্টর। আপনি বেরুতে পারবেন না—

নীলাম্বর। আঃ, পথ ছাড়। সবিতা গেছে, আমার কমলেশ

গেছে, এত কষ্টের বাঁধও ভেসে যাচ্ছে! কে আর রইল? কি নিয়ে থাকব?

ইনস্পেক্টর। দুঃখিত রায় মশায়, আপনাকে যেতে দিতে পারি না। এ বাড়ী সার্চ হচ্ছে। আপনাকে Disturb করিনি—

নীলাম্বর। (ব্রজকণ্ঠে) তবে এখনো কোরো না—

নীলাম্বর চাদরের নিচ হইতে রিভলভার বাহির করিতে গেল। ইনস্পেক্টর প্রস্তুত ছিল; তার আগেই রিভলভার নীলাম্বরের সামনে ধরিল। তারপর নীলাম্বরের রিভলভারটি লইল।

ইনস্পেক্টর। আমরা জানি কি না! তৈরী হয়েই এসেছি—

ব্রজলাল, সাব-ইনস্পেক্টর ও কয়েকজন কনেষ্টবল আসিল।

ইনস্পেক্টর। এই যে—খানাতল্লাসী হয়ে গেল? কি—পেলেন কিছু?

সাব-ইনস্। না, বিশেষ কিছু নয়—

ব্রজলাল। যথেষ্ট, যথেষ্ট! ইনি যে শেখরনাথের হত্যাকারী তাতে সন্দেহ নেই—

নীলাম্বর। চোপরও—আমার ওদিকে সর্বনাশ হচ্ছে, আর তোমরা আমাকে আটকে রাখছ রাণীর ঘুষ খেয়ে—

ব্রজলাল। এই হীরের আংটি— ডবল ত্রিশূল আঁকা···তুমি দিয়েছিলে সবিতাকে। একশ' লোক সাক্ষী দেবে, ঐ আংটি রাজাবাবু পরতেন।

নীলাম্বর। মিথ্যা—মিথ্যা কথা? ইনস্পেক্টর, সঙ্কট-মুহূর্তে খেলা কোরো না। নীলাম্বর রায়কে Arrest করেছ, কিন্তু সে মরেনি এখনো। একটি কটাক্ষে—

সহসা কণ্ঠস্বর অতি কাতর হইল।

নীলাম্বর। না—মরেছে নীলাম্বর। কারো পরে কোন আক্রোশ নেই। ইনস্পেক্টর, এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দাও। আমি একবার দেখে

আসি কি হয়েছে। তারপর এসে হাত বাড়িয়ে দেব। তোমরা Handcuff পরিয়ে দিও। তোমার হাতে ধরে বলছি ইনস্পেক্টর—তোমার পায়ে ধরছি। দেখে আসি, যদি তাদের ফিরিয়ে আনতে পারি—

উন্মাদিনীর মতো নিশারাণী প্রবেশ করিল।

নিশারাণী। না, ফিরবে না। ঝড়ে নতুন বাঁধ থর-থর করে কাঁপছে, ধ্বসে পড়ল বলে। লোহার গেট চুরমার হয়ে গেছে, ভাঙা নৌকা ডাঙায় আছড়ে পড়েছে। তারা কোথায় ভেসে গেছে—

নীলাম্বর। গেছে? ইনস্পেক্টর, আমি অপরাধী…স্বীকার করছি… ধর, ধর—ফাঁসিকাঠে তুলে দাও—

ইনস্পেক্টর। ব্রজলাল, তুমি হত্যাকারীকে দেখেছিলে। সনাক্ত করতে হবে—

ব্রজলাল। হ্যাঁ, করব। মুখোস পরা ছিল। মুখ দেখে না পারি, আমার সড়কির দাগ দেখে ঠিক চিনব।·· দেখুন তো ইনস্পেক্টর বাবু, বুকের নিচে খোঁচা আছে কিনা—দেখুন তো—

নীলাম্বর তাড়াতাড়ি বুকে চাদর চাপিয়া ধরিল, দেখিতে দিল না।

নীলাম্বর। আছে, আছে—বুকে বড্ড খোঁচা—দেখতে হবে না—

ইনস্পেক্টর। তা হলে রায় মশায়, আপনার স্বীকারোক্তি মতে শেখর মজুমদারের হত্যাপরাধে আপনাকে Arrest করা হল—

একজন কনেষ্টবল Handcuff লইয়া আগাইয়া আসিল। কিন্তু নিশারাণী বাধা দিল।

নিশারাণী। না—

ইনস্পেক্টর। না? কি বলছেন আপনি?

নিশারাণী। আমি ছিলাম সেখানে। আমি জানি সে লোক ইনি নন। *

*মফস্বলে অভিনয়ের সময়ে ইহার পরবর্তী ইটের পাঁজার দৃশ্য দেখাইবার অসুবিধা হইতে পারে। সে জন্য এখান হইতে পুনর্লিখিত হইয়াছে। উহা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ঐ নির্দেশ অনুযায়ী অভিনয় করিলে নাট্যরস ব্যাহত হইবে না।

এই সময়ে বাহিরে আর্তনাদ উঠিল। পুলিশেরা সেদিকে ছুটিল। ব্রজলালও ছুটিল। টলিতে টলিতে বল্লভ আসিল। তাহার বুকে গামছা চাপা দেওয়া।

নীলাম্বর। এ কি?

বল্লভ। বাঁধ ভেঙেছে—বান ছুটে আসছে। কিছু থাকল না। পালাও—পালাও—পালাও সব। যান, রায় মশায়—

নিশারাণী নীলাম্বরের হাত ধরিয়া টানিল।

নিশারাণী। চলুন—

নীলাম্বর। সর্বনাশ নিজের চোখে দেখতে?

নিশারাণী। বাঁচতে। আপনাকে মরতে দেব না।—

নীলাম্বর। বাঁচতে? না—না—

বল্লভ। দেশের মানুষকে বাঁচাতে, রায় মশায়। বাঁধ আবার দিতে হবে—

নিশারাণী। আসুন—

নিশারাণী একরকম জোর করিয়াই নীলাম্বরকে লইয়া চলিয়া গেল। ব্রজলাল চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিল।

ব্রজলাল। ইনস্পেক্টর বাবু, আসামী পালায় যে—

বল্লভ। না, পালায়নি। এই যে হাজির—

ব্রজলাল। বল্লভ, তুই?

বল্লভ। তোমার সড়কির দাগ এই রয়েছে বুকে। গিয়েছিলাম সেদিন ডাকাতি করতে—দৈবাৎ একটা ভাল কাজ হয়ে গেল।

বল্লভ বুকের গামছা সরাইল। দেখা গেল, সে ভীষণ আহত হইয়াছে—রক্তের ধারা বহিতেছে।

ব্রজলাল। বল্লভ, এ কি?

বল্লভ। বাঁধ ভেঙেছে। লকগেটে জলের চাপ···আমি ডবল করে হুড়কো লাগাতে গিয়েছিলাম। লোহার ডাণ্ডা পড়ল, যেখানে পড়েছিল

তোমার সড়কি। পালাও, পালাও—ব্রজ-দা, ঐরাবতের মতো ঐ বান আসছে, পালাও—

বল্লভ শুইয়া পড়িল।

ব্রজলাল। পালাব? তোকে এই অবস্থায় ফেলে? আমরা এক ওস্তাদের কাছে লাঠি ধরি নি? আমি না তোর ভাই?

ব্রজলাল বল্লভকে তুলিয়া ধরিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল শব্দে বন্যার জল আসিয়া তাহাদিগকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া চারিদিক পরিপ্লাবিত করিয়া দিল।

—বারো—

প্লাবন, ইটের পাঁজা

প্লাবনে চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছে; তাহার মধ্যে দেখা যাইতেছে, বড় একটি ইটের পাঁজা। উপর দিককার হাত দুই-তিন অংশ মাত্র জলের উপরে জাগিয়া আছে দিগ্‌ব্যাপ্ত অন্ধকার। ঝড় বহিতেছে। বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল, ক্লান্ত নীলাম্বরকে ধরিয়া নিশারাণী সেখানে আশ্রয় লইতেছে।

নীলাম্বর। মানুষ আর ঈশ্বরের আক্রোশ, বাঁচতে দেবে না। আর তুমি মরতেও দেবে না?···শত্রুতা করেছি, তার এই রকম শাস্তি দিচ্ছ রাণী?

নিশারাণী। তোমার শাস্তি যে আর একজনের বুকে গিয়ে পড়ে। আমি কি অপরাধ করেছি?

নিশারাণী মুখের কাপড় সরাইল।

নিশারাণী। আমি যে দিন গুণছি, তপস্যা করে বসে আছি—

নীলাম্বর। তুমি?

নিশারাণী। আমাকে এখনো চিনলে না? আমি মনোরমা।

নীলাম্বর। মনোরমা?

নিশারাণী। হ্যাঁ, মনোরমা···দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ দিকি!

নীলাম্বর। (আচ্ছন্নের মতো) মনোরমা—তুমি!

নিশারাণী। হ্যাঁ, আমি। এক দুর্দিনে ভেসে গিয়েছিলাম, আর এক দুর্যোগে ফিরে এলাম।

নীলাম্বর। এলে—কিন্তু বড় দেরি করে এলে! কতকাল—আজ কতকাল পরে জীবনের সীমান্তে এসে আপনার জন পেলাম।

নীলাম্বর শুইয়া পড়িল।

নীলাম্বর। এ কি কম সুখ!···এমন সুখে যে মরে যেতে ইচ্ছে করে, মনোরমা!

নিশারাণী। না, মরবার সময় নেই আমাদের। বাঁধ ভেঙে গেছে, ঐ বাঁধ নতুন করে বাঁধতে হবে—

নীলাম্বর। যাদের করবার কথা—যৌবনের তেজে যৌবন-মাধুর্যে শ্মশানে যারা নতুন ফুল ফোটাত, তারা ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।···আমাদের কমলেশ—আমাদের সবিতা—

নিশারাণী। হয়তো তারা আছে—হয়তো ডোবে নি, কোথাও আশ্রয় নিয়ে আছে—

তাহারা আকুল কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল।

নিশারাণী। সবিতা, কমলেশ, ফিরে এসো—

নীলাম্বর। কমলেশ, সবিতা, আমি ডাকছি,—জবাব দাও—

পাঁজার অপরদিকে কমলেশ ও সবিতা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তরঙ্গ-তাড়নায় তাহারা এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের চেতনা হইতেছে।

কমলেশ। উ—

নীলাম্বর। জবাব দিল কে? সবিতা, কমলেশ!···ও কারা? ঐ না তারা···পাঁজার ওদিকে? আলো পাই কোথায়?

নিশারাণী। সবিতা, খুকী!

সবিতা। মা!

নিশারাণী। ওঠ মা, ওঠ কমলেশ—

সবিতা। আমরা কোথায় মা!

নিশারাণী। এই যে আমার কোলে—

হঠাৎ স্থির তীব্র আলো আসিয়া পড়িল।

নীলাম্বর। স্টিমারের আলো পড়ল। স্টিমার এলো কোত্থেকে?

ষ্টিমারের সাইরেন বাজিল।

কমলেশ। সাহেবদের শিকারের স্টিমার। শামুকপোতা ঘুরে যাচ্ছে। কাপড় ওড়ান—কাপড় ওড়ান…ওরা দেখতে পেয়েছে, লাইফ-বোট আসছে—

সবিতা। উঃ, তীরের মতো বোট ছুটে আসছে—

খালাসি লাইফ-বোট লইয়া আসিল।

খালাসি। বোট রাখা যায় না, পাঁজায় ঘা লাগতিছে—ওঠেন, ওঠেন—

নীলাম্বর। কমলেশ, সবিতা, ওঠ—

কমলেশ ও সবিতা বোটে উঠিতেই নীলাম্বর ধাক্কা দিয়া বোট সরাইয়া দিল।

কমলেশ। রায় মশায় উঠতে পারেন নি, ফেরাও বোট—

খালাসি। বোট ভিড়বে না…তোড়ে বান্ধা যাচ্ছে না। সবসুদ্ধ ডুববে—

নীলাম্বর। না—না চলে যাও—

সবিতা। মা—মা—

নিশারাণী। খুকী—খুকী—

নীলাম্বর। না—না, পিছু ডেকো না। পিছনে মৃত্যু। ওদের যেতে দাও, যেতে দাও। অন্ধকার পিছনে পড়ে থাক, এগিয়ে যাক ওরা—নতুন দিনের সূর্য উঠছে—

পূর্বাকাশে অরুণ-আভা প্রকাশ পাইতেছে।

নিশারাণী। আমরা?

নীলাম্বর। আমরা কোথায় যাব মনোরমা?…ওদের সামনে আছে আলো—আছে জীবন। আর আমাদের দ্বীপান্তর—নয় ফাঁসি। মানুষ আর ঈশ্বরের আক্রোশ!…তার চেয়ে এই ভালো। তোমার কোলে মাথা রেখে শুই। আসুক প্লাবন—আসুক মৃত্যু। এই আমাদের সুখ—এই আমাদের শান্তি—

—পরিশিষ্ট—

মফস্বলে অভিনয়ের সময়ে শেষ দৃশ্য (প্লাবন, ইটের পাঁজা) দেখাইবার অসুবিধা হইতে পারে। এই জন্য তারকা-চিহ্নিত অংশ হইতে পুনর্লিখিত হইল। মূল বইয়ে যেরূপ আছে, তাহার পরিবর্তে এইরূপ অভিনয় হইতে পারিবে।

তারকা-চিহ্নিত স্থানের পরে

বল্লভ। না, ইনি নন—আমিই। আমাকে ধরো—

বল্লভ টলিতে-টলিতে রক্তাক্ত দেহে আসিল। সে বুকে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছে।

নীলাম্বর। এ কি?

ব্রজলাল। এ কি বল্লভ?

বল্লভ। লকগেটে হুড়কো দিতে গিয়েছিলাম। লোহার ডাণ্ডা ছিটকে এসে পড়ল ব্রজ-দা, যেখানে তোমার সড়কি পড়েছিল পনর বছর আগে—

ব্রজলাল। বল্লভ, তুই?

বল্লভ। এই দেখ—

বল্লভ সড়কির দাগ দেখাইল।

বল্লভ। ডাকাতি করতে গিয়েছিলাম, দৈবাৎ ভাল কাজ হয়ে গেল—

ইনস্পেক্টর। (কনেস্টবলের প্রতি) অ্যারেস্ট করো ওকে—

ব্রজলাল। না না—লাভ কি ইনস্পেক্টর বাবু? হাজার মানুষের জন্য লোহার আঘাত বুকে নিয়েছে—আদালত অবধি নিতে পারবেন না ওকে, শান্তিতে চোখ বুঁজতে দিন। আমি কোলে করে ঘরে নিয়ে যাই—

ইনস্পেক্টর। ব্রজলাল!

ব্রজলাল। ও আমার ভাই—আমরা এক ওস্তাদের কাছে লাঠি শিখেছি—

একজন কনেষ্টবল ছুটিয়া আসিল।

কনেস্টবল। পাঁচিল ভেঙে আমাদের তিনজন চাপা পড়েছে। বান ছুটেছে—ঘর বাড়ি কিছু থাকল না। পালান—পালান—

পুলিশের দল ছুটিয়া বাহির হইল। ব্রজলাল বল্লভকে লইয়া চলিয়া গেল। নীলাম্বর পাষাণ-মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া আছে। নিশারাণী তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

নিশারাণী। চলুন—

নীলাম্বর। না। মানুষ আর ঈশ্বরের ষড়যন্ত্র!…আমি মরব—

নিশারাণী। মরতে আমি দেবো না—

নীলাম্বর। বাঁচতে দিলে না—আর মরতেও দেবে না রাণী?

নিশারাণী। (ব্যাকুল কণ্ঠে) না, না—কত কাল আমি মরে রয়েছি। তুমি এসে বাঁচাবে বলে যে দিন গুণছি—তপস্যা করে আছি—

নিশারাণী মুখের ঘোমটা সরাইল।

নিশারাণী। আমাকে এখনও চিনলে না? আমি মনোরমা—

নীলাম্বর। মনোরমা?

নিশারাণী। হ্যাঁ, মনোরমা।…দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ দিকি—

নীলাম্বর। (আচ্ছন্নের মতো) মনোরমা, এক দুর্দিনে ভেসে গিয়েছিলে, আর এক দুর্যোগে ফিরে এলে—

সবিতা ও কমলেশ সিক্ত-ক্লান্ত অবস্থায় সেখানে আসিল।

সবিতা। মা, মা—

কমলেশ। ফিরে এলাম, সাঁতরে এসেছি—

সবিতা। মা, মা, ক্ষমা কর। ঐরাবতের মতো প্লাবন ছুটেছে। ভয় পেয়ে তোর কোলে পালিয়ে এলাম—

নীলাম্বর। প্লাবন আসছে। ছাড়ো, ছাড়ো মনোরমা,—ওদের আশীর্বাদ বাকী আছে। প্রলয়ের আগে আশীর্বাদ সের নিই। ধান কোথায়—দূর্বা কই?

নিশারাণী সজল চোখে সবিতাকে জড়াইয়া ধরিল।

ধান-দূর্বার রেকাবি পড়িয়াছিল। নীলাম্বর আশীর্বাদ করিল। দূর হইতে প্লাবনের প্রবল শব্দ আসিতেছে।
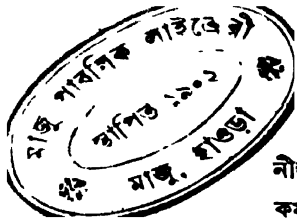
চরিত্র

নীলাম্বর—অহীন্দ্র চৌধুরী

কমলেশ—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজলাল – সন্তোষ সিংহ

শেখরনাথ—মিহির ভট্টাচার্য

ত্রিলোচন—কুমার মিত্র

মিঃ গোঁসাই—সন্তোষ দাস

উৎপল—তারা ভট্টাচার্য

ইনস্পেক্টর—জ্যোৎকুমার মুখো

মহেশ মোড়ল—যতীন দাস

হলধর—তুলসী চক্রবর্ত্তী

গবুচন্দ্র—শান্তি দাস

হবুচন্দ্র—গোপাল নন্দী

বল্লভ—বিজয়কার্তিক দাস

গ্রহাচার্য্য—বটকৃষ্ণ দে

টেরা ভদ্রলোক—গোপীনাথ দে

সনাতন—অমলেন্দু সরকার

নিমাই—সত্য সরকার

সাব-ইনস্পেক্টর—শচীন সরকার

পুরোহিত—উমা দাস

সমর—গিরীন ঘোষ

নিশারাণী—শ্রীমতী রাণীবালা

সবিতা (বড়)—শ্রীমতী সাবিত্রী

সবিতা (ছোট)—শ্রীমতী শান্তি

সারদা—শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী

নর্ত্তকী—শ্রীমতী জ্যোতি

চাঁপা—শ্রীমতী বিজলী

নৃত্যময়ী—শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (পচি)

মঞ্জুলা ঘোষ—শ্রীমতী দুনিয়াবালা

কিটি মিত্তির—শ্রীমতী যূতিকা

রাঙা-বৌ—শ্রীমতী নির্ম্মলা

আনন্দমেলার মেয়েরা
কৃষক-রমণী ইত্যাদি

শ্রীমতী বীণা, শ্রীমতী স্নেহলতা, শ্রীমতী মহামায়া, শ্রীমতী রেণু, শ্রীমতী সত্য, শ্রীমতী আশা

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট কলিকাতা ও তারকনাথ প্রেস, ৯, ম্যাঙ্গো লেন কলিকাতা হইতে শ্রীবিমলকুমার ব্যানার্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।